আল আকসা রেষ্টুরেন্ট
প্রবাসে বাংলাদেশী খাবারের স্বাদ
আল আকসা পার্টিহল
পার্কচেষ্টারে বাঙ্গালী মালিকানায় সবচেয়ে বড় পার্টিহল ১০০-১৫০ জনের ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন
২১০৭ ষ্টার্লিং এভিনিউ, ব্রঙ্কস, নিউইয়র্ক-১০৪৬২
ফোন: ৭১৮-৯০৪-৭০৬১

২৮ বছরে

বাংলা পত্রিকা

The Weekly Bangla Patrika

বর্ষ ২৮ ॥ সংখ্যা ০১ ॥ সোমবার ॥ আশ্বিন ১৭ ॥ ১৪৩০ ॥ রবিউল আঃ ১৮ ॥ ১৪৪৫ ॥ Vol. 27 ॥ Issue 52 ॥ October 02 ॥ 2023 ॥ USA. FREE in NY, Other State $1

আলাদীন
Aladdin
২৯-০৬ ৩৬ এভিনিউ, এস্টোরিয়া, নিউইয়র্ক ১১১০৬
Tel: 718-784-2554

TiME television
টাইম টেলিভিশন দেখুন, বিজ্ঞাপন দিন
Tel: 718-753-0086

শুভেচ্ছা

বাংলা পত্রিকা ২৭ বছর পেরিয়ে ২৮ বর্ষে পদাপর্ণ করলো। পত্রিকাটির বর্ষপূর্তী উপলক্ষ্যে সকল পাঠ, বিজ্ঞাপনদাতা ও শুভানুধ্যায়ীদের প্রতি রইল আন্তরিক শুভেচ্ছা। -সম্পাদক

কোভিডের বিভৎসতা স্পষ্ট হচ্ছে দিনে দিনে

বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: তিন বছর আগে কোভিডের সেই শুরুর দিনগুলো থেকে স্বাস্থ্যগবেষকরা কোভিডের বিভিন্ন ভ্যারিয়েন্টের কথা বলে আসছেন। আর একটি থেকে অন্যটিকে ভয়ঙ্কর হয়ে উঠতে দেখেছেন। কোভিডের নতুন নতুন ভ্যারিয়েন্টগুলোও একই চরিত্র নিয়ে এগুচ্ছে। বিশেষ করে ইজি.৫ নামের ভ্যারিয়েন্টটি ভয়ঙ্কর রূপ নিয়েই ছড়াচ্ছে। আর এখন তা গোটা যুক্তরাষ্ট্রের সবগুলো স্টেটে পৌঁছে গেছে। সেন্টার ফর ডিজিজ কন্ট্রোল অ্যান্ড প্রিভেনশন নজর রাখছে কোভিডের গতিপ্রকৃতির উপর। এর মধ্যে অন্তত সাতটি স্টেটে এখন দিনে গড়ে ২০০০০ পর্যন্ত নতুন কোভিড আক্রান্ত রোগী হাসপাতালে ভর্তি হচ্ছে। তবে সুখবর এটুকুই যে, উপসর্গ নিয়ে যারা টেস্ট করাতে যাচ্ছেন তাদের মধ্যে আক্রান্তের হার কিছুটা কমের দিকে। ১০ সেপ্টেম্বরে যা ১৪.৩ শতাংশ ছিলো ১৬ সেপ্টেম্বরে তা ১২.৫ শতাংশে নেমে আসে। তবে প্রকৃত আক্রান্তের সংখ্যা এর চেয়ে যে অনেক বেশি সে ব্যাপারে নিশ্চিত সিডিসি। কোভিডের শুরুর দিকগুলোতেও ঠিক এমন একটি অবস্থা তারা দেখেছে। কারণ তখনই অনেকেই কোভিড টেস্ট করানোর ব্যাপারে অনাগ্রহ দেখিয়েছেন। আর অনেকেই ঘরে টেস্ট করিয়ে নিয়েছেন ফলে তা রেকর্ড হয়নি। দক্ষিণের স্টেটগুলোতে এখনো বেশি সংখ্যক কোভিড আক্রান্তদের হাসপাতালে ভর্তি হতে দেখা যাচ্ছে। ফ্লোরিডা, আরাকানসাসে এই সংখ্যা সবচেয়ে বেশি। তৃতীয় অবস্থানে রয়েছে ওয়েস্ট ভার্জিনিয়া। কোভিডের হটস্পট হিসেবে চিহ্নিত আমেরিকার ২৫টি অবকাশযাপন কেন্দ্রের ১২টিই ফ্লোরিডায়। ফলে সেখানে সর্বোচ্চ সংখ্যক ব্যক্তি আক্রান্ত হচ্ছেন এবং হাসপাতালে যাচ্ছেন। লুসিয়ানাকে একমাত্র **(বাকি অংশ ১১ পাতায়)**

সিটি মিটার পার্কিং রেট বেড়েছে ২০%

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: নিউইয়র্ক সিটিতে বসবাস ক্রমেই আরও ব্যয়বহুল হয়ে উঠছে। দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতিতো চলছেই। এর মধ্যে বেড়েছে পরিবহন ব্যয়। সবশেষ যে ব্যয়ের খাড়া নেমে এলো নিউইয়র্কারদের **(বাকি অংশ ১৬ পাতায়**

টাইম টেলিভিশনে সাবেক রাষ্ট্রদূত ড্যান মোজেনা

বাংলাদেশে যুক্তরাষ্ট্রের ভিসা নীতি 'বন্ধুর প্রতি বন্ধুর সহযোগিতা'



বিশেষ প্রতিনিধি: বাংলাদেশের উপর আরোপ করা যুক্তরাষ্ট্রের নতুন ভিসা নীতি তথা ভিসা নিষেধাজ্ঞাকে বন্ধু রাষ্ট্রের প্রতি বন্ধু রাষ্ট্রের সহযোগিতা হিসাবে দেখছেন ড্যান মোজেনা। এক সময় ঢাকায় নিযুক্ত যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত মোজেনা গত বৃহস্পতিবার (২৮ সেপ্টেম্বর) নিউইয়র্কের বহুল প্রচারিত ও জনপ্রিয় টাইম টেলিভিশনের 'টাইম এক্সক্লুসিভ' লাইভ টকশোতে অংশ নিয়ে এ কথা বলেন। ডিপ্লোমেটিকালি বাংলাদেশ ও আমেরিকা একটি **(বাকি অংশ ২০ পাতায়)**

ট্রাম্প প্রতারণা করেছেন, সম্পদের পূর্ণাঙ্গ হিসাব দেননি: আদালত



বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: নিউইউয়র্কের একটি আদালতের বিচারক স্পষ্ট করেই বলেছেন যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রতারণার আশ্রয় নিয়ে সম্পদের পূর্ণ হিসাব দেন নি। বছরের পর বছর ধরে তিনি এই প্রতারণা করে গেছেন এবং রিয়েল স্টেটের সাম্রাজ্য গড়ে তুলেছেন। যা তাকে কেবল খ্যাতিই দেয়নি, হোয়াইট হাউজ পর্যন্ত নিয়ে গেছে। বিচারকের এই সিদ্ধান্ত **(বাকি অংশ ১১ পাতায়)**

অল্পে রক্ষা : সরকারি শাটডাউন পেছালো ৪৫ দিন

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: সামান্য ভোটের ব্যবধানে কংগ্রেসে পাশ হলো বিলটি। আর তাতে অল্প রক্ষা পেলো যুক্তরাষ্ট্র। নয়তো নজিরবিহীন সরকারি শাটডাউন কর্মসূচিতে পড়তে যাচ্ছিলো দেশটি। রবিবার ১ অক্টোবর থেকে সরকারি কাজ কর্ম বন্ধ রাখার ঘোষণা চূড়ান্ত ছিলো যুক্তরাষ্ট্রে। এই দিন কেন্দ্রীয় সরকার বন্ধ কর্মসূচি ঘোষণা করে। যার প্রভাব পড়তে পারতো অনেক সেবা খাতে। তবে এখ আরও ৪৫ দিনের জন্য সময় পেলো **(বাকি অংশ ১৬ পাতায়)**

বৃষ্টি-বন্যায় বিপর্যয় নিউইয়র্কে সপ্তাহজুড়ে ভুগলো নগরবাসী

বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: বলতে গেলে সপ্তাহ জুড়েই বৃষ্টি হলো নিউইয়র্কে। টানা কয়েকদিন দিনভর ঝরঝর নয়তো ট্যাপট্যাপ ঝড়েছে বৃষ্টি। কখনো মুষলধারে, কখনো মাঝারি, কখনো হালকা। এতে নিউইয়র্কের পাঁচটি বোরোতেই দেওয়া হয় জরুরি অবস্থা ঘোষণা। ভারী বৃষ্টিপাতে নগরের সাধারণের চলাচলে বিঘ্ন ঘটে। বিঘ্নিত হয় **(বাকি অংশ ১১ পাতায়)**

APOLLO INSURANCE BROKERAGE INC
WE DO TLC INSURANCE
EXIT LUXURY INC.
Shamsher Ali
President & CEO
29-10 36th Ave., Astoria, NY 11106
Tel: 718-472-9800, Fax: 718-472-9801
e-mail: apollobrokerageinc@gmail.com
exitluxuryinc@gmail.com

CORE CREDIT REPAIR
ক্রেডিট লাইন নিয়ে সমস্যায় পড়েছেন?
TAX Liens Charge Offs Inquiries Collections
Garnishment Bankruptcy Late Payments
Call us 646-775-7008
www.cmscreditsolutions.com
Mohammad A Kashem

WIN ZONE REALTY INC
Licensed Real Estate Broker
বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য যোগাযোগ করুন
M: 917-749-4143
B: 718-899-7000
F: 718-899-2000
khanf04@yahoo.com
Ferdous Khan
Licensed Real Estate Sales Associate
Zillow
81-15 Queens Blvd. 2Fl
Elmhurst, NY 11373

AMIN PHARMACY
29-03, 36th Ave, Astoria, NY 11106
Tel: (718) 786-6611, Fax: (718) 786-6613
Contact: Pharmacist Dr. Monsur Chowdhury

AHAD&CO
CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
ব্যক্তিগত এবং বিজনেস ট্যাক্স ফাইলিং
আই আর এস এবং স্টেট অডিট সমাধান
পে-রোল এবং বুককিপিং
আহ্বাদ আলী, সিপিএ
Tel: (929)371-9915 | info@ahadandco.com
2153 Westchester Ave Suite 200, Bronx, NY 10462
47-01 Van Dam Street Long Island City, NY 11101

CHISHTI CPA PC
Mohammed Chishti
CPA, MBA
চিশতী একাউন্টিং এন্ড ট্যাক্স সার্ভিসেস
Income Tax - Sales Tax - Payroll - Notary Public - Bookkeeping - Business Formation - Financial Statement - Immigration Forms
73-19 BROADWAY, JACKSON HEIGHTS, NY 11372
917-832-7785, 347-515-3858
chishti@chishtiaccounting.com
www.chishtiaccounting.com

রিয়েল এস্টেট ইনভেস্টমেন্ট
প্রাইভেট অকশনের বাড়ি
পাবলিক অকশনের বাড়ি
ব্যাংক মালিকানা বাড়ি
শর্ট-সেল ও REO-প্রপার্টি
কল করুনঃ
৫১৬-৪৫১-৩৭৪৮
Eastern Investment
150 Great Neck Road, Oreat Neck, NY 11021
nurulazim67@gmail.com
Nurul Azim

বাঙ্গালীদের সর্ববৃহৎ ট্রাভেল এজেন্ট
BANGLA TRAVELS
JACKSON HEIGHTS NEW YORK
আমরা বিভিন্ন এয়ারলাইন্সের স্টক হোল্ডার
7305 37th ROAD, JACKSON HEIGHTS, NY 11372
সুপার সেল $৫৪৯+
917-396-4140, 917-592-7828
MOHAMMAD B HOSSAIN (BELAL) President & CEO

সব ধরনের Insurance!
Over 20 Years of Experience
Auto, Home, Business, Worker's Compensation & Disability
(718) 626-0733
(718) 626-2321
crescentinsurance@gmail.com
KABIR CHOWDHURRY
Crescent Insurance Brokegage Inc.
37-11 74 th Street # 2 Floor, Jackson Heights, NY 11372

www.banglapatrikausa.com

২৩ জানুয়ারি ২০২৩ থেকে ট্যাক্স ফাইলিং শুরু হচ্ছে

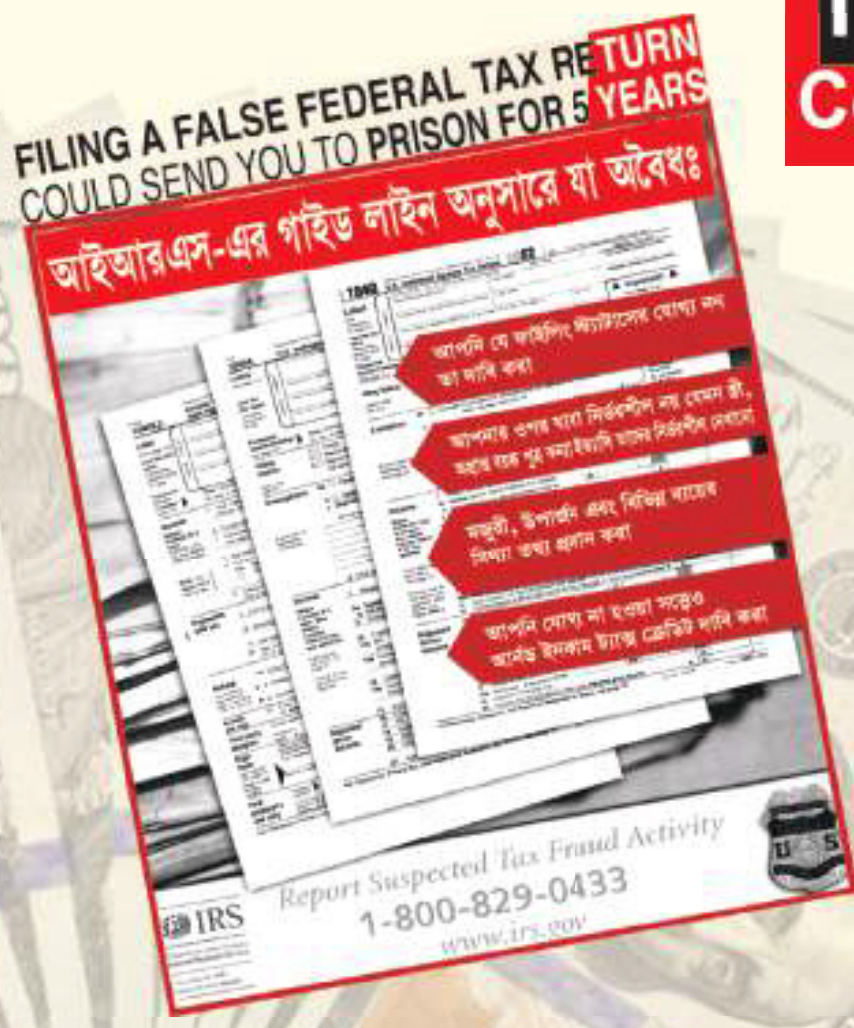
কোনো প্রফেশনালকে দিয়ে ট্যাক্স ফাইল করান তাহলে সর্বাধিক রিফান্ড পাবেন এবং ভবিষ্যৎ জটিলতা থেকেও রক্ষা পাবেন।

We are Top 500 intuit Company

AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER



Steven M. Levy, CPA



আপনাদের ট্যাক্স ফাইলিং সুষ্ঠু ও নিখুঁতভাবে সম্পন্নের জন্য আমাদের সাথে রয়েছেন সার্টিফাইড পাবলিক একাউন্টেন্ট।

Southeast USA Income Tax Services

জ্যাকসন হাইটস
74-09 37th Avenue, Suite # 206
Jackson Heights, NY 11372
Phone: 718-639-6207
Cell: 917-566-1612

জ্যামাইকা
168-16, Hillside Avenue
Jamaica, NY 11432
Phone: 646-464-5944
718-487-4507

ব্রংক্স
1445 Unionport Roa, Bronx, NY
পার্কচেষ্টার ফ্যামিলি ফার্মেসির ভিতরে
Phone: 347-621-0378
718-427-5919

email: usa.bd54@gmail.com

বাংলা পত্রিকা

৩-এর পৃষ্ঠা

The Weekly Bangla Patrika

The Weekly Bangla Patrika // Monday / October 02 // 2023

যুক্তরাষ্ট্র সফরে প্রগ্রেস গ্রুপের চেয়ারম্যান মোহাম্মদ আল-আমিন



নিউইয়র্ক: দুই সপ্তাহের সফরে যুক্তরাষ্ট্রে এসেছেন বাংলাদেশের বিশিষ্ট স্থপতি ও ব্যবসায়ী প্রগ্রেস গ্রুপের চেয়ারম্যান মোহাম্মদ আল-আমিন। তিনি ২৬ সেপ্টেম্বর মঙ্গলবার সকালে যুক্তরাষ্ট্রে এসে পৌছান। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা প্রাক্তন নটরডেমিয়ানদের নিয়ে আমেরিকার নিউইয়র্কে প্রথমবারের মতো আয়োজিত BNDANA গ্লোবাল কনভেনশনে আমন্ত্রিত অতিথি হিসেবে অংশ নিতেই তার এই সফর। তিনি BNDANA গ্লোবাল কনভেনশনের বাংলাদেশ টিমের সমন্বয়কারী হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেছেন। আগামী ৭ অক্টোবর যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কের লা গার্ডিয়া ম্যারিয়ট হোটেলে এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে। বাংলাদেশসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে অবস্থান করা নটরডেমিয়ানরা তাদের পরিবারসহ সম্মেলনে অংশ নিচ্ছেন বলে আয়োজকরা জানিয়েছেন। পৃথিবীর যে কোন দেশ থেকে সম্মেলনে অংশগ্রহন করতে আগ্রহী সবাইকে Bangladesh Notre Dame Alumni North America (BNDANA) এর ওয়েবসাইট https://www.bndana.org এ ক্লিক করে নিবন্ধন এবং হোটেল বুকিং করতে সম্মেলন কমিটির পক্ষ থেকে অনুরোধ জানানো হয়েছে। জরুরী প্রয়োজনে (২৬৭) ২৫৫-৫৮০৫ নম্বরে। -প্রেস বিজ্ঞপ্তি।



এস্টোরিয়া ওয়েলফেয়ার সোসাইটি'র স্কুল সাপ্লাই বিতরণ



নিউইয়র্ক (ইউএনএ): এস্টোরিয়া ওয়েলফেয়ার সোসাইটি ইউএসএ ইনক উদ্যোগে স্কুল সাপ্লাই বিতরণ করা হয়েছে। এ উপলক্ষে গত ২৭ নভেম্বর বুধবার এস্টোরিয়া ৩৬ এভিনিউয়ে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এসময় প্রায় দুইশত জনের মধ্যে স্কুল সাপ্লাই বিতরণ করা হয়। খবর ইউএনএ'র।

সোসাইটির সাধারণ সম্পাদক জাবেদ উদ্দিন পরিচালনায় অনুষ্ঠানে সংগঠনের উপদেষ্টা এমাদ আহমেদ চৌধুরী, দেওয়ান শাহেদ চৌধুরী, কোষাধক্ষ্য এমদাদ রহমান তরফদার, সদস্য তানজিম লগন এবং আল আমিন জামে মসজিদের কোষাধক্ষ্য শাফায়েত খান ও আম্পেয়ার ব্লু ক্রস ব্লু সিলড কমিউনিটি হেলথ এডুকেটার ইয়াসমিন হারনেনডাজ উপস্থিত ছিলেন।

বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও কমিউনিটি এক্টিভিস্ট শাহ রিপন মিয়ার স্ত্রী আয়েশা সিদ্দিকা নিউ-ইয়র্ক আগমন উপলক্ষে ফুলেল শুভেচ্ছা জানান আত্মীয়স্বজন, রুবেল আহমদ, রহিমা বেগম, ফাতেমা, খোকা, হেপি, সুমন, কমিউনিটির পরি-চিত মুখ হারুনুর রশিদ তালুকদার, মিসেস বাবলী ও শ্বশুর-শাশুড়ীসহ নিকট আত্মীয়রা।





MIJAN REAL ESTATE LTD.

Reg. No. C-187784

মিজান রিয়েল এস্টেট লিমিটেড

রাজউক অনুমোদিত পূর্বাচল, উত্তরা এবং বসুন্ধরা,ধানমন্ডি, বনানী ও গুলশান সহ ঢাকায় জায়গা, বাড়ি, প্লট ও ফ্ল্যাট ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য যোগাযোগ করুন। 917-631-5050



USA Address:
127-14 101 Avenue
Queens, NY 11419

Mijanur Rahman (Mijan)
Chairman & CEO
917-631-5050

EXIT REALTY PRIME

ThInkIng of BUYING-
SELLING, INVEST, RENT
Houses, Co-op&Condo

Mijanur Rahman (Mijan)
Licensed Real Estate Agent
189-10 Hillside Ave, Suite E, NY 11423
Tel: 718-262-0205, Fax: 718-262-0254
www.EXITprmeNY.com

Email: RealtorMijan@gmail.com

সেইফ হেল্‌থ মেডিকেল কেয়ার

অভিজ্ঞ বাংলাদেশী ডাক্তার দ্বারা পরিচালিত



MOHAMMED HELAL UDDIN, M.D.
মোহাম্মদ হেলাল উদ্দিন, এম.ডি.
আমেরিকান বোর্ড সার্টিফাইড মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

শাদমান নোশিন
ফিজিশিয়াল এ্যাসিসট্যান্ট

কার্ডিওলজী — তরুণজিৎ সিং, এম.ডি.
বোর্ড সার্টিফাইড জেনারেল, নিউক্লিয়ার এন্ড ইন্টারভেনশনাল কার্ডিওলজিস্ট

পডিয়াট্রি — ডা. সাদী আলম, ডিপিএম
পায়ের পাতা ও গোড়ালী রোগ বিশেষজ্ঞ

সাইকিয়াট্রিস্ট — সোহেল এম. শিপু, এম.ডি.
বোর্ড সার্টিফাইড এডাল্ট সাইকিয়াট্রিস্ট

We Accept most Insurance
আমরা সকল প্রকার ইন্স্যুরেন্স গ্রহন করি

৩০৯৯ কোনেস্ট্রিজ এভিনিউ, ব্রুক্স, নিউইয়র্ক ১০৪৬৭
ফোন: ৭১৮-৯৯৪-৭০০০
safehealth02@gmail.com

৯৩৮১ ক্যাডমেন প্লাজা, ব্রুক্স, নিউইয়র্ক ১০৪৬২
ফোন: ৭১৮-৯৭৫-৭৪৩১
safehealth02@gmail.com









নিউইয়র্কে ঈদে মিলাদুন্নবীতে ছুটি দাবী

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: নিউইয়র্কের এ বছরের সেরা ঈদে মিলাদুন্নবী-২০২৩ উদযাপন গত ২৮ সেপ্টেম্বর, বৃহস্পতিবার 'ঈদে মিলাদুন্নবীতে ছুটি চাই' দাবীতে অনুষ্ঠিত হয় নিউইয়র্কের মিনি বাংলাদেশ খ্যাত জ্যাকসন হাইটসে। ২০১২ সালের ঈদে মিলাদুন্নবী উদযাপনে যুক্তরাষ্ট্র সরকারের নিকট এমন ছুটি দাবী এই দেশে জন্মগ্রহণ করা মুসলিম-আমেরিকানদের নতুন প্রজন্মের একটি প্রেস কনফারেন্সের মাধ্যমে হয় এবং এই দাবীর সমর্থনে প্রচার ক্যাম্পেইন শুরু হয়। বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থিত ৩.৫ মিলিয়ন মুসলমান এবং যাদের সংখ্যা দিন দিন বেড়েই চলেছে, তাদের প্রাণের এই দাবী বাস্তবায়নে প্রস্তাব গ্রহণের মধ্য দিয়ে শেষ হয়েছে জেবিবিএ নিউইয়র্ক আয়োজিত ঈদে মিলাদুন্নবী'র মহা সম্মেলন।

২৫ ডিসেম্বর 'খ্রীসমাস' ও জানুয়ারীর শেষ সোমবার 'মার্টির লুথার কিং ডে' হলিডের মতই ৫৭০ খৃস্টাব্দের ১২ রবিউল আউয়ালের মোতাবেক দিন 'এপ্রিলের শেষ সোমবার' জাত-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকলের জন্য 'ঈদে মিলাদুন্নবী'তে ছুটির প্রস্তাবক মোহাম্মদী সেন্টারের পরিচালক ইমাম কাজী কায়্যুম। জেবিএ'র ঈদে মিলাদুন্নবী অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথির বক্তৃতায় প্রস্তাবনাটি পেশ করলে হল ভরা উপস্থিতিরা দু'হাত উঁচু করে দাবীটির প্রতি সমর্থন জানান। সম্মেলনে জার্মানী, পাকিস্তান ও বাংলাদেশ থেকে অতিথি বক্তারা যোগদান করায় অনুষ্ঠানটি একটি আন্তর্জাতিক সেমিনারে রূপ নেয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন উডসাইড আহলে বাইত জামে মসজিদের ইমাম শাইখ মুতাওয়াক্কিল বিল্লাহ রাব্বানী। জেবিবিএ'র সভাপতি গিয়াস আহমদ ও সাধারণ সম্পাদক তারেক হাসানের যৌথ পরিচালনায় বাদ মাগরিব থেকে শুরু হওয়া এই সম্মেলন ছিল কানায় কানায় পরিপূর্ণ। অতিথিদের বক্তৃতার ফাঁকে ফাঁকে ও শুরুতে বিখ্যাত স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক ক্বারী ও নাশীদানদের চমৎকার পরিবেশনা দর্শক-শ্রোতাদের আধ্যাত্মিকতার আমেজ বহুগুণে বাড়িতে দেয়। মধ্যরাত পর্যন্ত চলা ঈদে মিলাদুন্নবীর সেমিনারটি মিলাদ, বিশ্ব শান্তির জন্য বিশেষ মোনাজাত ও সালাতুল ইশার মাধ্যমে সমাপ্ত হয়।

উল্লেখ্য, এর আগের দিন ২৭ সেপ্টেম্বর বুধবার, সন্ধ্যায় উডসাইডের কুইন্স প্যালেসে নিউইয়র্ক শহরের মেয়র এরিক অ্যাডামসের বাৎসরির 'ব্রেকিং ব্রেড, বিল্ডিং বন্ডস' অনুষ্ঠানেও 'ঈদে মিলাদুন্নবীতে ছুটি চাই' এর আলোকে বিশেষ অতিথি হিসেবে ইমাম কাজী কায়্যুম মূলধারা পর্যায়ে এই ক্যাম্পেইন ও প্রস্তাবনাটি অনুষ্ঠানে সমবেত অতিথিদের সামনে তুলে ধরেন। বিশেষ অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন মেয়র অফিসের বাংলাদেশী কমিউনিটির প্রতিনিধি ও মেয়রের এশিয়া বিষয়ক উপদেষ্টা ফাহাদ সোলাইমান। -প্রেস বিজ্ঞপ্তি।





জালালাবাদ ভবন ক্রয় ঐতিহাসিক পদক্ষেপ

(শেষের পাতার পর)

এডভোকেট মাহফুজ আহমেদ ও দপ্তর সম্পাদক জগলু চৌধুরী।

সংগঠনের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি শাহীন কামালীর সভাপতিত্বে সভাটি পরিচালনা করেন এসোসিয়েশনের সাবেক কোষাধ্যক্ষ আতাউল গনী আসাদ। পবিত্র কোরআন তেলাওতের পর স্বাগত বক্তব্য রাখেন সদস্য হেলিম উদ্দীন। সভায় আরো বক্তব্য রাখেন এসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক মইনুল ইসলাম, সাবেক সাধারণ সম্পাদক মিজানুর রহমান চৌধুরী শেফাজ, ইমাদ চৌধুরী, সাবেক সভাপতি সৈয়দ সৌকত আলী, যুক্তরাষ্ট্র জাসদ সভাপতি দেওয়ান শাহেদ চৌধুরী প্রমুখ। প্রবাসী জালালাবাদবাসীর স্বতস্ফূর্ত উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্যদিয়ে সভাস্থলটি পরিপূর্ণ হয়ে উঠে।

অনুষ্ঠানের আগে পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. মোমেন ভবনটি পরিদর্শন করেন। পরবর্তীতে তিনি ভবনটির প্রশংসা করে বলেন আমি আজ আনন্দিত জালালাবাদের একটি নিজস্ব ভবন হয়েছে এবং এটা একটি ঐতিহাসিক পদক্ষেপ।

গভায় বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের মধ্যে মেম্বার অব বৃটিশ এমপায়ার (এমবিই) মাহমুদ হাসান, দি অপটিমিষ্ট-এর সভাপতি রফিক উদ্দীন চৌধুরী রানা, বীর মুক্তিযোদ্ধা এড. শেখ আক্তারুল ইসলাম, বীর মুক্তিযুদ্ধা সুব্রত বিশ্বাস, সাপ্তাহিক বাংলা পত্রিকা'র সম্পাদক ও টাইম টিভির সিইও আবু তাহের, সিলেট সদর সমিতি ইউএসএ'র সভাপতি আব্দুল মালেক খান লায়েক, ডা. জুন্নুন চৌধুরী, কবি ইসতিয়াক রুপু, সঙ্গীত শিল্পী সেলিম চৌধুরী, ইয়ামীন রসিদ, সভাপতি মৌলবীবাজার ডিষ্ট্রিক্ট এসোসিয়েশন ইউএসএ'র সভাপতি ফজলুর রহমান ও সাধারণ সম্পাদক মিজানুর রহমান, মৌলানা সাইফুল আলম সিদ্দীকি, মৌলানা এম এ কাইয়ুম, হবিগঞ্জ সোসাইটি ইউএসএ'র সাবেক সভাপতি দেওয়ান মঞ্জু, হেলাল তরফদার, ফয়জ্জুন নুর চৌধুরী,ম দব্বির হোসেন, মাসুক মিয়া, অধ্যাপক আজাহার, আলম উদ্দীন, মাহমুদ চৌধুরী, বিশ্বনাথ কল্যাণ সমিতির সাবেক সভাপতি মনির আহমদ, মনির উদ্দীন, হাসান চৌধুরী মাসুম, শাহ নূর কোরেশি, জালালাবাদ এসোসিয়েশনের সাবেক প্রচার সম্পাদক আব্দুল করিম,আবুল খায়ের মন্জু, জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব কাতার-এর সাবেক সভাপতি নজরুল ইসলাম, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী বেলাল চৌধুরী, ফক্কু চৌধুরী, মইনুজ্জানান চৌধুরী, শাহ গোলাম রাহিম শ্যমল, মনসুর চৌধুরী, মদিনা মসজিদ পরিচারণা কমিটির সেক্রেটারী এনায়েত হোসেন জালাল, ওসমানী নগর সমিতির সাবেক সাধারণ সম্পাদক আব্দুস সালাম, মখন মিয়া, হবিগঞ্জ সদর সমিতির সাবেক সাধারণ সম্পাদক আবুল কালাম, ফারুক আহমেদ, আব্দুস সবুর, আব্দুর রউফ তুলন, জামাল আহমদ, জয়নাল উদ্দীন লায়েক প্রমুখ। নৈশভোজের মধ্যদিয়ে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি হয়। -প্রেস বিজ্ঞপ্তি।





বাংলা পত্রিকা
The Weekly Bangla Patrika
Editor : **Abu Taher**
Tel: 718-482-9923, 718-482-1169
Fax: 718-482-9935

সম্পাদকীয়

ডেঙ্গুর টিকা, গবেষণা সফল হোক

যুক্তরাষ্ট্রের একটি প্রতিষ্ঠানের আবিষ্কার করা ডেঙ্গুর টিকার প্রথমবারের মতো সফলভাবে পরীক্ষা চালানো হয়েছে দেশে। খবরটি ইতিবাচক। এ টিকার একটি ডোজ ডেঙ্গুর চারটি ধরনের জন্যই কার্যকর হবে বলে দেখতে পেয়েছেন বিজ্ঞানীরা। টিকাটি আবিষ্কার করেছে যুক্তরাষ্ট্রের ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব হেলথ (এনআইএইচ)। ডেঙ্গুর টিকার দ্বিতীয় ধাপের পরীক্ষা ছিল বাংলাদেশে।

যুক্তরাষ্ট্রের ভার্মন্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের লার্নার কলেজ অব মেডিসিন এবং আইসিডিডিআরবি'র গবেষকরা যৌথভাবে এর ট্রায়াল সম্পন্ন করেছেন। আইসিডিডিআর'বি গবেষকদের দাবি, ডেঙ্গুর টিকার দ্বিতীয় ধাপের ট্রায়াল শেষে দেখা গেছে এটি শিশু ও প্রাপ্তবয়স্কদের মধ্যে প্রয়োগের জন্য নিরাপদ এবং এটি রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা তৈরি করতে সক্ষম। ডেঙ্গুর টিকা আবিষ্কারে এনআইএইচ প্রথম প্রতিষ্ঠান নয়। এর আগে আরও দুটি প্রতিষ্ঠান ডেঙ্গুর টিকা আবিষ্কার করলেও এনআইএইচ কর্তৃক আবিষ্কৃত টিকা তুলনামূলক বেশি নির্ভরযাগ্য বলে মনে হচ্ছে।

আইসিডিডিআরবি'র গবেষকরা বলেছেন, তিন বছর ধরে পর্যবেক্ষণের পর তারা দেখেছেন, বেশিরভাগ স্বেচ্ছাসেবকের মধ্যে ডেঙ্গুর চারটি ধরনের বিরুদ্ধেই অ্যান্টিবডি তৈরি হয়েছে। যারা এর আগে ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়েছিলেন, তাদের দেহে এ অ্যান্টিবডির মাত্রাও বেশি পাওয়া গেছে। এরই মধ্যে এ টিকা যুক্তরাষ্ট্র ও ব্রাজিলের জনগোষ্ঠীর ওপর পরীক্ষা করা হয়েছে। বাংলাদেশে যাদের ওপর টিকা প্রয়োগ করা হয়েছিল, তাদের মধ্যে গুরুতর কোনো পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া দেখা যায়নি।

এনআইএইচ কর্তৃক আবিষ্কৃত নতুন এ টিকার মাত্র একটি ডোজই সব ধরনের ডেঙ্গুর বিরুদ্ধে কার্যকর হবে, এ বিষয়ে বিজ্ঞানীরা আশাবাদী। যদি এ টিকা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের চূড়ান্ত অনুমোদন পায়, তাহলে এটি হবে একটি বড় সুখবর। কারণ এ টিকার ইতিবাচক দিক হলো আলাদা আলাদা ডোজ নেওয়ার দরকার হবে না। এটি শিশুসহ সবার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য; ডেঙ্গু আক্রান্ত না হলেও এ টিকা নেওয়া যাবে।

টিকার তৃতীয় ধাপের টায়াল শেষ হওয়ার পর যদি আশানুরূপ ফল পাওয়া যায়, তারপর সেটি উৎপাদনের জন্য কর্তৃপক্ষের অনুমোদন নিতে হবে। বাজারে থাকা অন্য দুটি টিকার তুলনায় ডেঙ্গুর এ টিকা নিয়ে বিজ্ঞানীরা বেশ আশাবাদী। টিকাটি যদি কর্তৃপক্ষের চূড়ান্ত অনুমোদন পায় তাহলে তা যাতে মানুষ বিনামূল্য বা সাশ্রয়ী মূল্যে পায়, তা নিশ্চিত করতে হবে। দেশে ডেঙ্গু ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে। স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের তথ্য অনুযায়ী, এ বছর এক হাজারের মতো মানুষ ডেঙ্গুতে মারা গেছেন; ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়ে হাস-পাতালে চিকিৎসা নিয়েছেন প্রায় দুই লাখ মানুষ।

কে হচ্ছেন জাতিসংঘের পরবর্তী প্রধান

জাতিসংঘের পরবর্তী মহাসচিব বাছাইয়ের প্রক্রিয়া শুরু হতে এখনো অনেক দেরি। তবে এরই মধ্যে বর্তমান মহাসচিব আন্তোনিও গুতেরেসের স্থলাভিষিক্ত কে হচ্ছেন, তা নিয়ে আলোচনা শুরু হয়ে গেছে। সম্ভাব্য প্রার্থী হিসেবে কয়েকজনের নাম আলোচনায় আসছে। তবে জাতিসংঘের অভ্যন্তরীণ সূত্র বলেছে, এ দৌড়ে এগিয়ে আছেন বারবাডোসের প্রধানমন্ত্রী মিয়া মোটলি।

২০২৬ সালে জাতিসংঘের মহাসচিব নির্বাচনের প্রক্রিয়া শুরু হবে। ২০২৭ সালের জানুয়ারীতে জাতিসংঘের নতুন মহাসচিব দায়িত্ব নেবেন। অর্থাৎ, নতুন মহাসচিব পেতে তিন বছরের বেশি সময় বাকি। সাধারণত পর্যায়ক্রমে বিভিন্ন ভৌগোলিক অঞ্চল থেকে মহাসচিব বাছাই করা হয়ে থাকে। সে অনুযায়ী ধারণা করা হচ্ছে, লাতিন আমেরিকা এবং ক্যারিবীয় অঞ্চল থেকে পরবর্তী মহাসচিব বেছে নেওয়া হতে পারে।

৭৮ বছর ধরে জাতিসংঘের মহাসচিবের পদটি পুরুষের দখলে আছে। তবে এবার নারী মহাসচিব নির্বাচিত হতে পারে বলে আভাস দিয়েছেন বিশেষজ্ঞরা। সে ক্ষেত্রে এগিয়ে আছেন বারবাডোসের প্রধানমন্ত্রী মিয়া মোটলি। সম্প্রতি তাঁর কাছে জানতে চাওয়া হয়েছিল তিনি জাতিসংঘের মহাসচিব পদে লড়তে চান কি না। এ প্রশ্নের সরাসরি জবাব না দিয়ে মোটলি অনুমোদনসূচকভাবে 'থাম্বস আপ' করেন এবং হাসি দিয়ে হেঁটে চলে যান।

সেন্ট ভিনসেন্ট ও গ্রেনাডাইন দ্বীপপুঞ্জের প্রধানমন্ত্রী রালফ গনসালভেস বলেছেন, মোটলি প্রার্থী হিসেবে অনুমোদন পেলে জয়ী হবেন। মোটলি জাতিসংঘের মহাসচিব হিসেবে দারুণ কাজ করবেন বলে মনে করেন তিনি। মোটলি ২০১৮ সালে বারবাডোসের প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হন। চার বছর পর দ্বিতীয় মেয়াদেও নির্বাচিত হন তিনি।

দুটি সূত্র সিএনএনকে বলেছে, কলম্বিয়ার সাবেক প্রেসিডেন্ট এবং নোবেল শান্তি পুরস্কারজয়ী হুয়ান ম্যানুয়েল সান্তোস শিগগিরই প্রচারকাজ শুরু করবেন। অবশ্য সান্তোসের একজন প্রতিনিধির কাছে এ ব্যাপারে জানতে চাওয়া হলে তিনি তা অস্বীকার করেন।

আর্জেন্টিনার কূটনীতিক এবং আন্তর্জাতিক আণবিক শক্তি সংস্থার মহাপরিচালক রাফায়েল গ্রোসির নামও আলোচনায় ঘুরেফিরে আসছে।

এ ছাড়া আরও যাঁদের নাম আসছে– মেক্সিকোর পররাষ্ট্রমন্ত্রী এলিসিয়া বার্সেনা, জাতিসংঘের উচ্চ পর্যায়ের কর্মকর্তা এবং কোস্টারিকার ভাইস প্রেসিডেন্ট রেবেকা গ্রিনস্প্যান, জাতিসংঘের সাধারণ অধিবেশনের সাবেক প্রেসিডেন্ট এবং ইকুয়েডরের সাবেক মন্ত্রী মারিয়া ফারনান্দা এসপিনোসা গারসেস।

দীর্ঘদিন ধরে জাতিসংঘের মহাসচিব বাছাইয়ের কাজটি খুব গোপনে করা হতো। তবে ২০১৬ সালে এ নিয়ে খোলামেলা আলোচনা হতে থাকে। পাঁচ বছর মেয়াদে মহাসচিব নির্বাচিত হয়ে থাকেন। বর্তমান মহাসচিব গুতেরেস দ্বিতীয় মেয়াদে দায়িত্ব পালন করছেন।

জাতিসংঘের মহাসচিব হিসেবে প্রার্থিতা পেতে আগ্রহী ব্যক্তিকে শুরুতে কোনো দেশের মাধ্যমে অনুমোদন পেতে হয়। সাধারণত এ ক্ষেত্রে নিজ দেশের অনুমোদন নিতে হয়। এরপর সাধারণ পরিষদে তাঁদের নাম সুপারিশ করে নিরাপত্তা পরিষদ। ২০১৬ সালে সবশেষ বাছাই প্রক্রিয়া চলার সময় কয়েকটি দেশ প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, মহাসচিব হিসেবে তারা নারী প্রার্থীদের অনুমোদন দেবে। ২০১৬ সালে ১৩ জন প্রার্থীর সাতজনই ছিলেন নারী। তবে শেষ পর্যন্ত পর্তুগিজ কূটনীতিক আন্তোনিও গুতেরেস মহাসচিব নির্বাচিত হন। সূত্র: সিএনএন।

নামাজের সময়-সূচী

অক্টোবর	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
ফজর	৫.৩৮	৫.৩৯	৫.৪০	৫.৪১	৫.৪৩	৫.৪৪	৫.৪৫
সূর্যোদয়	৬.৫২	৬.৫৩	৬.৫৪	৬.৫৫	৬.৫৬	৬.৫৭	৬.৫৮
জোহর	১২.৪৭	১২.৪৬	১২.৪৫	১২.৪৫	১২.৪৫	১২.৪৪	১২.৪৪
আসর	৪.৫৩	৪.৫১	৪.৫০	৪.৪৮	৪.৪৭	৪.৪৫	৪.৪৪
মাগরিব	৬.৪০	৬.৩৭	৬.৩৫	৬.৩৪	৬.৩২	৬.৩০	৬.২৯
এশা	৭.৫৩	৭.৫২	৭.৫০	৭.৪৮	৭.৪৭	৭.৪৫	৭.৪৪

বিশেষ ঘোষণা

নিউইয়র্ক থেকে প্রকাশিত বাংলা পত্রিকা সপ্তাহের প্রথম অর্থাৎ সোমবারের পত্রিকা। বিগত ২৫ বছর বাংলা পত্রিকা নিয়মিত প্রকাশের পর ২৬ বছরে পা রেখেছে। বাংলা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ তার পাঠকদের প্রতি সপ্তাহেই নতুন নতুন খবর, প্রবন্ধ, নিবন্ধ, ফিচার প্রভৃতি উপহার দিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। তাই প্রকাশের ক্ষেত্রে যেকোন নতুন এবং মৌলিক লেখা সর্বাধিক গুরুত্বের দাবী রাখে। আমরা আমাদের লেখকদেরকে মৌলিক লেখা ইমেইলে (banglapatrikausa@gmail.com) পাঠানোর জন্য বিনীতভাবে অনুরোধ রাখছি। যুক্তরাষ্ট্র ও বাংলাদেশের বিভিন্ন জাতীয় দিবসের লেখা ১৫দিন আগে ইমেইলে পাঠানোর জন্যও অনুরোধ রইলো।

বাংলা পত্রিকা প্রিন্ট ভার্সনের পাশাপাশি এখন ওয়েব সাইডেও পাওয়া যায়। আর পূর্ণ বাংলা পত্রিকা'র পিডিএফ ভার্সন পেতে আগ্রহীদেরকে তাদের ইমেইল নম্বর পাঠাতে বিশেষভাবে অনুরোধ করা হচ্ছে।

- সম্পাদক।

বাংলা পত্রিকা পড়তে ভিজিট করুন
banglapartikausa.com

শুধুমাত্র ভিসা নিষেধাজ্ঞায় কি কোনো কাজ হবে? আ. লীগ এই নিষেধাজ্ঞার তোয়াক্কা করছে না

॥ মোবায়দুর রহমান ॥

এক অস্থির সময় পার করছে বাংলাদেশ। গত ২২ সেপ্টেম্বর আমেরিকা বাংলাদেশের বেশ কয়েক ব্যক্তির ওপর ভিসা নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে। কাদের কাদের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে সেসম্পর্কে কিছুই বলা হয়নি। কত জনের ওপর করা হয়েছে তাও বলা হয়নি। ভিসা আরোপের যে মূল নীতিমালা রয়েছে সেখানে সরকার ও বিরোধী দলের সদস্য, আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্য, বিচার বিভাগের সদস্য ইত্যাদি ক্যাটেগরি দেওয়া হয়েছে। এরপর গত ২৮ সেপ্টেম্বর যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দফতরের মুখপাত্র ম্যাথিউ মিলার বলেছেন যে, এই ভিসা নীতির আওতা অনেক বড় এবং বিস্তৃত। বলা হয়েছে যে কোনো ব্যক্তি, দল, গোষ্ঠি বা প্রতিষ্ঠান- যারাই অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের পথে বাধা সৃষ্টি করবেন তাদেরও ওপরই এই ভিসা নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হবে। এখানে যে কোনো ব্যক্তির ইংরেজি করা হয়েছে Any person. এবং ম্যাথিউ মিলার এবং দেশ ও বিদেশের সাংবাদিকরা এই 'এ্যানি পার্সনের' ওপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করছেন। কাদের ওপর এই নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে তাদের নাম জানতে চাইলে ম্যাথিউ মিলার বলেন যে এই নাম প্রকাশ করার ওপরে যুক্তরাষ্ট্র সরকারের নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। এ সম্পর্কে ৩০ সেপ্টেম্বর বিবিসি'র এক বিশ্লেষণে বলা হয় যে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির গোপনীয়তা ও প্রাইভেসি রক্ষার স্বার্থেই নাম প্রকাশ করা হচ্ছে না।

কিন্তু বাংলাদেশে এই নাম প্রকাশ করা নিয়ে তুমুল জল্পনা কল্পনা চলছে। ফেসবুক এবং ইউটিউব এসব জল্পনা কল্পনায় সয়লাব। কারা এই নিষেধাজ্ঞার আওতায় এসেছে তাদের সংখ্যা ৫৭ থেকে শুরু করে ৪৫২ পর্যন্ত পৌঁচেছে। আমাদের কানেও এই বিরাট সংখ্যার কিছু কিছু নাম ধাম এসেছে। কিন্তু আমরা নিরপেক্ষ ও বস্তুনিষ্ঠ সাংবাদিকতার খাতিরে ঐ সব নাম এখানে উল্লেখ করছি না। কিন্তু দুই জন ব্যক্তির কথা উল্লেখ না করলেই নয়। এদের মধ্যে একজন হলেন সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগের সাবেক বিচারপতি শামসুদ্দিন চৌধুরী মানিক। আমরা কিন্তু বলছি না যে জনাব মানিক ভিসা রেস্ট্রিকশনের আওতায় এসেছেন। কিন্তু জনাব মানিক নিজেই একটি কথা বলে বিষয়টি উস্কে দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, 'শুনতে পাচ্ছি, আমার ওপরও নাকি নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে। যদি হয়েও থাকে তাহলে কেন হয়েছে সেটা আমি জানি না। তবে আমি এই নিষেধাজ্ঞার পরোয়া করি না। লন্ডনে আমার বাড়ি আছে। প্রয়োজন হলে আমি লন্ডন গিয়ে থাকবো'।

তিনি নিজেই আরেকটি তথ্য ফাঁস করেন। বলেন যে প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি খায়রুল হক এখন লন্ডনে অবস্থান করছেন। তিনি পবিত্র হজ্বব্রত পালনের জন্য মক্কা মোয়াজ্জেমায় গিয়েছিলেন। সেখানে হজ্বের আনুষ্ঠানিকতা পালন করতে গিয়ে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। তিনি নাকি তার হজ্বের আনুষ্ঠানিকতা পুরোপুরি সম্পন্ন করতে পারেননি। অসুস্থ হওয়ার পর তিনি লন্ডন আগমন করেন। এখনও নাকি তিনি সেখানেই অবস্থান করছেন। স্বাভাবিকভাবেই তখন জল্পনা-কল্পনা শুরু হয় যে তাহলে কি সাবেক প্রধান বিচারপতি এবং বর্তমানে আইন কমিশনের চেয়ারম্যান খায়রুল হকের ওপরও ভিসা নিষেধাজ্ঞা জারি হয়েছে?

আরেক ব্যক্তি হলেন সদ্য সাবেক প্রধান বিচারপতি হাসান ফয়েজ চৌধুরী। তার শেষ কর্ম দিবসে তাকে প্রথা অনুযায়ী বিদায় সংবর্ধনা দেওয়া হয়। সংবর্ধনা শেষে তিনি সাংবাদিকদের বলেন, 'আমার নামও শুনছি। তবে আমি কোনো দিন আমেরিকা যাইনি। এবং ভবিষ্যতেও যাওয়ার কোনো ইচ্ছা নাই'। স্বাভাবিকভাবেই বোদ্ধা মানুষদের মধ্যে জল্পনা কল্পনা হচ্ছে যে তারা গায়ে পড়ে এসব কথা বলতে গেলেন কেন? তারা তাদের এসব কথাকে তুলনা করছেন ঐ প্রবাদ বাক্যটির সাথে। সেটি হলো, 'মাচার তলে কে রে?' উত্তর, 'আমি কলা খাই না'।

এই দুইজন নিজেদের কথা বলেছেন। সাথে প্রাক্তন বিচারপতি মানিকের বয়ানে প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি খায়রুল হক। এই তিনটি নাম ছাড়াও আমাদের কাছে গুজবের পাখায় ভর করে আরও অনেক নাম এসেছে। সৎ সাংবাদিকতার স্বার্থে আমরা ঐ সব নাম লেখা থেকে বিরত থাকলাম।

ভিসা নিষেধাজ্ঞা তো জারি করা হয়েছে। নাম ধাম জানা যাচ্ছে না। গুজবে বাজার ভরপুর। তবে আজ হোক, কাল হোক, এসব ব্যক্তির নাম জানা যাবেই। ফরাসি বার্তা সংস্থা এএফপি জানিয়েছে যে, যাদের ওপর ভিসা রেস্ট্রিকশন করা হয়েছে তাদের একটি তালিকা, পররাষ্ট্রমন্ত্রী দেশে না থাকায়, প্রতিমন্ত্রী শাহরিয়ার আলমের হাতে দেওয়া হয়েছে। শাহরিয়ার আলম বলেছেন যে তালিকাটি ছোট। কত ছোট তা তিনি বলেননি। এখন যাদের ওপর ভিসা নীতি আরোপ করা হয়েছে তারা কিভাবে বিষয়টি জানবেন? একটি সূত্র বলছে যে এই দায়িত্ব সরকারের। তারা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে জানিয়ে দেবেন। অপর একটি সূত্র বলছে যে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ঐ তালিকা পাঠানো ছাড়াও মার্কিন সরকার আলাদা করে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির কাছে চিঠি দেবেন। এই দুই সূত্রের খবরের মধ্যে যার খবরটিই সঠিক হোক না কেন, যাদের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি হয়েছে তারা অবশ্যই ইতোমধ্যে ঘটনা জেনে গেছেন।



এ তো গেল ভিসা নিষেধাজ্ঞা জারির কথা। কিন্তু এই নিষেধাজ্ঞা জারির পর দেশের রাজনৈতিক অঙ্গনে প্রতিক্রিয়া কি হয়েছে? বিরোধী দলের ভেতরে উল্লাস সৃষ্টি হয়েছে। দক্ষিণ বঙ্গের এক জেলায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য নজরুল ইসলাম খান বলেছেন যে আওয়ামী শিবিরে নাকি কান্নাকাটি শুরু হয়েছে। কান্নাকাটি শুরু হয়েছে কিনা সেটি আমরা জানি না। কিন্তু আওয়ামী লীগ প্রকাশ্যে যে বক্তব্য দিয়েছে তার মধ্যে স্পষ্টভাবে 'ডোন্ট কেয়ার' ভাব পরিলক্ষিত হচ্ছে। এ কথা কেউ মানুন আর না মানুন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আমেরিকার মাটিতে বিশেষ করে নিউইয়র্কের মাটিতে দাঁড়িয়ে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলেছেন যে ভিসা নীতিকে তিনি পরোয়া করেন না। আমেরিকায় যে যেতেই হবে তার তো কোনো মানে নেই। তবে এসব কথা বলতে গিয়ে তিনি তার পুত্র সম্পর্কে যে উক্তিটি করেছেন অন্যেরা তার নতুন ডাল পালা গজিয়ে তুলতে সাহায্য করেছেন। প্রধানমন্ত্রী বলেছেন যে তার পুত্র সজিব ওয়াজেদ জয়কে নাকি ভিসা নিষেধাজ্ঞার আওতায় আনা হয়েছে। তিনি বলেন, যদি ওরা জয়কে নিষেধাজ্ঞা দিয়ে থাকে, তো দিক। তিনি বলেন, আমি আমার ছেলে মেয়েদেরকে লেখা পড়া শিখিয়েছি। ওরা নিজের পায়ে দাঁড়াতে শিখেছে। জয় আমেরিকাতে বিয়ে করেছে, তার সন্তান আছে, তার বাড়ি আছে, তার সম্পদও আছে। ওরা যদি এরপরেও জয়ের ওপর নিষেধাজ্ঞা দিতে চায় তো দিক। তাতে কারো কিছু আসে যায় না।

এই ধরণের বক্তব্য তো হলো ব্যক্তিগত প্রতিক্রিয়া। ভিসা রেস্ট্রিকশনের রাজনৈতিক ফলআউট কি? এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। আসুন, সে বিষয়ে কিছু কথা বলা যাক। এরমধ্যে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা 'ভয়েস অব আমেরিকাকে' একটি ইন্টারভিউ দিয়েছিলেন। ইন্টারভিউটি হয়েছে সম্ভবত ২৭ সেপ্টেম্বর। বাংলাদেশের মানুষ সেটি সামাজিক মাধ্যমে জানতে পারলো ৩০ সেপ্টেম্বর। কিন্তু তার প্রতিক্রিয়া জানার আগেই আওয়ামী লীগের বর্তমান দুই নম্বর ব্যক্তি জেনারেল সেক্রেটারী ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের বলেছেন, আমরা আমেরিকার ভিসা রেস্ট্রিকশনকে কেয়ার করি না। আমরা অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। বাংলাদেশে সংবিধান মোতাবেক নির্ধারিত সময়ে নির্বাচন হবেই। কারও শক্তি নাই বর্তমান সংবিধান মোতাবেক যে নির্বাচন হবে সেই নির্বাচনকে প্রতিহত করার। তিনি আরো আগ বাড়িয়ে বলেছেন যে সুদান, গ্যাবন এবং ভেনিজুয়েলার ওপর ভিসা স্যাংশন দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু তারা কেউ ওগুলো মানেনি। তাদের যে কাজ তারা করে গেছে। ভিসা রেস্ট্রিকশন সম্পর্কে বলতে গিয়ে ওবায়দুল কাদের এবং আওয়ামী লীগের অন্যান্য নেতা এমন সব কথা বলেছেন যা সহিংস, নিয়মতান্ত্রিক এবং গণতান্ত্রিক রীতি নীতির পরিপন্থী। তিনি তার সেই পুরাতন ডায়ালগ আবার স্টার্ট করেছেন। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জীর কথা ধার করে বলেছেন, 'খেলা হবে'। ৩০ সেপ্টেম্বর দৈনিক ইনকিলাবের প্রথম পৃষ্ঠায় প্রকাশিত খবরের শিরোনাম হলো, 'শেখ হাসিনার জন্মদিনের আলোচনায় ওবায়দুল কাদের/ক্যাপ্টেন আমেরিকায়, তিনি এলে জোরদার খেলা হবে/আমরা কিভাবে চলবো, আমরাই ঠিক করবো'। ক্যাপ্টেন বলতে তিনি প্রধানমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ হাসিনার কথাই বলছেন। খালেদা জিয়ার বিদেশে চিকিৎসা সম্পর্কে মির্জা ফখরুল ৪৮ ঘন্টার আল্টিমেটাম দিয়েছিলেন। ওবায়দুল কাদের বলেন, 'ফখরুল সাহেব, ৪৮ ঘন্টা তো গেলো। আপনাদের আন্দোলনে কোনো পাবলিক নাই। আপনাদেরকে কোনো ছাড় নাই। হুমকি দিয়ে লাভ নাই। বৃহৎ শক্তির হুমকিই শেখ হাসিনা পরোয়া করেন না। আর আপনারা?' গানের বাণী উল্লেখ করে তিনি বলেন, 'কি আশায় বাধি খেলা ঘর? এই খেলা ঘর ভেঙ্গে সবই হবে বেদনার বালু চর।' থাকবেন শুধু বঙ্গবন্ধু কন্যা।

বিএনপি নেতা আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী বলেছেন, এরপর সভা সমিতি মিছিল করার জন্য আর কোনো পারমিশন তারা নেবেন না। এ ব্যাপারে ওবায়দুল কাদের বলেন, অনুমতি নেবেন না? জনগণ যখন ধাওয়া দেবে তখন কর্ণফুলি গিয়ে পড়বেন। আমরা মাঠ ছাড়বো না। এতদিন পর্যন্ত আওয়ামী লীগ মার্কিন বিরোধী ভূমিকা নিয়েছে। এখন দেখা যাচ্ছে তারা কানাডা বিরোধী ভূমিকাও নিয়েছে। ৩০ সেপ্টেম্বর দৈনিক ইনকিলাবের প্রথম পৃষ্ঠায় ডাবল কলাম শিরোনামে যে সাংবাদ প্রকাশিত হয়েছে তার শিরোনাম, 'কানাডা খুনীদের আখড়ায় পরিণত হয়েছে'। বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী আব্দুল মোমেন ভারতের বিখ্যাত 'ইন্ডিয়া টুডে' নামক পত্রিকায় যে সাক্ষাৎকার দিয়েছেন তাতে তিনি কানাডার বিরুদ্ধে এই অভিযোগ উত্থাপন করেন।

এই ধরণের অনেক কথাই বলা হয়েছে। আজকে শেষ করার আগে একটি গুরুত্বপূর্ণ কথা বলতে চাই। শুধুমাত্র ভিসা স্যাংশন দিয়ে কি নির্বাচনকে পরিশুদ্ধ করা যাবে? বিবিসি'র রিপোর্টে বলা হয়েছে যে এর আগে ২০২১, ২০২২ এবং ২০২৩ সালের বিভিন্ন সময়ে আমেরিকা তিনটি দেশের ওপর ভিসা স্যাংশন আরোপ করেছিল। দেশ তিনটি হলো নাইজেরিয়া, উগান্ডা এবং সোমালিয়া। বিবিসি'র বিশ্লেষণ মোতাবেক নাইজেরিয়া এবং উগান্ডায় ভিসা নীতি কাজ করেনি। অর্থাৎ তারা মানেনি। সোমালিয়ায় আমেরিকার সামরিক ঘাঁটি রয়েছে। সেজন্য সেখানে কিছু কাজ হয়েছে। এই পটভূমিতে সরকার যেখানে মার্কিন বিরোধী ভূমিকায় অনড় সেখানে কি ভিসা নীতি কোনো কাজ করবে? আপাত দৃষ্টিতে তা তো মনে হয় না।

ভিসা নীতি বা বিদেশী শক্তি নয়, কাজ করবে প্রবল গণঅভ্যুত্থান। সেই গণঅভ্যুত্থানের আলামত এখনও দেখা যাচ্ছে না। বিএনপি বলেছে, ৫ অক্টোবরের পর তারা আরও কঠোর কর্মসূচী দেবে। দেখা যাক, বিএনপি কেমন এবং কোন্ ধরণের কঠোর কর্মসূচী দেয়।

লেখক: সিনিয়র সাংবাদিক, কলামিস্ট



খালেদা জিয়াকে বাঁচান

॥ সৈয়দ আবদাল আহমদ ॥

বাংলাদেশের সবচেয়ে জনপ্রিয় রাজনীতিবিদ সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া এখন জীবন-মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে। ঢাকার এভারকেয়ার হাসপাতালের সিসিইউতে চিকিৎসকদের নিবিড় পর্যবেক্ষণে রয়েছেন তিনি। বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর শনিবার (৩০ সেপ্টেম্বর) তাকে দেখতে গিয়েছিলেন। চিকিৎসকরা মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরকে বলেছেন, 'আপনাদের কিছু করার থাকলে করেন। খালেদা জিয়ার শারীরিক অবস্থা ভালো নয়। অবিলম্বে বিদেশে নিয়ে উন্নত চিকিৎসা দিতে না পারলে তাকে বাঁচানো দুষ্কর হয়ে পড়বে।'

দুঃখজনক হচ্ছে, এমন পরিস্থিতিতেও সরকার অনড়। আইনমন্ত্রী বলছেন, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে দরখাস্ত করতে হবে। অথচ বাস্তবতা হচ্ছে, খালেদা জিয়ার পরিবার ও বিএনপির পক্ষ থেকে বলা হয়েছে বিদেশে চিকিৎসার আবেদন জানিয়ে অনেক আগেই দরখাস্ত করা হয়েছে। প্রয়োজনে আবারো তারা আবেদন করবেন।

এদিকে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেছেন, খালেদা জিয়ার বিদেশে চিকিৎসার ব্যাপারে আদালত সিদ্ধান্ত দিতে হবে। অন্যদিকে যুক্তরাষ্ট্রে প্রধানমন্ত্রী তার বক্তৃতায় আগের সুরেই বলেছেন, 'সাজাপ্রাপ্ত আসামি হওয়া সত্ত্বেও খালেদা জিয়াকে বাসায় থাকার সুযোগ করে দেয়া হয়েছে।' আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের রোববার এক অমানবিক বিবৃতি দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, বিএনপি নাকি খালেদা জিয়ার চিকিৎসা নিয়ে রাজনীতি করছে।

বাংলাদেশের প্রতিটি মানুষ চায় খালেদা জিয়ার উন্নত চিকিৎসা। তাকে বাঁচানোর জন্য সর্বমহল থেকে দাবি করা হচ্ছে। উন্নত চিকিৎসা পাওয়া খালেদা জিয়ার সাংবিধানিক মৌলিক অধিকার। কিন্তু প্রতিহিংসার কারণে তাকে সেই অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হচ্ছে। সরকার পক্ষ থেকে বার বার বলা হচ্ছে, তিনি সাজাপ্রাপ্ত আসামি। সাধারণ মানুষের প্রশ্ন, তিনি কীসের সাজাপ্রাপ্ত আসামি? আইনজীবীরা সমাবেশ ও পদযাত্রা করে বলেছেন, রাজনৈতিক মামলায় ফরমায়েশি রায়ে তাকে সাজা দেয়া হয়েছে। ২০১৮ সালে রাতের ভোট সম্পন্ন করার জন্য তাকে নির্বাচনে অযোগ্য করা হয়েছে। ফরমায়েশি রায় দেশবাসী মানে না। খালেদা জিয়ার বিদেশে উন্নত চিকিৎসার দাবিতে প্রতিদিনই সভা-সমাবেশ ও বিবৃতি আসছে। এসব সমাবেশ-বিবৃতিতে হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করা হয়েছে যে, খালেদা জিয়ার কিছু হলে বাংলাদেশ জ্বলে উঠবে। তার চিকিৎসার অবহেলা জনগণ বরদাশত করবে না। সাজাপ্রাপ্ত আসামির চিকিৎসার ব্যাপারেও দৃষ্টান্ত রয়েছে। এক-এগারোর জরুরি সরকারের সময় সাজাপ্রাপ্ত আসামি আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ হাসিনা কারাগারে অসুস্থ হয়ে পড়লে চিকিৎসার জন্য তাকে যুক্তরাষ্ট্রে যাওয়ার অনুমতি দেয়া হয়। প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের শাসনামলে আ স ম রব কারাগারে অসুস্থ হয়ে পড়লে তাকে জার্মানিতে চিকিৎসার সুযোগ দেয়া হয়।

তাই খালেদা জিয়াকে বাঁচানোর স্বার্থেই তাকে বিদেশে গিয়ে চিকিৎসার সুযোগ দেয়া হোক। দলমত নির্বিশেষে সবাই আসুন, খালেদা জিয়াকে বাঁচানোর জন্য সরকারের কাছে দাবি জানাই, প্রয়োজনে তাকে স্থায়ী জামিন দিয়ে মুক্তি দেয়া হোক যাতে তিনি বিদেশে চিকিৎসা নিতে



পারেন। আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়, দেশী-বিদেশী মানবাধিকার সংগঠন ও মানবিক সংস্থা এগিয়ে এসে খালেদা জিয়ার পাশে দাঁড়ান।

খালেদা জিয়ার বয়স এখন ৭৮ বছর। দীর্ঘদিন ধরে তিনি আর্থ্রাইটিস, ডায়াবেটিস, কিডনি, লিভার ও হৃদরোগে ভুগছেন। বর্তমানে দেড় মাস ধরে তিনি রাজধানীর এভারকেয়ার হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। গত ৯ আগস্ট তাকে তৃতীয়বারের মতো হাসপাতালে ভর্তি করা হয় গৃহবন্দী থাকা অবস্থায়। এর মধ্যে দুই দফায় তাকে করোনারি কেয়ার ইউনিটে (সিসিইউ) নিতে হয়েছে। খালেদা জিয়ার পরিপাকতন্ত্রে রক্তক্ষরণ ও লিভার সিরোসিসে আক্রান্ত হওয়ায় তার অবস্থার দিন দিনই অবনতি হচ্ছে বলে মেডিক্যাল বোর্ড জানিয়েছে।

দেশের জনপ্রিয় প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের শাহাদতের পর জনগণের আহ্বানে সাড়া দিয়ে সাধারণ গৃহবধূর জীবন থেকে রাজনীতিতে আসেন খালেদা জিয়া। এরশাদের ৯ বছরের স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে তিনি গণতন্ত্র মুক্তির দুর্বার আন্দোলন গড়ে তুলেন। জনগণ তাকে 'দেশনেত্রী' এবং 'আপসহীন নেত্রী' উপাধিতে ভূষিত করে। নব্বইয়ের এরশাদবিরোধী আন্দোলন ও এক-এগারোর মঈন-মাসুদ চক্রের সেনাসমর্থিত সরকারের বিরাজনীতিকরণ চক্রান্তের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান, তার দৃঢ়তার ফলেই অবরুদ্ধ গণতন্ত্র মুক্তি পায়। বর্তমান শেখ হাসিনার সরকারের বিরুদ্ধেও তিনি আন্দোলন গড়ে তোলেন। এ জন্য তার বিরুদ্ধে চালানো হয়েছে জেল-জুলুম নির্যাতন।

দেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব ও গণতন্ত্রের প্রতীক এবং তিনবারের নির্বাচিত সাবেক এই প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার প্রতি বড় ধরনের অবিচার ও জুলুম হয়েছে। শেখ হাসিনার সরকার রাষ্ট্রীয়-সন্ত্রাসের মাধ্যমে ইতোপূর্বে বলপূর্বক খালেদা জিয়াকে তার স্বামী শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের ৩৮ বছরের স্মৃতিবিজড়িত ক্যান্টনমেন্টের বাড়ি থেকে উচ্ছেদ করে। গণতন্ত্রের সংগ্রাম করতে গিয়ে তিনি এ সরকারের হাতে বারবার নিগৃহীত হয়েছেন। গুলশানের বাসা ও অফিসে দফায় দফায় তাকে অবরুদ্ধ করে রেখে অমানবিক নির্যাতন করা হয়েছে। মিথ্যা ও প্রতারণামূলক মামলায় অন্যায় দণ্ডের মাধ্যমে তাকে জেলে বন্দী করে রাখা হয়েছে। নাজিমউদ্দিন রোডের পুরনো জেলখানার স্যাঁতস্যাঁতে কক্ষে দিনের পর দিন বন্দী করে রেখে তিলে তিলে তাকে প্রাণনাশের পথে ঠেলে দেয়া হয়। কঠিন এবং ঝুঁকিপূর্ণ রোগ ব্যাধিতে আক্রান্ত হলেও উন্নত চিকিৎসার সুযোগ তিনি পাননি। পরিবারের পক্ষ থেকে উন্নত চিকিৎসার জন্য বিদেশে নেয়ার সুযোগ চাইলেও সে সুযোগ থেকে তাকে বঞ্চিত করা হয়েছে। শেষ জীবনে এসে ৭৮ বছরের এই রাজনীতিবিদ অসহায় অবস্থায় এক কঠিন সময় পার করছেন। মানবাধিকার বলে তার জীবনে আজ কিছু নেই।

রাজনীতিতে ৪০ বছর পূর্ণ হয়েছে খালেদা জিয়ার। এ নির্বাচনের দু'দুবার বিএনপিকে বিজয়ী করে তিনি দলকে ক্ষমতায় নিয়ে আসেন। দেশে প্রতিষ্ঠা করেন সংসদীয় গণতন্ত্র। দেশের উন্নয়নের অবিস্মরণীয় ভূমিকা রাখেন। যমুনা সেতুর মতো বড় বড় প্রকল্প বাস্তবায়ন হয়েছে তার হাতে। সমাজ বিকাশ বিশেষত শিক্ষা তথা নারী শিক্ষা ও নারীর ক্ষমতায়ন এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলায় তার সাফল্য অনন্য। বর্তমান শেখ হাসিনা সরকারের আগে এক-এগারোর জরুরি সরকারও তাকে এক বছরের বেশি সময় বিনাবিচারে জেলে বন্দী করে রেখেছিল। জরুরি সরকারের অবসান ও জরুরি আইন তুলে নেয়ার ক্ষেত্রেও তিনি বিশেষ ভূমিকা রাখেন। কিন্তু আজ তিনি যেভাবে রাষ্ট্রীয় জুলুমের শিকার হয়েছেন তার কোনো নজির নেই। একাত্তরে মুক্তিযুদ্ধে খালেদা জিয়ার অপরিসীম ত্যাগ রয়েছে। স্বামী জিয়াউর রহমান স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়ে মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। এ সময় একাত্তরের বন্দী শিবিরে দুই শিশু পুত্রকে নিয়ে শ্বাসরুদ্ধকার বন্দী জীবন কাটাতে হয়েছে তাকে।

গণতন্ত্রের মাতা হিসেবে দেশব্যাপী পরিচিত খালেদা জিয়া আজ যখন দুশ্চিন্তাহীন এক নতুন জীবন যাপন করার কথা, তখন তিনি অমানবিক নির্যাতনে দিশেহারা। দীর্ঘ কয়েক বছর ধরে তাকে পরিবার-পরিজন থেকে বিচ্ছিন্ন থাকতে বাধ্য করা হয়েছে। ছোট ছেলে আরাফাত রহমান কোকো অসহায়ভাবে মৃত্যুবরণ করেছেন মালয়েশিয়ায়। গুলশান অফিসে অবরুদ্ধ অবস্থায় থেকে ছেলের লাশ দেখতে হয়েছে তাকে। বড় ছেলে, ছেলের বউ, নাতনী-রাও কাছে থাকার সুযোগ নেই। নির্বাসিত জীবনে থাকতে হচ্ছে তাদের। এর মধ্যেও তার বিরুদ্ধে ক্ষমতাসীনরা চালাচ্ছে অপপ্রচার ও কুৎসা। বৃহত্তর অর্থে এখনো তিনি বন্দী। বিশেষ বিবেচনায় সাজা স্থগিত রেখে কারাগার থেকে গুলশানের বাসায় থাকার ব্যবস্থা হলেও স্বাভাবিক চলাফেলা নিষিদ্ধ। স্বাধীনভাবে তিনি কোথাও যাওয়া কিংবা তার সাথে কেউ দেখা করার সুযোগ থাকে না। সর্বশেষ গত ৯ আগস্ট আবার তিনি হাসপাতালে ভর্তি হন। তার অবস্থা শোচনীয়। তাকে দেশের স্বার্থেই বাঁচাতে হবে।

লেখক: সিনিয়র সাংবাদিক, সাবেক সাধারণ সম্পাদক, জাতীয় প্রেস ক্লাব।
abdal62@gmail.com

LAW OFFICE OF ALBERT GHUNNEY
ATTORNEY AT LAW
ACCIDENT / IMMIGRATION / DIVORCE
ইমিগ্রেশনঃ ফ্যামিলি পিটিশন, গ্রীনকার্ড, সিটিজেনশীপ, এসাইলাম ও ওয়ার্ক পারমিট রিনিউ। ডিভোর্স, চাইল্ড সাপোর্ট, কাস্টডি, এলিমনি। ইনকর্পোরেশন এন্ড বিজনেস ট্যাক্স
বাংলাদেশ থেকে B1/B2/F1/M1/J1 ভিসা প্রসেস
সহযোগিতার জন্য যোগাযোগ করুনঃ
ইমিগ্রেশন সার্ভিসে ১২ বছরের অভিজ্ঞ নিউইয়র্ক স্টেট লাইসেন্সড ল'ইয়ার
MURAD HOSSAIN MSS, LLB (DU), LLM USA, DTL UK
347-891-8958, h_m_murad@yahoo.com
37-22 73rd Street, (1F), Jackson Heights, NY 11372

ম্যানহাটনে বাংলাদেশী এটর্নী

● ইমিগ্রেশন ● রিয়েল এস্টেট
● এক্সিডেন্ট ● ল্যান্ডলর্ড-টেনেন্ট
● ব্যাংক্রাপসি ● ডিভোর্স সহ বিভিন্ন
সমস্যার আইনগত সহায়তার জন্য যোগাযোগ করুন।
মোহাম্মদ এ. আজিজ Esq
এটর্নী এট ল'
For Appointment: (917)-434-3338
Tel: 212-695-0055, Fax: 212-695-0056, e-mail: azizbbn@yahoo.com
421 7th Avenue, Suite# 905, New York, NY 10001

কলম্বিয়া ইউনিভার্সিটি ল' গ্রাজুয়েট, লন্ডন ইউনিভার্সিটি থেকে ব্রিটিশ ফরেন ও কমনওয়েলথ
অফিসের অধীনে শেভনিং স্কলার ও হিউম্যান রাইটস-এ মাস্টার্স, ঢাকা ইউনিভার্সিটি থেকে আইনে অনার্স ও মাস্টার্স (১ম শ্রেনী), বিসিএল (জুডিশিয়াল) এর সদস্য, বাংলাদেশে প্রাক্তন সিনিয়র সহকারী জজ আইন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সহকারী সচিব ও বাংলাদেশ সরকারের প্রাক্তন মাননীয় আইন মন্ত্রীর কাউন্সিল অফিসার হিসেবে ৮ বছর এবং নিউইয়র্কের বিভিন্ন ল'ফার্মের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন এ্যাটর্নী।

অশোক কুমার কর্মকার
এ্যাটর্নী এট ল'
আমেরিকায় যে কোন নতুন ব্যবসায় নূন্যতম বিনিয়োগের মাধ্যমে Treaty (E-2) ভিসার অধীনে এসে ব্যবসা করার সুযোগ পেতে পারেন এবং পরবর্তীতে গ্রীন কার্ড পাওয়ার যোগ্য হতে পারেন।
তাছাড়া ১ মিলিয়ন বা নূন্যতম ৫ লাখ ডলার বিনিয়োগ করে EB-5 ভিসার অধীনে আপনি আপনার পরিবার ও সন্তান-সন্ততিসহ গ্রীন কার্ড পেতে পারেন।
বৈধভাবে এদেশে আপনার বিনিয়োগের অর্থ আনয়নে আমাদের সাথে পরামর্শ করতে পারেন।
দেশে কোন কোম্পানীর মালিক/পরিচালক হয়ে আপনি ও আপনার পরিবার ৭ বছরের সুবিধা নিতে পারেন এবং ৫ বছর পর গ্রীন কার্ডের আবেদন করতে পারেন।
আপনি কি বিনিয়োগের মাধ্যমে নিজের যোগ্যতায় খুব দ্রুত গ্রীন কার্ড পেতে চান?
* আপনার সার্বিক আইনী (ইমিগ্রেশন, এসাইলামসহ সর্বপ্রকার রিয়েল এস্টেট ক্লোজিং, পার্সোনাল ইনজুরি, মেডিকেল ম্যালপ্র্যাকটিস, ডিভোর্স, পারিবারিক রিস্যালাইজেশনসহ সকল ধরনের) সমস্যার সমাধানে যোগাযোগ করুন (সোম-শনিবার)।
* আমেরিকায় বসে আমাদের ঢাকা অফিসের মাধ্যমে খরচ ও সময় বাঁচিয়ে আপনি বাংলাদেশে আপনার যে কোন মামলা পরিচালনা, সম্পত্তি ক্রয়-বিক্রয়সহ যে কোন আইনী সমস্যার সমাধান সহজেই করতে পারবেন।
* আপনার সম্পত্তি ব্যবস্থাপনায় (Property Management) আমাদের ঢাকা অফিস আপনাকে সহায়তা করতে পারে।
Law Offices of Ashok K. Karmaker, P.C.
Queens Main Office: Queens Office: 143-08 Hillside Avenue, Jamaica, NY 11435
Tel: (212) 714-3599, (718) 408-3282, Fax: (718) 408-3283, Email: ashok@ashoklaw.com, Web: www.ashoklaw.com
Tel: (718) 662-0100, Fax: (347) 305-8383, Email: info.klpllc@gmail.com, Web: www.k-lpllc.com
Dhaka Office: US-Bangladesh Global Law Associates Ltd.
Dream Apartment, Apt.C2, Hse 3G, Road 104, Gulshan Circle 2, Dhaka 1212, Bangladesh, Tel: 011-880-2-8833711

গণতন্ত্রে আইনের শাসন ও ন্যায়বিচার

॥ মো: হারুন-অর-রশিদ ॥

২০০৮ সালের পর থেকে দেশে গণতান্ত্রিক সঙ্কট ক্রমে আরো গভীর হচ্ছে। বিচার বিভাগের স্বাধীনতা ও ন্যায়বিচারের অপরিহার্যতা গণতন্ত্রে সবচেয়ে বেশি হলেও আমাদের দেশে তা অগ্রাহ্য হয়েছে। এই সরকারের সময় বিচার বিভাগ ব্যাপক বিতর্কিত হয়েছে। শাসকের কর্তৃত্ববাদী মনোভাব রাষ্ট্রযন্ত্রকে যখন জবাবদিহিহীন জায়গায় নিয়ে যায় তখন রাষ্ট্রের সব অঙ্গ হুকুমের অনুগত হয়। প্রতিপক্ষকে দমনে রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ 'বিচার বিভাগকে' সরকার অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করতে পারে। এই কারণে বিচারক নিয়োগের ক্ষেত্রে দলীয় আনুগত্য দেখা যাচ্ছে। এই অবস্থায় অনেক বিচারক শাসকের খেয়ালখুশিকে প্রাধান্য দিয়ে থাকেন। অনেকে শপথ ভঙ্গ করে বিচারকাজকে কলুষিত করেন।

গণতন্ত্রকে পরিপূর্ণ রূপ দিতে আইনের শাসনের বিকল্প নেই। বর্তমান সময়ে রাষ্ট্রে আইনের শাসন বলতে অবশিষ্ট কোনো কিছু নেই। সব কিছু কর্তৃত্ববাদীর ইশারায় পরিচালিত হয়। যেখানে আইনের শাসন বলছে, ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর ইচ্ছা-অনিচ্ছা অনুযায়ী নয়; বরং স্বাভাবিক আইন অনুযায়ী সরকার ও নাগরিকের মধ্যকার সম্পর্ক নিয়ন্ত্রিত হবে; সেখানে বর্তমান চিত্র হচ্ছে আইন নয়, সব কিছু নিয়ন্ত্রিত হয় শাসকের ইচ্ছা-অনিচ্ছায়। ইংল্যান্ডের পন্ডিত এ ভি ডাইসির দৃষ্টিতে আইনের শাসনের মূলনীতি হলো- ১. কোনো ব্যক্তি স্পষ্টত আইন লঙ্ঘন করেছে বলে দেশের সাধারণ আদালতে সাধারণ আইনগত প্রক্রিয়ায় প্রমাণিত না হলে তাকে শাস্তি দান বা আটক করা যাবে না; ২. আইনের চোখে সবাই সমান অথবা সব শ্রেণীর নাগরিক সমানভাবে সাধারণ আদালতের এখতিয়ারের অধীন। আইনের শাসনের এই নীতির পুরোপুরি বিপরীতে চলছে আজকের বাংলাদেশ। অথচ আইনের শাসন হচ্ছে গণতান্ত্রিক সাংবিধানিক ব্যবস্থার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ নীতি।

দেশে হাজার হাজার কোটি টাকা পাচার হয়ে যাচ্ছে, প্রকাশ্য দুর্নীতিতে সয়লাব হয়ে গেছে রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ মহল থেকে পিয়ন-চাপরাশি পর্যন্ত। এগুলো সব দৃশ্যমান। অপরাধীরা বিচারের আওতায় আসছে না। তবে কোনো অপরাধ না করেই রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ বিচারের কাঠগড়ায়। সাজা হচ্ছে নিরপরাধীদের। বিচার বিভাগের প্রতি সঙ্গত কারণেই মানুষের আস্থা শূন্যের কোঠায় যাচ্ছে।

সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় এই দেশের অনেক ব্যবসায়ী ও এমপি, মন্ত্রী, আমলারা হাজার হাজার কোটি টাকা পাচার করে ব্যাংক শূন্য করে দিচ্ছেন। গণমাধ্যমে তাদের রাষ্ট্রীয় সম্পদ লুটের চিত্র প্রকাশ করা হলেও আইন-আদালত তাদের স্পর্শ করতে পারছে না। অথচ পদ্ধতিগত ভুলে এক অ্যাকাউন্টের টাকা অন্য অ্যাকাউন্টে ট্রান্সফার হয়ে তা সুদাসলে দুই কোটির জায়গায় ছয় কোটি টাকা হয়েছে এবং সেই টাকার একটি টাকাও তছরুপ হয়নি, তেমন একটি মামলায় সাবেক তিনবারের প্রধানমন্ত্রী সাজা পেয়ে গেলেন। প্রমাণিত হয়েছে, এই রাষ্ট্রে আইনের চোখে সবাই সমান না। সাংবিধানিক ও বিচারিক আইন সরকারের লোকদের স্পর্শ করার ক্ষমতা রাখে না। এই দেশের আইন-আদালত কেবল বিরোধী রাজনৈতিক শক্তিকে দমনের হাতিয়ার।

যেখানে বছরের পর বছর ঘুরেও বিচারপ্রার্থী একটি মামলার রায় নিতে পারেন না, সেখানে বিরোধী দলকে দমন করার জন্য খরগোশের গতিতে বিচারকার্য পরিচালনা করা হচ্ছে। বিরোধী দলের নেতাকর্মীরা যেনতেনভাবে সাজা পেয়ে যাচ্ছে। এভাবে সরকারের খায়েশ পূরণ করতে গিয়ে বিচারব্যবস্থাকে জনগণের প্রতিপক্ষ হিসেবে দাঁড় করিয়ে দিচ্ছে। বিচারব্যবস্থার প্রতি মানুষের মনে সন্দেহ জন্ম নিয়েছে, যখন অনেক দাগি অপরাধী এমনকি নিষ্ঠুর হন্তারককেও মুক্তি দেয়া হচ্ছে সেখানে তিনবারের সাবেক প্রধানমন্ত্রীকে চিকিৎসা করার জন্য বিদেশ পর্যন্ত যেতে দিচ্ছে না। এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদী কণ্ঠকে দমন করা হয় পুলিশবাহিনীকে লেলিয়ে দিয়ে। গণতান্ত্রিক কাঠামো থেকে রাষ্ট্রকে ফ্যাসিজমের মোড়কে ঢেকে ফেলার কারণে অপশাসনের এই চিত্র জনগণকে মোকাবেলা করতে হচ্ছে।

আইনের শাসন নাগরিককে সুরক্ষা দেয়। অর্থাৎ বিনা-বিচারে কাউকে আটক করা যাবে না। কিন্তু বর্তমান বাস্তবতা হচ্ছে গায়েবি মামলা দিয়ে একজন ব্যক্তিকে অভিযুক্ত করে দিনের পর দিন কারাগারে আটক রেখে নির্যাতন করা হচ্ছে। আদালতের কাছে জামিন চাইলে সরকারের ইশারা ব্যতীত আদালতও জামিন দেন না। আরো মজার ব্যাপার হচ্ছে- ২০১৮ সালে রাতের আঁধারে মৃত ব্যক্তি যেমন ভোট দিতে এসেছিল; তেমনি তারা গায়েবি মামলার আসামি থেকেও বাদ যাচ্ছে না। আসামির খোঁজে মৃত ব্যক্তির পরিবারকেও নির্যাতন করা হয়। প্রহসনের এ ব্যবস্থা কেবল বিরোধী রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করার কৌশলমাত্র। এভাবে একটি রাষ্ট্রের জনগণকে রাষ্ট্রের প্রতিপক্ষ হিসেবে দাঁড় করিয়ে দেয়া হচ্ছে। দেশের সর্বোচ্চ আদালতের নির্দেশ রাষ্ট্রের পুলিশবাহিনী মানছে না। কারণ তাদের গোড়ার শক্তি হচ্ছে স্বয়ং সরকারের মদদ। যার কারণে বর্তমান সময়ের প্রকৃত চিত্র হলো- দেশে চলছে বিচারহীনতার সংস্কৃতি। রাজনৈতিক বিবেচনায় অপরাধীকে মুক্তি আর নিরপরাধ মানুষকে সাজা দিতে সহযোগিতা দেয়ার কারণে প্রশাসন ও পুলিশ আস্থাহীন হয়ে গেছে। রাষ্ট্রের শাসক, বিচার বিভাগের বিচারক, রাষ্ট্রের বিভিন্ন অঙ্গে নিয়োজিত রাষ্ট্রীয় কর্মকর্তা-কর্মচারী, সবাইকে তাদের ওপর অর্পিত দায়িত্ব ন্যায়সঙ্গত পালন না করলে এর যে একটা দায়বদ্ধতা আছে তার কোনো তাগিদ দেখা যায় না।

এছাড়া তাদের যে পরকালীন বিচারের মুখোমুখি হতে হবে এব্যাপারে তাদের একেবারেই কোনো বোধ নেই। মহান আল্লাহ বলেন- 'হে দাউদ! আমি তোমাকে পৃথিবীতে প্রতিনিধি করেছি, তাই তুমি লোকদের মধ্যে সুবিচার করো এবং খেয়ালখুশির অনুসরণ করো না, করলে আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত করব; আল্লাহর পথচ্যুতদের জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি, কারণ তারা বিচার দিনকে ভুলে থাকে।' (সূরা সোয়াদ-২৬)

অনেক বিচারক আছেন যারা লোভের বশবর্তী হয়ে একটি অপশক্তির ইচ্ছা-অনিচ্ছার কাছে বশীভূত হচ্ছেন তাদের ইহকালীন পরিণতিও আমাদের সামনে দৃষ্টান্ত হিসেবে আছে। যাদের খেয়ালখুশির দাসত্ব স্বীকার করে বিচারকের আসনে বসে মানুষের ওপর জুলুম করেছেন, অন্যায়ভাবে শাস্তি দিয়েছেন, সেই অপশক্তি দ্বারাই অপমানিত হয়ে দেশ ছাড়তে বাধ্য হয়েছেন। দার্শনিক সক্রেটিসকে যারা অন্যায়ভাবে মৃত্যুদন্ড দিয়েছিল, সক্রেটিসের মৃত্যুর পর জনরোষে সেই বিচারকদের করুণ পরিণতি সম্পর্কে আমাদের অনেকে সম্ভবত জানেন না। অধিকার হরণকারী শক্তি সবসময়ই দাম্ভিকতার শেষ প্রান্ত পর্যন্ত পৌঁছে যায়। এরপর প্রাকৃতিক নিয়মে তাদের ওপর ভয়াবহ পরিণতি নেমে আসে। ফেরাউন-নমরুদ থেকে শুরু করে আধুনিককালের হিটলার, মুসোলিনিসহ বহু জনের শেষ পরিণতি দৃষ্টান্ত হিসেবে আমাদের সামনে আছে।

কাজেই আজকে যারা বিচারকের আসনে বসে বিচার করছেন তাদের মনে রাখা দরকার, কর্তৃত্ববাদের ইশারায় তারা যে রায় দিচ্ছেন, কোনো একদিন সেই রায় আজকের রায়ের বিপরীত হতে পারে। যেমন মৃত্যুদন্ড দেয়ার দুই হাজার ৪১৫ বছর পর অ্যাথেন্সের আদালত রায় দিয়েছে যে, দার্শনিক সক্রেটিস ছিলেন নিরপরাধ, নির্দোষ। তার বিরুদ্ধে সব অভিযোগ ছিল মিথ্যে ও সাজানো। সক্রেটিসের প্রহসনের বিচারে মৃত্যুদন্ডের এত শত বছর পর মরণোত্তর বিচারে তিনি নির্দোষ প্রমাণিত হলেন। প্রশ্নবিদ্ধ হলো সে দিনের শাসন ও বিচারব্যবস্থা। পরিশেষে বলতে চাই, গণতন্ত্রকে ফুলে-ফলে প্রস্ফুটিত করার জন্য বিচার বিভাগ অনেক বড় ভূমিকা পালন করতে পারে। কারণ, গণতন্ত্রের অপরিহার্য উপাদান ন্যায়বিচার। এর ফলে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। তাই বিচারকদের উচিত শপথের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া। তাতে দেশ ও জনগণ উভয়ই উপকৃত হবে।

e-mail: harun_980@yahoo.com



MITU DISABILITY CENTER



ROMJAN (Consultant)
646-730-8416



JABBAR SHARIFF
Attorney & Counselor at Law

IF YOU ARE SICK, YOU CAN GET $500-$2500 PER MONTH

State Disability (TANF) Federal Disability (SSI, SSDI)

Citizenship Without Exam N-648 Waiver

Personal Injury ● Divorce ● Bankruptcy ● Immigration

Car, Home, Life Insurance (No Broker Fee) Real State
Buy Sale Lone Modification Physical Therapy by Doctor

আপনি যদি অসুস্থ হন তাহলে
মাসে ৫০০-২৫০০ ডলার পেতে পারেন

* ষ্টেট ডিসএ্যাবিলিটি * ফেডারেল ডিসএ্যাবিলিটি
* পরীক্ষা ছাড়া আমেরিকার সিটিজেন।

এখানে ডাক্তার দ্বারা ফিজিক্যাল থেরাপী দেওয়া হয়।
ইমেগ্রেশনের বিষয় সাহায্য করা হয়।

40-19 73rd St. Woodside, NY 11372
Tel: 718-701-2666

রুমী ডেন্টাল ল্যাব



আবু হক
(সার্টিফাইড ডেন্টাল টেকনোলজিষ্ট)
২৫ বছরের অধিক অভিজ্ঞতা সম্পন্ন

কোন প্রকার মেটাল বা মেটালিক তার ছাড়া আরামদায়ক ও উন্নতমানের দাঁত(Unbreakable, Flexi,Soft & Latest Denture) তৈরী করা হয়।



Princeton Court Building
35-06, 73rd St. #3H, Jackson Heights, NY 11372
(Bet. 35th & 37th Avenue)

Tel: 718-672-0209, 718-414-4760

DR. SADI ALAM, DPM
Foot Specialist

পায়ের বাংলাদেশী রোগ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক

Jamaica Office: 168-32 Highland Ave, Jamaica, NY 11432

Alam Podiatry, P.C.

FOR APPOINTMENT
Phone: 347-509-4470 | Fax: 646-845-1861 | www.alampodiatry.com

WE ACCEPT ALL MAJOR INSURANCE PLANS
PLEASE ASK YOUR DOCTOR FOR REFERRAL

দীর্ঘ লাইনে আর অপেক্ষা নয়

আপনি লাইনে থাকতেই প্রেসক্রিপশন তৈরী

বিনামূল্যে ব্লাড প্রেসার চেক করা হয়।	বিনামূল্যে ব্লাড সুগার মনিটর
২৫% ছাড় কুপন সহ যে কোন পণ্য ক্রয়ে *প্রেসক্রিপশন এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়*	ফ্রি উপহার কুপন সহ ভিতরে প্রবেশ করলেই

এটিএম, ফোন কার্ড এবং মেট্রো কার্ড পাওয়া যায়

PARKCHESTER FAMILY FARMACIA & SURGICAL, INC.

PARKCHESTER FAMILY PHARMACY & SURGICAL, INC.





নিউইয়র্ক লটারী খেলার ব্যবস্থা রয়েছে

আমরা মেডিকেইড, মেডিকেয়ার পার্ট ডি, থার্ড পার্টি ইন্স্যুরেন্স, অধিকাংশ ইউনিয়ন প্ল্যান ও ওয়ার্কার কমপেনসেশন গ্রহণ করে থাকি।



❑ প্রতিদিন সর্বোচ্চ কমমূল্যের নিশ্চয়তা এবং সিনিয়র সিটিজেনদের জন্য ১০% মূল্য ছাড়, ❑ সার্জিক্যাল সাপ্লাই, হোম হেলথ্ কেয়ার, প্রসাধন সামগ্রী, সুগন্ধি, ভিটামিন, হেলথ্ এন্ড বিউটি কেয়ার ❑ ফটোকপি ৫ সেন্ট, ❑ ফ্যাক্স সার্ভিস, ❑ ৯৯ সেন্ট-এ উপহার কার্ড, ❑ ফিল্ম প্রসেসিং

PARKCHESTER FAMILY PHARMACY

১৪৪৫ ইউনিয়ন পোর্ট রোড (জে এন্ড কে বুফের পাশে) ব্রঙ্কস, নিউইয়র্ক-১০৪৬২ **(347) 851-2688**

আমাদের অন্য কোন শাখা নেই

আমরা অন্য ফার্মেসী থেকে আপনার সকল প্রেসক্রিপশন সংগ্রহ করে থাকি।



এটর্নী শাকিল এইচ কাজমী

ইমিগ্রেশন ও আপনি

আমেরিকায় অবস্থানরত বাংলাভাষাভাষী প্রত্যেকেই কোন না কোনভাবে ইমিগ্রেশনের সাথে জড়িত। বিশাল জনগোষ্ঠীর বিশেষ সুবিধার্থে ইমিগ্রেশন বিষয়ে "ইমিগ্রেশন ও আপনি" শিরোনামে প্রতি সপ্তাহে একজন ইমিগ্রেশন বিশেষজ্ঞ আইনজীবীর লেখা ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করছি। এই কলামটির লেখক শাকিল হোসেন কাজমী। শাকিল কাজমী নিউইয়র্ক ল'স্কুলে আইনের উপর পড়াশোনা করেছেন। তিনি ওয়াশিংটন কলেজ অব ল' থেকে ইমিগ্রেশন ল' এবং বিজনেস ল'-এর উপর এল.এল.এম. করেছেন। তিনি নিউইয়র্ক স্টেট বার এসোসিয়েশন, আমেরিকান বার এসোসিয়েশন এবং ইমিগ্রেশন ল' ইয়ার্স এসোসিয়েশনের সদস্য।

ইমিগ্রেশন ও আপনি বিভাগ থেকে আপনাদের সবার জন্য রইলো আমাদের শুভেচ্ছা ও ধন্যবাদ। আশা করি আপনারা সবাই সুস্থ ও নিরাপদে আছেন। আপনাদের মঙ্গলময় জীবনই আমাদের কাম্য, আর তাই ইমিগ্রেশন বিষয়ে যে কোন প্রয়োজনে আমরা আপনাদের সাহায্যের জন্যে প্রস্তুত। এ বিভাগ আপনাদেরই জন্য। এ কারণে এই বিভাগের মাধ্যমে আপনারা এতটুকু উপকৃত হলে আমরা আনন্দিত হবো। প্রতি সপ্তাহের মতো এ সপ্তাহে আপনাদের পাঠানো চিঠিগুলো আমাদের হাতে এসে পৌঁছেছে। আপনাদের পাঠানো চিঠি থেকে পর্যায়ক্রমে আমরা তার উত্তর দিয়ে থাকি।

অক্টোবর ২০২৩ এর ভিসা বুলেটিন পরিবার ভিত্তিক ভিসা অগ্রাধিকারঃ

প্রথমঃ (এফ-১)ঃ ইউএস সিটিজেনদের অবিবাহিত পুত্র ও কন্যাঃ জানুয়ারী ০১, ২০১৫।

দ্বিতীয়ঃ গ্রিনকার্ডধারী স্বামী/স্ত্রী, সন্তান এবং অবিবাহিত পুত্রও কন্যা।

এ. (এফ-২এ)ঃ গ্রিনকার্ডধারীদের স্বামী/স্ত্রী এবং সন্তান। ফেব্রুয়ারী ০৮, ২০১৯।

বি. (এফ ২বি)ঃ গ্রিনকার্ডধারীদের অবিবাহিত পুত্র এবং কন্যা (২১ বছর বয়সী এবং ২১ উধ্ব বয়সী)ঃ সেপ্টেম্বর ২২, ২০১৫।

তৃতীয়ঃ (এফ৩) ইউএস সিটিজেনদের বিবাহিত পুত্র ও কন্যাঃ জানুয়ারী ৮, ২০০৯।

চতুর্থঃ (এফ-৪) বয়স্ক ইউএস সিটিজেনদের ভাই বোনঃ এপ্রিল ২২, ২০০৭।

ডাকার সর্বশেষ খবর

গত ১৩ সেপ্টেম্বর একজন ফেডারেল জজ পুনরায় ডেফার্ড এ্যাকশন ফর চাইল্ডহুড এ্যারাইভাল (ডাকা) কর্মসূচি অবৈধ ঘোষণা করেছে। চলমান ডাকা গ্রহীতারা অবশ্য এখনও পুণরায় আবেদন করার যোগ্য যার ফলে তারা ইউএসএ অবস্থান এবং কাজ করার সুযোগ পাবে। নতুন আবেদন গ্রহণ করা হলেও তা প্রসেস করা হবে না। রুলিংটি ইউএস সুপ্রিম কোর্টে আপিল করার সম্ভাবনা রয়েছে।

ডাকার ব্যাকগ্রাউন্ড

ডাকা কর্মসূচি ২০১২ সালে ওবামা প্রশাসন ঘোষণা করেছিলো। ওবামা পলিসির গাইডলাইন অনুসারে যুবক, ছাত্র বা যাদের কোন রকম অপরাধের রেকর্ড নেই তাদের ডিপোর্ট করার সম্ভাবনা থাকবে খুবই সামান্য। এসব অগ্রাধিকার প্রকাশ করা সত্ত্বেও অনেকে লো-প্রায়োরিটিতে পড়লেও আইন প্রয়োগকারী সংস্থান সদস্য তাদের ধরছে। তাই ২০১২ সালে ওবামা ডাকা কর্মসূচি ঘোষণা করলে তার সঙ্গে যোগ্যতার কিছু মাপকাঠিও ঘোষণা করে। যারা যোগ্যতার সেই মাপকাটিতে উপযুক্ত তারা ডাকা কর্মসূচিতে আবেদন করতে পারবে। এবং ডিপোর্টেশনের ভয় থেকে রক্ষা পাবে। কার্যকারিতার নির্দিষ্ট সময়ের মেয়াদ



শেষ হলে নবায়নও করা যাবে।

টেক্সাস স্টেট এবং আরও অনেক স্টেট যাদের গভর্নর বা এটর্নী ফেডারেল রিপাবলিকান তারা উল্লাসের ফেডারেল ডিস্টিক্ট আদালতে চ্যালেঞ্জ করেন। ঐ আদালাতের জজরা সবাই রিপাবলিকানদের নিয়োগকৃত। তারা ডাকা'র মেয়াদকাল বৃদ্ধির সুযোগ অবৈধ ঘোষণা করে। ওবামা অনেক বছর আগেই ডাকাতে আইনে পরিণত করার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু বিচারক এনড্রু হানেন ডাকা কর্মসূচি যেভাবে প্রবর্তন করা হয় তার একটি অংশ অবৈধ ঘোষণা করেন।

২০২১ সালে যখন নতুন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন ক্ষমতায় আসেন, তখন তিনি তার হোমল্যান্ড সিকিউরিটি সেক্রেটারিকে ডাকা নিয়ে কাজ করতে বলেন। সে সময় বিচারক ম্যানেস এর রুলিং ৫ম সার্কিট কোর্টে আপিলে ছিলো। আনুষ্ঠানিক আইন প্রনয়ন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ডিপার্টমেন্ট অব হোমল্যান্ড সিকিউরিটি ডাকা নিয়ে কিছু করার ছিলো না।

৫ম সার্কিট কোর্ট ডাকা পরিবর্তন করতে পারে কিনা, তা খতিয়ে দেখতে হ্যানেন'র কোর্টে ফেরত পাঠিয়ে দেয়া হয়। কিন্তু হবে না বলে হ্যানেন রুলিং দেয়া সে কারণেই ১৩ সেপ্টেম্বর তিনি ডাকার উপসংহার টানেন কর্মসূচিটি অবৈধ বলে। গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে বর্তমানে ডাকা গ্রহীতা ডাকা সুরক্ষা-বঞ্চিত হবে না এবং নবায়নও হবে। তবে আগের রুলিং অনুযায়ী ফেডারেল সরকার নতুন আর কোন আবেদনকে অনুমোদন দেবে না।

তবে বাইডেন প্রশামন যে হ্যানেন'র রুলিং নিয়ে উচ্চতর ফেডারেল আদালতে আপিল করবে, সে নিয়ে কোন সন্দেহ নাই।

এখন হচ্ছে- যেসব কাগজপত্রহীন এবং যারা এদেশে পড়াশোনা করে ডিগ্রী অর্জন করেছেন তাদের আমরা বলবটা কী। এরা আর কোন দেশ চেনে না, জানেনা এবং যারা দশকের পর দশক এদেশের মিলিটারি কোর্সে চাকরি করে আসছেন তাদের কী হবে? এদেশে লাখ লাখ লোক বর্তমানে ডাকা স্ট্যাটাস ইউএসএ-তে রয়েছেন।

সিবিক টেস্টঃ

নিম্নে সিবিক টেস্টের ১০০ প্রশ্ন এবং তার উত্তর পর্যায়ক্রমে প্রকাশ করা হবে। যা ন্যাচারালাইজেশনের জন্য একজন আবেদনকারীকে উত্তর দিতে হতে পারে। আগের জন্য একজন আবেদনকারীকে ১০টি প্রশ্নর পর্বে অবশ্যই ৬টি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। ইউএসএ'তে ২০ বছর ততোধিক বছর ধরে বসবাস করছেন এমন একজন ৬৫ বছর বা ততোধিক বয়সী বৈধ পার্মানেন্ট রেসিডেন্টদের ক্ষেত্রে এই পরীক্ষাঃ

নাগরিকত্ব লাভের জন্য সিভিক টেস্টের প্রশ্ন ও তার উত্তরঃ

দেশের সর্বোচ্চ আইন কী? সঠিক উত্তরঃ সংবিধান।

সংবিধানের কাজ কী? সঠিক উত্তরঃ সরকার গঠন, সরকারের সংজ্ঞা নিরপন, ইউএস সিটিজেনদের মৌলিক অীধকার সংরক্ষণ।

এ্যামেনমেন্ট বা সংশোধন বলতে কী বুঝায়? সঠিক উত্তরঃ পরিবর্তন (সংবিধানে) অথবা সংযোজন (সংবিধান্যে)।

সংবিধানের প্রথম ১০টি সংশোধনীকে আমরা কী বলে থাকি? সঠিক উত্তরঃ পরিবর্তন (সংবিধানে) অথবা সংযোজন (সংবিধানে)।

সংবিধানের প্রথম ১০টি সংশোধনীকে আমরা কী বলে থাকি? সঠিক উত্তরঃ দি বিল অব রাইটস।

সংবিধানের প্রথম সংশোধনীয় যে কোন ১টি ফ্রিডম বা রাইট কী? সঠিক উত্তরঃ কথা বলা; ধর্মপালন; সমবেতন হওয়ায়; সংবাদপত্র, সরকারের কাছে আবেদন জানানো।

৭ সংবিধানের সংশোধনী কতটি? সঠিক উত্তরঃ ২৭ টি।

ডিক্লারেশন অব ইন্ডিপেনডেন্স বলতে কী বোঝায়? সঠিক উত্তরঃ আমাদের স্বাধীনতার প্রচার গ্রেট বৃটেন থেকে); আমাদের স্বাধীনতার গোষণা (গ্রেট বৃটেন থেকে); ইউনাইটেড স্টেস স্বাধীনত একথা বলা (গ্রেট বৃটেন থেকে)।

স্বাধীনতার ঘোষণায় ১টি অধিকার কী? সঠিক উত্তরঃ জীবন, লিবাটি ও সুখের সামনে।

ধর্মীয় স্বাধীনতা কী?

সঠিক উত্তরঃ যে কোন ধর্ম পালন করা এবং যে কোন ধর্ম পালনর না করার অধিকার।

ইমিগ্রেশন বিষয়ে যে কোন প্রয়োজনে আমাদের সাথে যোগাযোগের ঠিকানাঃ ২২৫ ব্রডওয়ে (৩৮ তলা), নিউইয়র্ক ১০০০৭।

ফোনঃ ২১২-৫১৩-৭৪৭৪

ফ্যাক্সঃ ৯১৪-৪৬২-৩৯৯০

ই-মেইলঃ kazmiandreeves@gmail.com এ লিখে ই-মেইল করলে অবশ্যই 'বাংলা পত্রিকার জন্য' কথাটি উল্লেখ করবেন।

অনুবাদঃ হুসনে এ. বেগম।

Law Offices of Kazmi & Reeves



225 Broadway, (38th Floor) New York, NY 10007. Tel: (212)513-7474 , Fax: (914) 462-3990
517 East Main Street, Middle Town, New York 10940. Tel: (845)341-0726, Email- kazmiandreeves@gmail.com

Tel: 212-513-7474, Fax: 914-462-3990

*** Immigration Cases & Appeals * Bankruptcy Cases**
*** Accident & Personal Injury Cases * Divorce, Separation, Child Custody & Support Cases * Business & Commercial Litigation * Real Estate Transactions * Corporation & Partnership Matters.**

এপয়েন্টমেন্ট করে পরামর্শের জন্য আমাদের অফিসে আসতে পারেন।

যৌথভাবে আমাদের রয়েছে ৩৫ বছরের বেশী অভিজ্ঞতা

আপনাদের সুবিধার্থে আমাদের নতুন অফিস এখন ম্যানহাটান ডাউন টাউনের প্রাণকেন্দ্রে এন, আর, ই এবং ২, ৩, ৪ এবং ৫ ট্রেনের সন্নিকটে। ই ট্রেনে ওয়ার্ল্ডট্রেড সেন্টার, ২ ও ৩ ট্রেনে প্লেসপার্ক এবং ৪ ও ৫ ট্রেনে ব্রুকলীন ব্রীজ, আর ও এন ট্রেনে সিটি হলে নামতে হবে।

আইনজীবী ফী আলোচনা সাপেক্ষে কিস্তিতে পরিশোধের ব্যবস্থা রয়েছে।

আপনি আইন সম্পর্কে তেমন কিছু জানেন না- ইমিগ্র্যান্ট ও সুযোগ সুবিধার দেশে আইনানুগ ব্যবস্থার মাধ্যমে জীবন ঝামেলামুক্ত করুন।

অধিকার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে শিকড় প্রথিত করে সার্বিকভাবে কমিউনিটিকে এগিয়ে নিন।

ট্রাম্প প্রতারণা করেছেন, সম্পদের পুর্ণাঙ্গ হিসাব দেননি: আদালত

(প্রথম পাতার পর)

ডোনাল্ড ট্রাম্পের ধনকুবের হয়ে ওঠা, রিয়েল স্টেট মোগলে পরিণত হওয়া এবং রাজনৈতিক পাওয়ার হাউজ বনে যাওয়ার ভাবমূর্তিতে বড় চপেটাঘাত। বিচারক আর্থার এনগোরোনের নির্দেশনা একটি সামারি জাজমেন্ট হিসেবে এসেছে। নিউইয়র্কের অ্যাটর্নি জেনারেল ল্যাটিশিয়া জেমসের দায়ের করা মামলার পরিপ্রেক্ষিতে এই সিদ্ধান্ত এলো। তবে এ সংক্রান্ত আরও ছয়টি মামলা এখনো সিদ্ধান্তের অপেক্ষায়।

অ্যাটর্নি জেনারেল তার মামলায় ২৫০ মিলিয়ন ডলার জরিমানা ও ডোনাল্ড ট্রাম্পের বিরুদ্ধে নিউইয়র্কে ব্যবসায় নিষেধাজ্ঞা আরোপের আবেদন জানিয়েছেন।

বিচারক এই মামলায় দেওয়া তার রুলিংয়ে জানিয়েছেন, তিনি নিশ্চিত হয়েছেন ডোনাল্ড ট্রাম্প ও তার কোম্পানি প্রকৃত সম্পদের পরিমান লুকিয়ে ও বানোয়াট ডকুমেন্ট তৈরি করে নিউইয়র্কের বিভিন্ন ব্যাংক ও বীমা কোম্পানিগুলোকে ঠকিয়েছেন।

প্রতিবছরই ট্রাম্প ও তার কোম্পানির প্রধান নির্বাহীরা তার বার্ষিক আর্থিক প্রতিবেদনে মিথ্যা তথ্য দিয়েছেন এবং বিভিন্ন ধরনের রি-ওয়ার্ড ও সুবিধাজনক শর্তে ঋণ বাগিয়ে নিয়েছন। বীমায় কম অংকের প্রিমিয়াম দেওয়ার সুযোগ নিয়েছেন। তার এসব অপকৌশল সকল সীমা ছাড়িয়ে গেছে এবং প্রচলিত আইন লঙ্ঘন করেছে, বলেন বিচারক আর্থার এনগোরোন।

ম্যানহাটানের প্রসিকিউটররা অবশ্য চেয়েছিলেন এ অপরাধে ডোনাল্ড ট্রাম্পের বিরুদ্ধে একটি ফৌজদারি মামলা ঠুকে দিতে। বিচারক অবশ্য তাতে রাজি হননি। তবে অ্যাটর্নি জেনারেল এখন আর্থিক জরিমানা ও ট্রাম্প ও তার পরিবার যাতে নিউইয়র্কে আর ব্যবসা করতে না পারে তারই রায় চেয়ে আবেদন করছেন। আগামী ২ অক্টোবর থেকে এই মামলার নন-জুরি ট্রায়াল শুরু হবে।

শুনানিতে ডোনাল্ড ট্রাম্পের পক্ষের আইনজীবীরা এই মামলা বাতিলে আবেদন জানালেও তা খারিজ করা হয়। তাদের যুক্তি ছিলো, অ্যাটর্নি জেনারেল এই মামলা দায়ের করতে পারেন না, কারণ ডোনাল্ড ট্রাম্পের কার্যক্রমে জনগণের কোনো ক্ষতি হয়নি। তাদের আরও দাবি এই মামলার অনেক অভিযোগই ভিত্তিহীন এবং নানা সীমাবদ্ধতায় দুষ্ট।

বৃষ্টি-বন্যায় বিপর্যয় নিউইয়র্কে সপ্তাহজুড়ে ভুগলো নগরবাসী

(প্রথম পাতার পর)

জনজীবন। টানা তিন দিন ধরে বৃষ্টির পর শুক্রবার মেয়র এরিক অ্যাডামস জরুরি অবস্থা ঘোষণা করেন এবং নিউইয়র্কারদের সতর্ক থাকতে বলেন, সাবধানে চলাচলের পরামর্শ দেন।

নগরের কোথাও কোথাও ৬ ইঞ্চি পর্যন্ত বৃষ্টি রেকর্ড করা হয়। শুক্রবার দুপুর নাগাদ জন এফ কেনেডি বিমান বন্দরে রেকর্ড পরিমান ৭.৮৮ ইঞ্চি বৃষ্টি পরিমাপ করা হয়। এর আগে এখানে সর্বোচ্চ বৃষ্টি রেকর্ড হয় ২০১১ সালের ১৪ আগস্ট। যার পরিমান ছিলো ৭.৮ ইঞ্চি। ম্যানহাটনের গুরুত্বপূর্ণ সড়কগুলো পানির নিচে চলে যায়। যারা ঘরে আছেন, ঘরেই থাকুন, যারা স্কুলে বা কাজে আছেন তারাও নিরাপদ আশ্রয়েই থাকুন, এমনটাই ছিলো মেয়র এরিকের সতর্কবাণি। বেশ কয়েকটি সাবওয়ে স্টেশনে বৃষ্টির পানি জমে যায়। নগরে চলাচল ভীষণ কঠিন হয়ে পড়ে। আবহাওয়ার পরিস্থিতিকে 'বিপজ্জনক' উল্লেখ করে মেয়র বলেন, বৃষ্টি আরও হবে, ফলে বিপদ বাড়বেই। সেটাই হয়েছে, শুক্র বার যা পরিস্থিতি দুর্যোগপূর্ণ হয়ে ওঠে। এর আগে নিউইয়র্কের গভর্নর ক্যাথি হোকুল নিউইয়র্ক সিটি, লং আয়ল্যান্ড ও হাডসন ভ্যালিতে জরুরি অবস্থা ঘোষণা করেন।

গর্ভনর হোকুলও নিউইয়র্কারদের ঘরের বাইরে না যাওয়ার পরামর্শ দেন এবং বিশেষ করে গাড়ি চালাতে নিষেধ করেন। পথে পথে পানি জমে আছে, বাইরে বের হলে সেটাই দেখতে হবে, বলেন গভর্নর।

নিউইয়র্কের সিটি এমার্জেন্সি ম্যানেজমেন্ট কমিশনার জ্যাক ইসকল যারা বেজমেন্ট ও বন্যাপ্রবণ অঞ্চলগুলোতে বাস করছেন তাদের উঁচু কোনো স্থানে সরে যাওয়ার প্রস্তুতি নিতে বলেন।

এমটিএ জানায়, তাদের পক্ষে অতি সীমিত মাত্রায় সাবওয়ে চালু রাখা সম্ভব হচ্ছে। ভারী বৃষ্টির ফলে অনেক স্থানেই সাবওয়ে পানির নিচে চলে গেছে। পাঁচটি বোরোতেই বাসগুলোকে কোথাও কোথাও রূপ পরিবর্তন করে চলতে হচ্ছে এবং বৃষ্টির কারণে বিলম্বিত হচ্ছে। এমটিএ'র প্রেসিডেন্ট ও সিইও জানো লিবার জানান, এলআইআরআর এর ট্রেনগুলো শিডিউল মাফিক চললেও মেট্রো-নর্থ রেলরোড প্রকৃতঅর্থে বন্ধই রাখতে হয়। আর অ্যামট্র্যাকেরর ট্রেনগুলো অধিকাংশই বিলম্বিত শিডিউলে চলে।

স্কুল চ্যান্সেলর ডেভিড ব্যাংকস জানিয়েছেন নগরের ১৪০০ পাবলিক স্কুলের মধ্যে প্রায় ১৫০টিতেই বন্যা পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়। তবে সপ্তাহের শেষ দিন পর্যন্ত স্কুল খোলাই রাখা হয়। বাস কোম্পানিগুলোকে আগেভাগেই ডেকে এনে শিক্ষার্থীদের ঘরে পাঠানোর ব্যবস্থা করে শিক্ষা বিভাগ।

নগরের এয়ারপোর্টগুলোতে ভ্রমণকারীদের যাত্রা বিঘ্নিত হয়। ভিজিবিলিটি কমে যাওয়ায় বিমান ওঠানামাও ছিলো চ্যালেঞ্জিং। লাগর্ডিয়া এয়ারপোর্টের টার্মিনাল এ শুক্রবার সকাল ১১টা নাগাদ বন্ধ করে দেওয়া হয়। বেশ কিছু বিমানের উড্ডয়ন হয় বাতিল নয়তো বিলম্বিত করা হয়।

বৃষ্টির কারণে অনেক হাইওয়েই বন্ধ করা হয় নিউইয়র্ক জুড়ে। বেল্ট পার্কওয়ে, ব্রঙ্কস রিভার পার্কওয়ে, গ্র্যান্ড সেন্ট্রাল পার্কওয়ে ও মেজর ডিগান এক্সপ্রেসওয়ে দিনে বেশ কয়েক দফা বন্ধ রাখা হয়। তবে কোনো কোনোটি পরে খুলে দেওয়া হয়। শনিবারেও একই ধরনের বৃষ্টিপাত হলেও বিকেল নাগাদ তা থেমে আসে। আর রোববারে সূর্যের দেখা মেলে নিউইয়র্কে।

কোভিডের বিভৎসতা স্পষ্ট হচ্ছে দিনে দিনে

(প্রথম পাতার পর)

ব্যতিক্রম হিসাবে দেখা যাচ্ছে। গেলো সপ্তাহেও অঙ্গরাজ্যটি কোভিড নিয়ে হাসপাতালে ভর্তির সংখ্যার হারের দিক থেকে তৃতীয় অবস্থানে ছিলো, যা এই সপ্তায় ১৪তম অবস্থানে পৌঁছেছে।

আবহাওয়া যতটা ঠান্ডা হয়ে আসছে মানুষের শরীরে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা ততই কমে আসছে। ফলে স্বাস্থ্য কর্তৃপক্ষগুলো সতর্কতা জারি করছে। তারা জোর দিচ্ছেন ভ্যাকসিনেশনের ওপর। সবশেষ যে ভ্যাকসিনটি গ্রহণের জন্য অনুমোদন দেওয়া হয়েছে, সেটি সকলকে গ্রহণের পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এছাড়াও সকলকে ইনডোর প্রোগ্রামগুলোতে মাস্ক পরার নির্দেশনা জারি করা হয়েছে।





শিখ নেতা হত্যায় ভারত কানাডা সম্পর্কের অবনতি

॥ আসিফ আরসালান ॥

এই তো কয়েক দিন আগে হোয়াইট হাউজে প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন যখন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে লাল গালিচা সংবর্ধনা দিচ্ছিলেন তখন গ্রিসে বাইডেনের সাবেক বস অর্থাৎ সাবেক প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা সিএনএনের বিশ্ব বিখ্যাত মহিলা সাংবাদিক ক্রিস্টিয়ানা আমানপুরিকে একটি বিশেষ সাক্ষাৎকার দিচ্ছিলেন। ঐ সাক্ষাৎকারে ক্রিস্টিয়ানা আমানপুরি বারাক ওবামাকে জিজ্ঞেস করছিলেন যে আপনি তো পরপর দুই টার্মে অর্থাৎ ৮ বছর আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ছিলেন। এই সময়ে ভারত সম্পর্কে আপনার কি রকম ধারণা গঠিত হয়েছে? উত্তরে ওবামা বলেন, ভারতে মুসলমানদের ওপর যে জুলুম চলছে, তাদের প্রতি যে বৈষম্য ও বঞ্চনামূলক আচরণ করা হচ্ছে, সেটা যদি অব্যাহত থাকে, যদি এই পলিসি পরিত্যাগ করা না হয়, তাহলে সেদিন বেশি দূরে নয় যেদিন ভারত ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যাবে। ভারতের সুশীল সমাজের আরেকজন নামজাদা সদস্য অরুন্ধতি রায় মনে করেন যে ওবামার সাথে ক্রিস্টিয়ানা আমানপুরির এই সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থা নেপথ্য থেকে প্রচ্ছন্নভাবে করেছে বর্তমান হোয়াইট হাউজ।

ভারত সম্পর্কে ওবামার এই ভবিষ্যদ্বাণী কতদূর সত্য হবে সেটি ভবিষ্যৎই জানে। কিন্তু নরেন্দ্র মোদির আমেরিকা সফর অথবা ওবামার ইন্টারভিউ- এই সব কিছুর মাত্র কয়েক দিন পর কানাডায় ঘটলো এক ভয়াবহ ঘটনা। গত জুন মাসে কানাডায় ভারতীয় বংশোদ্ভূত এক শিখ নাগরিক হরদীপ সিংকে কে বা করা গুলি করে হত্যা করে। ঘটনার প্রায় দুই মাস পর সেদিন যখন দিল্লিতে জি-২০ সম্মেলন হচ্ছিল তখন কানাডার প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডো এই শিখ হত্যাকান্ডের বিষয়টি নরেন্দ্র মোদির কাছে উত্থাপন করেন। কিন্তু নরেন্দ্র মোদি কানাডীয় প্রধানমন্ত্রীর এই অভিযোগকে গুরুত্বের সাথে নেননি। পক্ষান্তরে তিনি এটি অস্বীকার করেন। এরপর দিল্লি বিমানবন্দরে কানাডীয় প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডোর ৩৬ ঘন্টা আটকে থাকা এবং এই সময় কোনো ভিভিআই-পির তার সাথে সাক্ষাৎ না করার বিষয়টি সম্ভবত জাস্টিন ট্রুডোর মনে দাগ কেটে যায়। দেশে ফিরে প্রধানমন্ত্রী ট্রুডো কানাডার পার্লামেন্টে কোনো রাখঢাক না করে স্পষ্ট ঘোষণা করেন যে হরদীপ সিং হত্যার পেছনে ভারতের গোয়েন্দা সংস্থার হাত রয়েছে। অতঃপর কানাডার সরকার বিষয়টি ভারত সরকারকে জানায়। ভারত সরকারকে কানাডা এও বলে যে ভারতের গোয়েন্দা সংস্থা 'র' এর (রিসার্চ এ্যান্ড এ্যানালিটিক্যাল উইং) সুদক্ষ এজেন্ট কানাডা এসে হরদীপ সিংকে মেরে আবার ভারতে চলে গেছে। এ ব্যাপারে তার কাছে অখন্ডনীয় প্রমাণ আছে। বিষয়টি অফিসিয়ালি তদন্ত করার স্বার্থে তিনি ভারতকে এ ব্যাপারে সহযোগিতা করার আহ্বান জানান। কানাডার এই আহ্বান তাৎক্ষণিক নাকচ করে ভারত। ইংরেজি ভাষায় এটিকে বলা যেতে পারে, Summarily rejected the Canadian allegation. এভাবে দুই দেশের সম্পর্কের পারদ উত্তপ্ত হয়ে ওপরে উঠতে থাকে। তখন কানাডা ভারতে অবস্থিত ভারতীয় দূতাবাসের একজন সিনিয়র ভারতীয় অফিসারকে বহিষ্কার করে। কানাডার তরফ থেকে বলা হয় যে বহিষ্কৃত অফিসারটি ছিলেন একজন 'র' এর এজেন্ট।

এই বহিষ্কারের প্রতিবাদে ভারতও দিল্লিতে অবস্থিত কানাডীয় দূতাবাসের একজন সিনিয়র অফিসারকে বহিষ্কার করে। ভারত শুধুমাত্র কানাডীয় অফিসারকে বহিষ্কার করেই ক্ষান্ত হয়নি। তারা সমস্ত কানাডীয়ানকে ভারতে প্রবেশের ভিসা অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত করেছে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে দুই দেশের সম্পর্কের টানাপোড়েন রীতি মতো বৈরীতায় রূপান্তরিত হতে যাচ্ছে। কানাডা ভারতকে বারবার বলছে যে তারা যে এই হত্যাকান্ডের তদন্ত করছে সে ব্যাপারে ভারত যেন সহযোগিতা করে। কিন্তু ভারত সেই সহযোগিতা করতেও অস্বীকার করেছে। এমন অবস্থায় কানাডার পাশে দাঁড়াবার জন্য আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়াসহ মার্কিনপন্থী ইউরোপীয় সমূহের কাছে জাস্টিন ট্রুডো আহ্বান জানিয়েছেন। আমেরিকা এবং ইংল্যান্ড দুই দেশের সম্পর্কের এই ক্রিটিক্যাল অবস্থায় কানাডার প্রতি নৈতিক সমর্থন জানিয়েছে। এই লেখার সময় পর্যন্ত দ্রুত অবনতিশীল ভারত কানাডা সম্পর্কে উন্নতির কোনো আলামত পাওয়া যায়নি।

॥ দুই ॥

আসলে হরদীপ সিং ছিলেন স্বাধীন শিখ রাষ্ট্রের প্রবক্তা। এই স্বাধীন রাষ্ট্রের নাম হবে খালিস্তান। কিন্তু একই সাথে তিনি কানাডীয় নাগরিকও ছিলেন। কানাডা সরকার বলছে যে তার নাগরিককে হত্যা করায় কানাডার সার্বভৌমত্বের ওপর আঘাত করা হয়েছে। বলাবাহুল্য, এটি একটি গুরুতর অভিযোগ। ভারত কানাডা অবনতিশীল সম্পর্ক শেষ পর্যন্ত কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে সেটি দেখার জন্য অপেক্ষায় থাকতে হবে। তবে আমি মনে করি যে এই অবনতিশীল সম্পর্ক আর বেশি দূর গড়াবে না। কারণ এ ব্যাপারে আমেরিকা এবং ইউরোপীয় দেশসমূহ উভয় সংকটে পড়বে। কারণ তাদের অবস্থা এখন শ্যাম রাখি নাকি কূল রাখি। অস্ট্রেলিয়া বা ইংল্যান্ড বিগত অর্ধ শতকেরও বেশি সময় ধরে আমেরিকার বিশ্বস্ত এবং পরীক্ষিত বন্ধু। তাই তারা কানাডাকে নৈতিক সমর্থন দিয়েছে। কিন্তু আন্তর্জাতিক পলিটিক্যাল ল্যান্ডস্কেপ ইতোমধ্যে ব্যাপকভাবে বদলে গেছে। এখন বিশ্ব রাজনীতির রঙ্গমঞ্চ মধ্যপ্রাচ্য থেকে এশিয়া বিশেষ করে চীনকে কেন্দ্র করে ভারত মহাসাগর এবং দক্ষিণ চীন সাগরে স্থানান্তরিত হয়েছে। আমেরিকা এখন বিশ্ব রাজনীতির রঙ্গমঞ্চে রাশিয়া নয়, চীনকে তার প্রধান দুশমন মনে করে। ঐ দিকে চীন এবং ভারতের মধ্যে প্রায় পৌনে চার হাজার মাইল সীমান্ত নিয়ে গুরুতর বিরোধ রয়েছে। এই বিরোধ একাধিকবার রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষে পরিণত হয়েছিল। এখনও উভয় দেশ এই অভিন্ন সীমান্তে বিপুল মিলিটারী এবং সামরিক সরঞ্জাম মোতায়েন করেছে। শুধু তাই নয়, ভারতের সমগ্র লাদাখ এবং ভারতের সমগ্র অরুণাচল প্রদেশকে চীন তার অবিচ্ছেদ্য অংশ বলে দাবি করে আসছে।

রাজনীতির মূলনীতি হলো আমার শত্রুর শত্রু আমার বন্ধু। সেই ফর্মূলা অনুযায়ী চীনকে মোকাবেলার জন্য আমেরিকা ভারতকে বেছে নিয়েছে। এই আন্তর্জাতিক পটভূমিকায় আমেরিকা ভারতকে চটাবে না। বর্তমান ভারত-মার্কিন মনোমালিন্যে আমেরিকা কানাডার প্রতি নৈতিক সমর্থনের বেশি কিছু করতে পারবে না অথবা করবে না বলে মনে হচ্ছে। তবে কানাডাও একটি ধনাঢ্য দেশ। আমেরিকার চেয়েও আয়তনে বড় এই দেশটি। উত্তর আমেরিকা বলতে যা বোঝায় সেটি মূলত আমেরিকা ও কানাডা। অবশ্য নর্থ আমেরিকা বলতে কেউ কেউ মেক্সিকোকেও বোঝায়। যাই হোক, আমার ধারণা, আমেরিকা দুই দেশের তিক্ততা বেশি দূর গড়াতে দেবে না। এরমধ্যে আবার ঐ কানাডাতেই আরেকজন শিখ নাগরিক খুন হয়েছেন। তিনিও খালিস্তান আন্দোলনের অন্যতম নেতা ছিলেন। ঐদিকে ভোটের রাজনীতিতেও জাস্টিন ট্রুডোকে হিসাবের মধ্যে সিরিয়াসলি নিতে হচ্ছে। কারণ, কানাডায় বর্তমানে নাগরিক হিসেবে বসবাস করছেন ১৪ লক্ষ ভারতীয়। এরমধ্যে ৭ লক্ষ ৪০ হাজার হলেন শিখ ধর্মাবলম্বী। যে দেশের জনসংখ্যা মাত্র ৩ কোটি ৮২ লক্ষ ২৫ হাজার। সেখানে ১৪ লক্ষ নাগরিক, তারমধ্যে সাড়ে ৭ লক্ষ হার্ডকোর শিখ ধর্মাবলম্বীকে হালকাভাবে নেওয়া যাবে না। ইতোমধ্যেই খালিস্তান আন্দোলনের নেতারা কানাডায় বসবাসরত শিখদেরকে কয়েকটি স্থানের নাম করে বলেছেন যে ঐসব স্থানে যেন তারা চলে যায়। শিখরা নিরাপত্তার ভয় পাচ্ছে। কারণ তারা মনে করে যে ভারতের গোয়েন্দা সংস্থা 'র' খালিস্তান আন্দোলন নির্মূল করার জন্য কানাডায় তৎপর শিখ স্বাধীনতাকামীদের ওপর আরও হামলা চালাবে।

স্বাধীনতা তথা ভারত বিভক্তির কিছু দিন পরেই শিখদের চৈতন্যোদয় হয়। তারা বুঝতে পারে যে হিন্দুদের সাথে থাকা সম্ভব নয়। আওয়াজ ওঠে পাঞ্জাবের স্বাধীনতার। নেতৃত্বে ছিলেন সন্ত জার্নাল সিং ভিন্দ্রেনওয়ালা। এরা তাদের পবিত্রতম স্থান স্বর্ণ মন্দিরে (Golden Temple) আশ্রয় গ্রহণ করে। তখন প্রধানমন্ত্রী ছিলেন ইন্দিরা গান্ধী। তিনি শিখদেরকে ক্রাশ করার জন্য তারা সেনাবাহিনীকে লেলিয়ে দেন। এক রাতের অভিযানে ভিন্দ্রেনওয়ালা সহ সাড়ে ৭ শত স্বাধীনতাকামী শিখকে হত্যা করা হয়।

॥ তিন ॥

শিখদের খালিস্তান আন্দোলনের শেষ পরিণতি কি হবে সেটা আমরা জানি না। তবে ভারতের অভ্যন্তরে ১৯৪৭ সালের আগস্টের পরে যা কিছু ঘটেছে সেটি সর্বভারতীয় জাতীয়তাবাদের মিথ বা ভাবমূর্তিকে বিরাটভাবে প্রশ্নবিদ্ধ করেছে। সর্বভারতীয় জাতীয়তাবাদকে প্রমোট করার জন্য নরেন্দ্র মোদি এবং আরএসএস হিন্দু ধর্মকে ভিত্তি হিসেবে বেছে নিয়েছেন। এখন হিন্দুত্ব হলো বিজেপির আদর্শ। এখন এই আদর্শ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে মূল সংগঠন আরএসএস এবং তাদের পলিটিক্যাল উইং বিজেপি বিগত দুই টার্মে ভারতকে একটি হিন্দু রাষ্ট্র হিসেবে গড়ে তোলার পথে অনেক দূর অগ্রসর হয়েছে। এখন যে ভারত ঐক্যবদ্ধ আছে সেটির পেছনে যতনা হিন্দুত্ববাদী আদর্শ রয়েছে তার চেয়ে বেশি রয়েছে ভারতের বিশাল সামরিক বাহিনী। ভারতের সামরিক বাহিনী বিশ্বের চতুর্থ বৃহত্তম। এই সামরিক বাহিনীই ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের স্বাধীনতা আন্দোলনকে বুটের তলে দাবিয়ে রেখেছে।

কাশ্মীর নিয়ে বিরোধ তো ভারত বিভক্তির শুরু থেকেই। এই কাশ্মীর নিয়ে ভারত পাকিস্তানের মধ্যে দুইবার যুদ্ধ হয়েছে। ১৯৭৩ সালে যে তৃতীয় যুদ্ধ হয়েছে সেটি বাংলাদেশ কেন্দ্রিক, কাশ্মীর কেন্দ্রিক নয়। তবুও বাংলাদেশ কেন্দ্রিক যুদ্ধের ফলে ভারত দুই দিক দিয়ে লাভবান হয়েছে। একদিকে পাকিস্তানের অর্ধাংশ আলাদা হয়ে গেছে। অন্যদিকে চাপে পড়ে কাশ্মীর বিরোধকে বহুপাক্ষিক আন্তর্জাতিক বিরোধ থেকে দ্বিপাক্ষিক বিরোধে পরিণত করতে পাকিস্তানকে বাধ্য করেছে। এর পরেও কাশ্মীরে স্বাধীনতা সংগ্রাম চলছে অবিরাম। এপর্যন্ত ১ লক্ষেরও বেশি কাশ্মীরের স্বাধীনতাকামী মুসলমান ভারতের হাতে শহীদ হয়েছেন। ১৯৪৯ সালের জাতিসংঘের প্রস্তাব মোতাবেক আজ যদি কাশ্মীরে গণভোট অনুষ্ঠিত হয় তাহলে কাশ্মীরের ৯০ শতাংশ মানুষ কাশ্মীরকে ভারত থেকে আলাদা করতে চাইবে।

ভারতের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রদেশ হলো পাঞ্জাব। ১৯৪৭ সালে যখন ভারত বিভক্তির প্রশ্ন ওঠে তখন অবিভক্ত পাঞ্জাবের ৬০ শতাংশেরও বেশি মানুষ ছিলেন মুসলমান। তারা পাকিস্তানে যেতে চাইলেন। কিন্তু শিখরা তখন হিন্দুদের সাথে এক হয়ে পাঞ্জাবকে বিভক্ত করতে চান। ফলে পাঞ্জাব দুই ভাগে ভাগ হয়। ভূ-খন্ড এবং জনসংখ্যা উভয় দিক দিয়েই পাকিস্তানের পাঞ্জাব ইন্ডিয়ান পাঞ্জাবের চেয়ে অনেক বড়।

স্বাধীনতা তথা ভারত বিভক্তির কিছু দিন পরেই শিখদের চৈতন্যোদয় হয়। তারা বুঝতে পারে যে হিন্দুদের সাথে থাকা সম্ভব নয়। আওয়াজ ওঠে পাঞ্জাবের স্বাধীনতার। নেতৃত্বে ছিলেন সন্ত জার্নাল সিং ভিন্দ্রেনওয়ালা। এরা তাদের পবিত্রতম স্থান স্বর্ণ মন্দিরে (Golden Temple) আশ্রয় গ্রহণ করে। তখন প্রধানমন্ত্রী ছিলেন ইন্দিরা গান্ধী। তিনি শিখদেরকে ক্রাশ করার জন্য তারা সেনাবাহিনীকে লেলিয়ে দেন। এক রাতের অভিযানে ভিন্দ্রেনওয়ালা সহ সাড়ে ৭ শত স্বাধীনতাকামী শিখকে হত্যা করা হয়। এতগুলো শিখকে হত্যা করার প্রতিশোধ হিসেবে ১৯৮৪ সালে প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর দুই জন বিশ্বস্ত দেহরক্ষী শতবন্ত সিং এবং বিয়ান্ত সিং ক্লোজ রেঞ্জ থেকে গুলিবর্ষণ করে ইন্দিরা গান্ধীকে হত্যা করেন। তারপর শিখদের ওপর নেমে আসে জেনোসাইড বা গণহত্যা। কানাডায় শিখদের ওপর ভারতীয় হামলার পর বোঝা গেল শিখদের স্বাধীনতা সংগ্রাম শেষ হয়নি। সেটা বরং নতুন করে পুনরুজ্জীবিত হয়েছে এবং গতি লাভ করেছে।

উত্তর পূর্ব ভারতের ৭টি রাজ্যের স্বাধীনতা সংগ্রামকেও ভারত আপাতত স্তব্ধ করেছে। সেই স্বাধীনতাকামীদের কণ্ঠ রোধ করা সম্ভব হতো না যদি না বাংলাদেশ সরকার বিশেষ করে বর্তমান আওয়ামী লীগ সরকার ভারতকে সক্রিয় সহযোগিতা না দিত।

শেষ কথা হলো এই যে কোনো দেশ বা জাতির স্বাধীনতা আন্দোলনকে চিরতরে দাবিয়ে রাখা যায় না। স্বাধীনতা আন্দোলন একটি চলমান প্রক্রিয়া। যে দেশের প্রদেশ বা রাজ্যের সংখ্যা ২৮, সেই দেশের ৯টি রাজ্য যদি স্বাধীনতা চায় তাহলে সেটি আদায় হওয়া একটি সময়ের ব্যাপার। এই সময়টি সংক্ষিপ্তও হতে পারে আবার দীর্ঘতরও হতে পারে। যেমন বাংলাদেশের স্বাধীনতা হয়েছে ৯ মাস সময়ে। কিন্তু ভারতে কেউই এই ৭৬ বছরেও স্বাধীনতা অর্জন করতে পারেনি। ইতোমধ্যে হিন্দুত্ববাদের উত্থান হয়েছে। এই হিন্দুত্ববাদ ভারতের জন্য কি আশীর্বাদ, নাকি অভিশাপ? অনাগত দিন এই প্রশ্নের জবাব দেবে।

Email: asifarsalan15@gmail.com

উচ্চাভিলাষী প্রকল্প মানেই উন্নয়ন নয়!

॥ মোঃ হাছান ॥

উন্নয়ন বলতে বুঝানো হয় নাগরিক ও দেশের সার্বিকভাবে অগ্রগতি। যা এমন একটি প্রক্রিয়া এর মাধ্যমে ইতিবাচক পরিবর্তন বা ভৌত অবকাঠামো, অর্থনৈতিক, পরিবেশগত, সামাজিক ও জনসংখ্যার উপাদানগুলোর সংযোগ ঘটে। উন্নয়নের উদ্দেশ্য হলো জনগণের জীবনযাত্রার স্তর ও মানের উন্নয়ন এবং পরিবেশের কোনোরূপ ক্ষতিসাধন না করে স্থানীয়, আঞ্চলিক আয় বৃদ্ধি এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও সম্প্রসারণ। জীবনমানের গুণগত পরিবর্তনের ধারা সৃষ্টি ও অব্যাহত রাখার বিষয়টি দৃশ্যমান হয়। উন্নয়ন হলো মূলত দুর্বল ও কৃত্রিম গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার সম্পূর্ণ অনুপস্থিতি।

বর্তমানে সময়ে আমরা উন্নয়ন বলতে বুঝে থাকি মেগা প্রকল্প এবং সর্ববৃহত্তম বাজেট। যার ফলশ্রুতিতে বাড়ছে মেট্রোরেল, পদ্মা সেতু, রূপপুর বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র ও কর্ণফুলি টানেলের মতো বৃহৎ প্রকল্পগুলো। আমাদেরকে তোতা পাখির মতো বুলি শেখানো হচ্ছে উন্নয়ন হচ্ছে বিধায় আমদানি শুল্ক বাড়তি পরিশোধ করা, উচ্চ মুদ্রাস্ফীতি হার এবং মাথাপিছু আয়ের উর্ধগতি।

প্রকৃতপক্ষে বৃহত্তর বাজেট উন্নয়ের নমুনা হতে পারে। তবে আমাদের দেশে ঊর্ধ্বগতিতে পণ্যের মূল্যবৃদ্ধি যার প্রভাবে নিম্ন আয়ের মানুষ হাঁসফাঁস করছে, তাদের দিকে তাকালে উপলব্ধি করা যাবে কতটা উন্নতির শিখরে পৌঁছেছে আমাদের দেশ। মূল্যস্ফীতির প্রভাব পড়ছে প্রায় প্রতিটি বাজারে। নিম্নআয়ের মানুষদের ক্রয়ক্ষমতা প্রায় নাগালের বাহিরে চলে যাচ্ছে। তবে এই উন্নয়নের ছায়াতলে লুকিয়ে আছে আরেক পুঁজিবাদী সংস্কৃতি।

সরকার থেকে তদন্তকারী সংস্থা যখন মুদ্রাস্ফীতি ঠেকাতে মাঠপর্যায়ে খোঁজখুঁজি করে সঠিক কারণ বের করার চেষ্টা করছে। তখন সাধারণ জনগণের মনে প্রশ্ন জাগে, তদন্তকারী সংস্থাগুলো খুচরা বাজার বিশ্লেষণ করে। তবে দেশের বৃহৎ প্রতিষ্ঠানগুলোর বাজার বিশ্লেষণ কেন করা হচ্ছে না? প্রসঙ্গত দেশের বৃহৎ প্রতিষ্ঠানগুলো পণ্য মজুদসহ ভোক্তা বাজারের নানা ধরনের কার্যাবলী নিয়ন্ত্রণ করছে। আমাদের দেশে বিশ্বায়নের প্রভাব অথবা রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধের প্রভাব কতটুকু। বিশ্বায়ন হল একটি নব্য উপনিবেশে বিশ্বায়নের রূপান্তর যার মাধ্যমে ধনী দেশগুলো উন্নয়নশীল দেশগুলোকে উপনিবেশ করে। এই যুগেও শিক্ষা, কারিকুলাম, প্রযুক্তি ও পাঠদান পদ্ধতির নামে ধনী ও শক্তিশালী দেশগুলো পরোক্ষভাবে উন্নয়নশীল দেশগুলোকে উপনিবেশ করে যাচ্ছে। বাংলাদেশ এখন মধ্যম আয়ের উন্নয়নশীল দেশ। বাংলাদেশ ব্যাংকের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ প্রায় দুই বছরের মধ্যে ৩০ বিলিয়নের নিচে চলে এসেছে। বাংলাদেশ এখন আন্তর্জাতিক সাহায্য, ঋণ, বিভিন্ন উপায়ে উন্নত দেশগুলোর কাছে আটকে আছে। সেই সুবাদে আমেরিকা, রাশিয়া, ইউরোপের মতো দেশগুলো দেশের অভ্যন্তরীণ কর্মকান্ডে প্রভাব বিস্তার করতে দেখা গেছে।

আমাদের রাষ্ট্রব্যবস্থা বলছে বাংলাদেশের মন্দা অবস্থার অন্যতম কারণ রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধ পরিস্থিতি। তবে আমরা যদি সেটা সঠিক ধরে নেই তাহলে, দেশে যেই সরকার ব্যবস্থা থাকবে না কেন ইউক্রেন ও রাশিয়া যুদ্ধ শেষ না হওয়া পর্যন্ত দেশের অর্থনৈতিক মন্দা দূর হবে না। তবে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে কিছু প্রতিবন্ধকতা লক্ষ্যণীয়। বাংলাদেশের মাথাপিছু আয় উন্নত দেশের তুলনায় কম, ফলে সঞ্চয় ক্ষমতা কম। মূলধনের স্বল্পতা বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথে একটি অন্তরায়। স্বল্প আয়, জীবনযাত্রার নিম্নমান এবং দেশে কারিগরি শিক্ষাকেন্দ্রের অভাবে বাংলাদেশের শ্রমজীবী মানুষ কারিগরি শিক্ষা লাভে সমর্থ হয় না। ফলে প্রযুক্তি বিদ্যার অভাবে বাংলাদেশের প্রাকৃতিক সম্পদসমূহের পূর্ণ ব্যবহার হয় না। বাংলাদেশে শিল্পোন্নয়নের প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতির জন্য বিদেশের উপর নির্ভর করতে হয়। এ সমস্ত যন্ত্রপাতি আমদানি করতে হলে প্রচুর পরিমাণে বৈদেশিক মুদ্রার প্রয়োজন, কিন্তু বাংলাদেশের রপ্তানির পরিমাণ কম। ফলে প্রয়োজনীয় বৈদেশিক মুদ্রা উপার্জন সম্ভব হয় না। এতে উন্নয়ন কার্যক্রম ব্যাহত হয়। বাংলাদেশে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার অভাব রয়েছে। এ কারণেও সঠিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন সম্ভব হচ্ছে না।

অর্থনীতিবিদ রাশেদ আল মাহমুদ তিতুমীর বিবিসি বাংলার এক সাক্ষাৎকারে বাংলাদেশের অর্থনীতি নিয়ে বলেছিলেন, অর্থনীতি ঠিক মতো চলছে কিনা, তিনটি পক্ষ তা ভালো মতো বুঝতে পারছে। "তারা হলো জনগণ, কারণ তারাই সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। তাদের খাওয়া কমাতে হচ্ছে,দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির কারণে জীবনযাপন কঠিন হয়ে পড়েছে। আরেক পক্ষ ব্যবসায়ীরা যারা ডলারের অভাবে এলসি খুলতে পারছেন না, আমদানি হচ্ছে না, ব্যবসায় মন্দা যাচ্ছে। আর সবচেয়ে ভালো বুঝতে পারেন সরকারি কর্মকর্তারাই। কারণ রিজার্ভ কমা, দারিদ্র বেড়ে যাওয়া, মূল্যস্ফীতি বাড়তে থাকা- এসব তো সরকারি পরিসংখ্যানেই দেখা যাচ্ছে। কিন্তু সেটা সমাধানের, দ্রুত অবসানের তো কোন লক্ষণ কোথাও দেখা যাচ্ছে না। এছাড়াও দক্ষ উদ্যোক্তার অভাব, সংকীর্ণ বাজার, সামাজিক ও ধর্মীয় প্রথা, কৃষি ও শিল্প খাতের অগ্রসরতা, অনুন্নত আর্থসামাজিক কাঠামো, প্রাকৃতিক সম্পদের অসম্পূর্ণ ব্যবহার, জনসংখ্যার চাপ ইত্যাদি কারণেও বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন বহুলাংশে ব্যবহৃত হচ্ছে।

সবশেষে বলা যায় অর্থনৈতিক সংকট থেকে উত্তরণের জন্য সরকারকে সঠিক পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। আমাদের বুঝতে হবে দেশের মেগা প্রকল্প ও বৃহৎ বাজেট মানেই উন্নয়ন নয়, দেশের প্রতিটি নাগরিকের জীবন যাত্রার এবং অর্থনৈতিক সক্ষমতা অর্জন উন্নয়নের অংশ। নাগরিকদের নৈতিকতার উন্নয়ন ও বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশ ব্যতীত উন্নয়ন অর্থহীন।

‘প্রমাণ করতে হবে স্বাধীনতা-অধিকার আছে’

॥ সালাহউদ্দিন বাবর ॥

বাংলাদেশের ৯১ শতাংশ মানুষ গণতন্ত্র, মানবিক ও রাজনৈতিক স্বাধীনতার প্রতি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। তারা মনে করেন রাষ্ট্রের কল্যাণের জন্য রাজনৈতিক স্বাধীনতা ও মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা একটি বড় শক্তি। এ দেশেরই ৬০ শতাংশের মতো মানুষ একটি গণতান্ত্রিক সরকার কাঠামোকে সর্বোত্তম শাসনব্যবস্থা হিসেবে মনে করেন। তাদের উল্লিখিত অভিমতগুলো থেকে যে ধরনের প্রশাসনিক বিষয়টি স্পষ্ট হয়। দুর্ভাগ্য হলো, বাংলাদেশের জনগণ ঠিক তার বিপরীত পরিবেশ পরিস্থিতির ভেতর এখন আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা পড়ে আছেন। তারা যে গণতান্ত্রিক রীতি-পদ্ধতি ও সুশাসন চান। দীর্ঘদিন থেকে তাদের সে চাওয়া। সোনার হরিণ হয়ে বন-বাদাড়ে ছুটোছুটি করছে। সেজন্য মানুষের আফসোসের কোনো শেষ নেই। এই নিবন্ধে যে তথ্য-উপাত্ত তুলে ধরা হয়েছে। সে সমস্তই যুক্তরাষ্ট্রের বিখ্যাত একটি জরিপ প্রতিষ্ঠানের প্রতিবেদন থেকে সংগৃহীত হয়েছে। বাংলাদেশে সম্প্রতি এই জরিপ পরিচালিত হয়। গণতন্ত্রের প্রকৃত-চর্চা, অনুশীলন হয় মূলত নির্বাচন অনুষ্ঠানের বিভিন্ন প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে। এই অনুশীলন তথা ভোট যতটা সুষ্ঠু স্বচ্ছ অবাধ অংশ গ্রহণমূলক ও প্রতিযোগিতাপূর্ণ হবে। গণতন্ত্র ঠিক ততটা সংহত সঠিক এবং ইপ্সিত লক্ষ্যে পৌঁছতে শক্তি সঞ্চয় করতে সক্ষম হবে। এমন একটি নির্বাচন অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের নির্বাচন কমিশন ইসি দায়িত্ব পালনের স্বাধীন থাকবেন। এই ক্ষমতা বলে ইসি জাতিকে একটি অবাধ, সুষ্ঠু, অংশগ্রহণমূলক, প্রশ্নমুক্ত নির্বাচন উপহার দেবেন- এটি সবার কাম্য। এমন নির্বাচন অনুষ্ঠানের সময় একটি সুষ্ঠু অনুকূল পরিবেশ বজায় রাখার দায়িত্ব রাষ্ট্রের নির্বাহী বিভাগের তথা সরকারের। সেজন্য দেশের সর্বোচ্চ আইনগ্রন্থে বলা হয়েছে, ‘নির্বাচন কমিশনের দায়িত্ব পালনে সহায়তা করা সব নির্বাহী কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব।’ অর্থাৎ ইসি ও রাষ্ট্রীয় প্রশাসন যৌথভাবে অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টির ব্যাপারে দায়বদ্ধ। যাতে প্রশ্নমুক্ত ও অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন হতে পারে।

উল্লিখিত বৈশিষ্ট্যগুলো অনুসরণ করে কতটা ভালো নির্বাচন হচ্ছে। সে ক্ষেত্রে অনেকেরই কমবেশি ভূমিকা রয়েছে। যেমন ইসি রাষ্ট্রের নিজস্ব ব্যবস্থাপনা, দেশী-বিদেশী সংবাদপত্র ও সংবাদ সংস্থা এবং ইসি কর্তৃক স্বীকৃত নির্বাচন পর্যবেক্ষক দল। তাদের হাতে নির্বাচন ভালো-মন্দের ব্যারোমিটার থাকে। তাই এসব স্টেকহোল্ডারদের গুরুত্ব অনেকখানি। ইতঃমধ্যে দেশবাসী জেনে গেছেন। ইসি দেশের ৬৬টি প্রতিষ্ঠানকে নির্বাচন পর্যবেক্ষণের জন্য চূড়ান্ত মনোনয়ন দিয়েছেন। কিন্তু ইসি শুরুতেই গলদ করেছেন। এ নিয়ে সমালোচনাও হচ্ছে। সংবাদপত্রে প্রকাশিত খবর থেকে জানা গেছে। এই ৬৬টি প্রতিষ্ঠানের সব কয়টি কেবল নামসর্বস্ব ও ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলের সাথে অতীব ঘনিষ্ঠ। তাদের মধ্যে অনেকের নির্বাচন পর্যবেক্ষণের কোনো অভিজ্ঞতাই নেই। তাদের নির্বাচন পর্যবেক্ষণ করার বিধি-বিধানও জানা নেই। নেই তাদের প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত জনশক্তি পর্যন্ত। এমন সব নিধিরাম সরদারদের দিয়ে কী ভাবে নির্বাচন পর্যবেক্ষণের মতো গুরুত্বপূর্ণ কাজটি সম্পন্ন হবে? এখন এমন সন্দেহ দানা বাঁধছে যে, এরা সবাই সমস্বরে কর্তার ইচ্ছায় কীর্তন গাইবেন। এদের দিয়ে তাহলে কেমন নির্বাচন পর্যবেক্ষণ হবে। ৬৬টি সংগঠনের পক্ষে তাহলে শুধু ইসির মনোতুষ্টির একটা প্রতিবেদন রচিত হতে পারে মাত্র। এদের সেই প্রতিবেদন শাসকদলের প্রার্থীরা যথেষ্ট লাভবান হবেন। তাতে কোনো সন্দেহ নেই। নির্বাচনে শাসক দলের যত অপকর্ম সব ধুয়ে দিবে এসব পর্যবেক্ষক টিম। সরকার ঘনিষ্ঠ এই সব সংগঠন কল্পনার মাধুরী মিশিয়ে প্রাপ্ত সব তথ্য উপাত্তকে উল্টে পাল্টে পরিবেশন করবে মাত্র। যে প্রতিবেদন নিছক সরকারকে তথা সরকারি দলের প্রশান্তি এনে দেবে মাত্র। এসব প্রতিবেদন দিয়ে ক্ষমতাসীন দল পশ্চিমের চোখে ধুলো দেয়ারও চেষ্টা করতে পারে। কিন্তু তাদের এমন দুর্বল চিন্তাকে নিছক তামাশা বলে মনে করছেন সুশীল সমাজ।

মোদ্দাকথা ইসি ও রাজনৈতিক প্রশাসন, যৌথ প্রযোজনায় এমন একটি প্রহসনই মঞ্চায়িত করতেই বদ্ধপরিকর। কিন্তু তার ফলাফল মাকাল ফলেরই মতো হতে বাধ্য। কিন্তু ইসি ও রাজনৈতিক প্রশাসনের এমন স্বপ্নের ‘গুড়ে বালি’ করে দিয়েছে ইউরোপীয় ইউনিয়ন। সম্প্রতি তারা বলেছে, বাংলাদেশে এখন সুষ্ঠু নির্বাচনের কোনো পরিবেশ বজায় নেই। তাই তারা কোনো পর্যবেক্ষক দল পাঠাচ্ছে না। এ যেন ইসির মাথায় বিনা মেঘে বজ্রপাত। যদি তারা উপলব্ধি করে থাকে। ইসি কীভাবে ব্যাঙ্গাচির মতো সব পর্যবেক্ষক দল দিয়ে নির্বাচনকে আন্তর্জাতিক বলয় থেকে ‘মানসম্পন্ন’ নির্বাচন অনুষ্ঠানের সার্টিফিকেট আদায় করবে? আসলে এখন এটা স্পষ্ট হয়ে উঠছে, এদেশে এ মুহূর্তে আর পুতুল খেলার মতো একটি নির্বাচন করা সম্ভব নয়।



এদিকে, ইসি আসন্ন নির্বাচন অনুষ্ঠান নিয়ে অভিজ্ঞতাসমৃদ্ধ বিশিষ্টজনদের কাছ থেকে স্পষ্ট এবং সতর্কতামূলক এক বার্তা পেয়েছেন। সম্প্রতি ইসি কর্তৃক বিশিষ্টজনদের নিয়ে একটি সংলাপের আয়োজন করেছিল। সেখানে ইসির ভাবমর্যাদা, কোন মানের নির্বাচন হওয়া জরুরি সেসব নিয়ে বিশিষ্টজনরা গুরুত্বপূর্ণ সব মতামত দিয়েছেন। সেখানে ইসি ভাবমর্যাদা নিয়ে বিশিষ্টজনদের একজন বলেছেন, আমরা মুখে বলি নির্বাচন কমিশন ক্ষমতাবান। কিন্তু বাস্তবে কিছুই নেই। সঙ্কট এত গভীর যে, সব দায় কমিশনের ওপর দিয়ে লাভ নেই। বাস্তবতা নির্বাচন কমিশনের অনুকূলে নয়। সরকারের সদিচ্ছা না থাকলে সুষ্ঠু নির্বাচন সম্ভব নয়। একের পর এক এভাবে চলতে থাকলে ইসির কোনো মর্যাদা থাকবে না। আলোচনাকালে অপর এক বিশিষ্টজন বলেছেন, ২০১৪ ও ২০১৮ সালের জাতীয় সংসদ নির্বাচন প্রশ্নবিদ্ধ ছিল। সামনে জাতীয় সংসদের নির্বাচন। এখন সেই একই ধরনের নির্বাচন করব কি না। সে প্রশ্ন রয়ে গেল। নির্বাচনে সব দল অংশ নিতে পারবে কি! সব ভোটার তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারবে কি! সাবেক এক নির্বাচন কমিশনার সংলাপে অংশ নিয়ে বলেছেন, জামালপুরের ডিসি মন্তব্য করেছেন, আওয়ামী লীগ সরকারকে ক্ষমতায় আনতে হবে, এই ডিসিকে দিয়েই আপনাদের নির্বাচন করতে হবে। আর এমন ডিসিদের দিয়ে গ্রহণযোগ্য নির্বাচন সম্ভব নয়। তিনি আরো বলেছেন, বড় একটি দল যদি নির্বাচনে না আসে। তবে যতই ভালো নির্বাচন হোক না কেন। সেটা প্রশ্নবিদ্ধ হবে। ওই দলকে বাদ দিয়ে আরো তিন শ’ রাজনৈতিক দল নিয়ে নির্বাচন করলেও সেটিকে আপনি গ্রহণযোগ্য নির্বাচন বলতে পারবেন না।

এখন প্রশ্ন হলো ইসি কি সুধীজনদের এমন বার্তাটা পাওয়ার পর তাদের সম্বিৎ কি ফিরে পেয়েছেন! কিন্তু তাদের দেহভঙ্গিমায় তা প্রতীয়মান হচ্ছে না। ইসি সেই গোড়া থেকে বলে আসছেন। আমরা গভীরভাবে নির্বাচনকে পর্যবেক্ষণ করছি। তবে তাদের পর্যবেক্ষণের গভীরতা কতটুকু। তাদের ভাব-ভূমিকায় ও কথাবার্তায় তার কিছুমাত্র প্রকাশ নেই।

এই ইসি দায়িত্ব নেয়ার পর থেকে অনেক স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের ও জাতীয় সংসদের অনেকগুলো শূন্য আসনের উপ-নির্বাচন করিয়েছেন। কিন্তু এসব নির্বাচনের সবগুলোতে যত অনিয়ম কারচুপি, শাসকদলের মনোনীত প্রার্থীদের নির্বাচনী বিধি লঙ্ঘন, ভোটারদের অনুপস্থিতি সবই ইসি দেখেছেন। কিন্তু এসব নিয়ে তাদের গভীর পর্যবেক্ষণের ফলটা কী ছিল! তারা কি অনিয়মগুলোর কোনো প্রতিবিধান করেছে? ইসির কার্যালয় থেকে মাত্র কয়েক কিলোমিটার দূরে। ঢাকা শহরের অভিজাত এলাকা গুলশানে কিছুকাল আগে সংসদের একটি শূন্য আসনের যে উপনির্বাচন হয়েছিল, সেখানে যে লঙ্কাকান্ড ঘটেছিল- ইসি নিশ্চয়ই সেটি পর্যবেক্ষণ করেছে। সেটি ঢাকাবাসী সে নির্বাচনের তরিকাটি ভালোভাবে দেখেছেন। আসলে ইসির সব কিছুই নিয়েই বাগাড়ম্বর করেন।

যুক্তরাষ্ট্রের একটি শীর্ষস্থানীয় গবেষণা প্রতিষ্ঠান। আটলান্টিক কাউন্সিলের ফ্রিডম অ্যান্ড প্রসপারিটি সেন্টারের জ্যেষ্ঠ পরিচালক ড্যান নেয়েগ্রা। সম্প্রতি ঢাকায় এসেছিলেন। তিনি ঢাকা থেকে প্রকাশিত একটি জাতীয় দৈনিকে সাক্ষাৎকার দিয়েছিলেন। তার দেয়া সাক্ষাৎকারটিতে তিনি যেহেতু গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা ও উন্নয়ন ধারণা সম্পর্কে বেশ কিছু কথা বলেছেন। সেজন্য সেই সাক্ষাৎকারের প্রাসঙ্গিকতার সাথে এই নিবন্ধের অনেকখানি সামঞ্জস্য খুঁজে পাওয়া যায়। তাই সেই সাক্ষাৎকারের কিছু অংশ এখানে তুলে ধরা হচ্ছে- তিনি বলেছেন, ‘আমাদের গবেষণায় দেখতে পেয়েছি, যে দেশগুলোর নিজেদের উন্নয়নের পথে সিদ্ধান্ত নেয়ার স্বাধীনতা রয়েছে। তারা সবচেয়ে বেশি উন্নতি করতে পেরেছে। আমরা স্বাধীনতাকে অর্থনৈতিক, আইনি, রাজনৈতিক এই তিন ভাগে ভাগ করেছি। সমৃদ্ধি বলতে আমরা শুধু অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি বোঝাতে চাইনি। একটি দেশের সার্বিক উন্নতিকে বোঝাতে চাই। আমাদের স্বাধীনতা ও সমৃদ্ধি সূচকের শীর্ষে থাকা দেশগুলোর তালিকায়, দেখবেন তারা অর্থনীতি ও স্বাধীনতা সব দিক থেকে এগিয়েছে। এই আলোকে যদি বাংলাদেশের উন্নয়নের বিষয়টি বিবেচনায় নেয়া হয়। তবে দেখা যাবে বাংলাদেশে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি সর্বজনীন নয়। গুটি কতক লোক মাত্র সমৃদ্ধিতে ফুলে ফেঁপে উঠেছেন। কিন্তু বৃহৎ জনগোষ্ঠী চরম অর্থনৈতিক দৈন্য দশার মধ্যে দিন যাপন করছেন। গণতান্ত্রিক স্বাধীনতা এখানে নেই; কথা বলার স্বাধীনতা নেই, গণতন্ত্র আর মানবাধিকার অনুপস্থিত। বাংলাদেশে দুঃসহ যাতনার মধ্যে মানুষ দিন যাপন করছেন।

অপর এক প্রশ্ন ছিল; আপনাদের সেন্টারের প্রতিবেদন অনুযায়ী বিশ্বের জনসংখ্যার মাত্র ১৪ শতাংশ মানুষ স্বাধীন পরিবেশে বাস করে। বাকিরা কর্তৃত্ববাদী শাসনব্যবস্থার অধীনে আছেন। তাহলে নাগরিকদের সমৃদ্ধি প্রদানের ক্ষেত্রে স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের চেয়ে কর্তৃত্ববাদ বেশি সফল নয় কি? উত্তরে ড্যান নেগ্রেয়া বলেন, আমাদের সামনে চীন ও রাশিয়ার উদাহরণ আছে। চীনের প্রসঙ্গে বলতে পারি, তাদের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বেড়েছিল। কিন্তু গত কয়েক বছরের চিত্র দেখুন। প্রবৃদ্ধি কমছে। আবারো বলব অর্থনৈতিক উন্নতির পাশাপাশি স্বাধীনতা না থাকলে উন্নয়ন টেকসই হয় না। সাময়িকভাবে মনে হতে পারে, কোনো দেশ গণতান্ত্রিক বা নাগরিক অধিকারের ক্ষেত্রে পিছিয়ে থেকেও সফল হচ্ছে। কিন্তু সেই সাফল্য বেশি দিন টেকে না। আমরা রাশিয়ার সাথে এস্তোনিয়া, লাটভিয়া ও লিথুনিয়ার তুলনা করতে পারি। কারণ এই তিনটি বাল্টিক রাষ্ট্রই একসময় সোভিয়েট ইউনিয়নের অংশ ছিল। বাল্টিক দেশগুলো স্বাধীনতাকে বেছে নিয়েছে। রাশিয়া নেয়নি। ফলে বাল্টিক অঞ্চল রাশিয়ার চেয়ে অনেক দ্রুত উন্নতি করেছে। তারা মধ্যম আয়ের দেশে আটকা পড়েনি।

চীনকে আমরা দক্ষিণ কোরিয়ার ও তাইওয়ানের সাথে তুলনা করি। ১৯৬০ এর দশকে তারা একনায়কতন্ত্রের অধীনে ছিল। দক্ষিণ কোরিয়া ও তাইওয়ান স্বাধীনতাকে বেছে নিয়েছে। এখন তারা মধ্যম আয়ের ফাঁদ পেরিয়ে গেছেন এবং অনেক ভালো করছে। আমরা আমাদের গবেষণায় প্রমাণ করেছি, গণতন্ত্র-স্বাধীনতাই টেকসই উন্নয়নের পথ।

দৈনিকটির এক প্রশ্ন ছিল বাংলাদেশকে উন্নয়নের রোল বলা হয়। আবার বাংলাদেশের গণতন্ত্র, মানবাধিকারের মান নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রসহ পশ্চিমের কিছু দেশের উদ্বেগও আছে- এ অবস্থায় আগে উন্নয়ন, পরে গণতন্ত্র- এ ধরনের মডেলের কথাও অনেক সময় আলোচনায় আসে।

উত্তরে ড্যান বলেন, আগে উন্নয়ন, পরে গণতন্ত্র ও অধিকার মডেলটি ঝুঁকিপূর্ণ। আমাদের হিসাবে, বাংলাদেশ অর্থনৈতিকভাবে এগিয়েছে। কিন্তু স্বাধীনতা ও সমৃদ্ধির ক্ষেত্রে বেশ পিছিয়ে গেছে। ২০২৩ সালের স্বাধীনতা ও সমৃদ্ধির সূচকে ১৬০টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশ কিন্তু ১৪১তম স্থানে পড়ে আছে।

প্রশ্ন : অর্থনৈতিক উন্নতির পাশাপাশি নাগরিক স্বাধীনতা ও অধিকার অর্জিত না হওয়ার ঝুঁকিগুলো কী কী?

উত্তর: আমি এ ক্ষেত্রে আবারো চীনের উদাহরণ দেবো। সেখানে উন্নতি হলেও স্বাধীনতা অনেক ক্ষেত্রেই রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রিত। এ কারণে উন্নতি টেকসই হচ্ছে না। বিনিয়োগকারীরা অন্যত্র সরে যাচ্ছে। বাংলাদেশের জন্য সুযোগ আছে সেই বিনিয়োগ ধরার। চীন থেকে কারখানা আশপাশের দেশগুলোতে যাচ্ছে। সেগুলো বাংলাদেশেও আসতে পারে। তবে এ ক্ষেত্রে বাংলাদেশের পরিস্থিতির উন্নতি ঘটাতে হবে। এখন শুধু অর্থনৈতিক উন্নতি নিয়ে বিদেশী বিনিয়োগ পাওয়া কঠিন। বাংলাদেশ প্রমাণ করতে হবে দেশে স্বাধীনতা ও অধিকার বলবৎ আছে।

সামনে বাংলাদেশে জাতীয় নির্বাচন। একটি দেশের সমৃদ্ধির জন্য একটি ভালো নির্বাচন কতটা গুরুত্বপূর্ণ উত্তরে ড্যান বলেন, অবাধ সুষ্ঠু নির্বাচন খুবই গুরুত্বপূর্ণ। অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের আন্তর্জাতিক মানদন্ড আছে। সেখানে বিরোধীদের জন্য সুযোগ রাখা নির্বাচন প্রক্রিয়া স্বচ্ছতা ইত্যাদি জরুরি। একটি ভালো নির্বাচন শুধু নাগরিক স্বাধীনতা, অধিকার চর্চা ও স্থিতিশীলতার জন্য নয়। বহির্বিশ্বে দেশের ভাবমর্যাদার জন্যও খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এটি স্মরণ রাখতে হবে।

লেখক: সিনিয়র সাংবাদিক, কলামিস্ট
Email: ndigantababar@gmail.com

কূটনীতি : তখন আর এখন

॥ রহমান মৃধা ॥

উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত ব্যক্তিরা দেশের কূটনৈতিক দায়িত্ব নিলেও কাজটি এখন সরাসরি করে দেখাচ্ছেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা দেশ-বিদেশে। এ নিয়ে জল্পনা-কল্পনা চলছে বিশ্ব মহলে সঙ্গে আমার ভাবনায় ঢুকেছে তাহলে পুঁথিগত বিদ্যা থাকলেই যেসব কাজ সঠিকভাবে সম্পন্ন করা সহজ হবে তার কোনো নিশ্চয়তা নেই! কারণ পুঁথিগত বিদ্যার সঙ্গে তার চর্চা যদি না হয় তখন সে বিদ্যা মূল্যহীন হয়ে পড়ে। আসুন তাহলে চর্চা নিয়ে তুলে ধরি সেকালের একজন মুক্তিযুদ্ধের বার্তা বাহকের জীবন কাহিনী।

আমি তখন খুবই ছোট তারপরও কেনো যেনো মনে পড়ে যায় সেই প্রথম দেখার স্মৃতি, মনে পড়ে যায় সেই হৃদয় দেবার তিথি। হাল্কা-পাতলা শ্যামলা বর্ণের এক তরুণী মহিলা বাঙালীর আলোর ফেরিওয়ালা হয়ে ফরিদপুর ছেড়ে এসেছিলেন আমাদের গ্রামে স্বামীর হাত ধরে, সঙ্গে ফুটফুটে ছোট্ট একটি কন্যা শিশু নিয়ে।

সম্পর্কে তিনি আমার দাদি হলেন, দাদি তো সবাই বয়স হলে হয় কিন্তু এ তরুণী মহিলা দূর-সম্পর্কের দাদার বউ হবার কারণে হলেন আমারও দাদি। শুরুতেই বলেছি বয়স আমার বেশি না তবে দাদির সঙ্গে রং-তামাশা করা যায় এতটুকু বয়স হয়ে গেছে। তা একবার দাদিকে বলেছিলাম, ও দাদি তুমি কি বাঙালী?

দাদি কড়া উত্তরে তৎক্ষণাৎ বলেছিলেন ‘হ্যাঁ আমি বাঙালী আর তোরা হলি সব পাঞ্জাবী’। যাই হোক প্রতিবেশী দাদা তিনি তেমন স্বচ্ছল পরিবারের সন্তান ছিলেন না, দিনমজুরের কাজ করতেন। দাদি তার মেয়েকে নিয়ে আমার মাকে নানাভাবে সাহায্য করতেন। দাদির মেয়ের নাম ছিল হাসি, সেক্ষেত্রে হাসির মা বলেই অনেকে তাকে ডাকতেন।

মূলত আমরা তাকে দাদি বলে সম্বোধন করাকে তিনি পছন্দ করতেন না। করবেনই বা কী করে? অল্প বয়সের একজন মহিলাকে দাদি বললে নিশ্চয়ই মন খারাপ হবারই কথা তখন। আর আমি তো তখন ছোট, অতো কিছু বুঝি নাকি?

তবে আমার বড় ভাই মান্নান মৃধা সেটা বুঝতেন সেটা গতকাল টের পেলাম যখন ভাইকে দাদির ব্যাপারে কিছু স্মৃতিচারণ করতে বলেছিলাম। বড় ভাই সবসময় হাসির মা, পরে দাদি শব্দটি যোগ করলেন। যাই হোক হাসির মা দাদি সম্পর্কে কিছু জানতে চাইলে বড় ভাই দাদিকে ফ্লাইং বার্ড বলেছেন, বলেছেন ফ্রি ল্যান্সার, বলেছেন অলস, বলেছেন প্রতিবাদী, বলেছেন বার্তা বাহক। কারণ এর সব গুলোই নাকি মূলত বাঙালির বৈশিষ্ট্য, বিশেষ করে ফরিদপুর, যশোর এবং কুষ্টিয়ার মানুষের পুরনো ইতিহাস ঘাটলে সত্যিকারার্থে তখনকার মনীষীদের জীবনী এমনটিই ছিল।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সুচিত্রা সেন, মাইকেল মধুসূদন দত্ত, শেখ মুজিবসহ হাজারও উদাহরণ রয়েছে যারা কোনো এক সময় চাপে এবং তাপে নিজ নিজ এলাকা ছেড়ে নানাভাবে বিপ্লবমুখর হয়েছিলেন এবং এরা সবাই কিন্তু তার নিজ নিজ জায়গা থেকে নিজস্ব মেধার গুণেই আলোর ফেরিওয়ালা হয়ে দেশ তথা গোটা বিশ্বকে আলো দান করেছেন, যার ফলস্বরূপ আমরা পেয়েছি চিত্রজগত, পেয়েছি বাঙালীর বাঙালীত্ব, পেয়েছি বাংলাদেশ, পেয়েছি বিশ্ব কবি, পেয়েছি জাতির পিতা।

আমার মেমোরিতে যতটুকু তথ্য রয়েছে তাতে মনে হয় হাসির মা দাদি দারিদ্র্য মোচনে নয়, বরং ভালোবাসার টানে ফরিদপুর ছেড়ে পাড়ি দিয়েছিলেন নবগঙ্গা নদীর তীরে নহাটা গ্রামে, গ্রামটি বর্তমান মাগুরা জেলাধীন। দাদি বাঙালীর বাঙালিত্বকে নিয়ে এসেছিলেন আমাদের এলাকায় এবং বিদ্রোহের বার্তাবাহক হিসেবে হুঁশিয়ারি সংকেত দিয়েছিলেন সেদিনের সেই প্রথম দেখায় যখন আমার কথার উত্তরে বলেছিলেন ‘তোরা পাঞ্জাবী’।

এই মুহূর্তে স্মৃতির জানালা খুলে চেয়ে দেখছি, যতোকু আলো আসছে মনে, সে আলোয় দাদির সে রাগান্বিত বার্তা দেখতে পারছি। ভাবছি! তাই বুঝি সেই অল্প বয়সে বঙ্গবন্ধুর ডাকে সবাই সাড়া দিয়েছিলাম শুধু আজীবনের মতো পাঞ্জাবী শব্দটাকে মুছে ফেলতে। যে কথা সেই কাজ, সরিয়েছিলাম সেই শাসক গোষ্ঠীকে, মুক্ত করেছিলাম বাঙালীর বাঙালীত্বকে। দাদিকে দেখেছি কী প্রচন্ড দক্ষতার সঙ্গে খবর বহন করেছেন ততকালীন মুক্তি বাহিনীর মাঝে। দাদি রাজাকারদের ঘাঁটিতে গিয়েছেন, তথ্য জোগাড় করেছেন, এলাকার কোথায় কি ঘটেছে সেটা সবার আগে প্রচার করেছেন। মনে হতো দাদির কাছে গেলেই সবার আগে সর্বশেষ খবর মিলবে এবং সেটাই হতো সব সময়। দাদির কোনো পুঁথিগত বিদ্যা ছিলো না তবে বিচক্ষণ মেধার পরিচয় দিয়েছেন তার বাস্তব অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে। দাদির কূটনীতি সব সময় তথ্য বহুল এবং ক্রিয়েটিভ বার্তা বহন করেছে তখন।

দাদি আজও বেঁচে আছেন ইতিহাসের সাক্ষী হয়ে, কঠিন সময়ের মাঝে বেঁচে থাকার কারণ হতে পারে আমরা যেন ভুলে না যাই আমাদের বংশ পরিচয়- অতীতে কী ছিলাম আর বর্তমানে কী হয়েছি।

আমাদের দাদি অতিসাধারণ একজন মানুষ। তার জীবনের ছোটখাটো ঘটনার সঙ্গে আমি মোটামুটি সচেতন তবে আমার বাবা-মা মারা যাবার পর কিছুটা হাল্কা হয়েছে সম্পর্কের। আমার লাস্ট ভ্রমণ সম্ভবত ২০১৪ সালে, দুই দিন নহাটাতে ছিলাম তখন কিন্তু বলতে গেলে পুরো সময়টুকু তার সঙ্গে কেটেছিল আমার। সুখ-দুঃখের অনেক কথা শেয়ার করেছিলেন তখন। কেনো যেন মনে আসেনি তখন দাদিকে প্রশ্ন করে জানতে যে দেশ স্বাধীন হলো, কেউ পেল, কেউ শুধু হারালো কিন্তু দাদি কেন সব চাওয়া পাওয়া থেকে বঞ্চিত হলো! ৭১ সালের যুদ্ধে হারালেন দাদি তার বাড়ি, ১২-১৩ বছরের মেয়ে হাসিকে এবং পরে তার স্বামীকে পাঞ্জাবিদের নির্মম অত্যাচারের কারণে দাদির হারানোর গল্পের শেষ হয়নি বা সমাজ তথা দেশ থেকে তেমন কিছু পায়নি, কিন্তু কেন? সে আলোচনাও হয়নি। আমার বাবা-মা হারানোর ব্যথা আমার মনে তখন যেভাবে হাহাকার করে ব্যস্ত রেখেছিল আমাকে, দাদি সেটা লক্ষ্য করেছিলেন তাই হয়তো তার দুঃখের কথা শেয়ার করে আমার দুঃখের বোঝা বাড়াতে চেষ্টা করেননি সেদিন!

হঠাৎ দাদির ছোট্ট একটি ভিডিও দেখে মনে হলো তার দারিদ্র্য চরমে। দিনে কোনোক্রমে দু-এক বেলা খেয়ে না-খেয়ে থাকেন। নহাটা বাজারে গিয়ে তার চিকিৎসা করানোর কোনো সাধ্য নেই। তাকে চিকিৎসা করাতে না পারলেও তাকে অবহেলা করা আমাদের ঠিক হবে না।

আমি মনে-প্রাণে আশা করি রাষ্ট্র থেকে শুরু করে আমরা সবাই যেন আমাদের এই বেঁচে থাকা বাঙালী দাদির জন্য কিছু করি একসঙ্গে। আমরা যদি বাংলা দেশে আবারো একটি পয়লা বৈশাখ পাই, যেন বৈশাখের মেলায় অনেক মানুষের ভিড়ে দাদিকেও দেখতে পাই। দাদির মুখে যেন শুনতে পাই মেলায় গিয়েছিলাম শুনলাম এবং দেখলাম একটা ছেলে বাঁশি বাজাচ্ছে, কী দারুণ! বাঁশি যে আসলেই ডাকাতিয়া হয়, এর আগে বিশ্বাস করিনি। এই শীতেই যেন আমরা দাদিকে নতুন করে একটি বিশেষ উপহার দিতে পারি। দাদির জন্য আমরা সবাই ছোট্ট একটি ভালোবাসার সুখের ঘর তৈরি করে দিয়েছি। দাদির মুখে যেন এবারের বৈশাখে নতুন কিছু হাসির কথা শুনতে পাই। শুনতে পাই যেমন দেশের মানুষ গণতন্ত্রের মধ্য দিয়ে, নিজের ভোট নিজে দিতে পেরেছে।

পরিশেষে বলতে চাই, হে বাংলাদেশ! তুমি পঞ্চাশ বছরে যা করতে পারনি তোমার ডিপ্লোমেসি দিয়ে সেটা করেছেন বর্তমান বঙ্গবন্ধু কন্যা গত কয়েক মাস ধরে। গোটা বিশ্বে একটি আলোড়ন সৃষ্টি করেছেন তিনি তার নিজস্ব কূটনৈতিক বুদ্ধিমত্তা দিয়ে। আশা করি দেশের এবং গোটা বিশ্বের কূটনৈতিকবৃন্দ তার এই কূটনৈতিক পারদর্শিতা থেকে কিছু শিখবে এবং তোমাকে বিশ্ব দরবারে একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট হিসেবে গড়ে তুলতে সাহায্য করবে।

হে প্রিয় জন্মভূমি তোমাকে আজও প্রতিক্ষণে মনে পড়ে। আজ আমার জীবনে অনেক কিছু পেয়েছি, তবু মনে হয় কী যেন নেই! আমার এই হৃদয়জুড়ে আজ অনেক কিছু আছে। তার মধ্যে আছে, তোমাকে কাছে না পাওয়ার শূন্যতা। তোমার দেওয়া স্মৃতিগুলো আঁকড়ে ধরে আজও বেঁচে আছি। একটাই চাওয়া, জীবনের শেষবেলায় হলেও যেন দেখতে পাই তুমি সত্যিকার সোনার বাংলা হয়েছো, যেখানে হাসির মা দাদির মতো কেউ যেন আর পরের দুয়ারে হাত না পাতে শুধু একটু অন্ন, বস্ত্র, চিকিৎসা এবং বাসস্থানের জন্য!

লেখক: সাবেক পরিচালক, ফাইজার, সুইডেন

পশ্চিমা আধিপত্যবাদ কি কমছে

॥ রায়হান আহমেদ তপাদার ॥

পঞ্চাশের দশক থেকে ১৯৮০'র দশকের শেষ দিক পর্যন্ত সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং পশ্চিমা বিশ্বের শত্রুতাকে বলা হতো শীতল যুদ্ধ কিংবা স্নায়ুযুদ্ধ। এখন আবারও নতুন এক শীতল যুদ্ধের সূচনার কথা উচ্চারিত হচ্ছে। কিন্তু এই তুলনা কি যথার্থ? যুক্তরাষ্ট্রের গবেষণা সংস্থা উইলসন সেন্টারের গবেষক মাইকেল কফম্যান বলেছেন, শীতল যুদ্ধ ছিল বিশ্বের দুই পৃথক রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক ব্যবস্থার মধ্যে রেষারেষি, প্রতিযোগিতা। সে সময় দুই পরাশক্তি তাদের অর্থনৈতিক এবং সামরিক শক্তির বলে আন্তর্জাতিক রাজনীতির গতিপ্রকৃতি নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করছিল। বিশ্বজুড়ে আদর্শ প্রতিষ্ঠার প্রয়াসের কারণে ঐ প্রতিযোগিতা অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠেছিল তখন।

আরেকটি কারণ ছিল সামরিক শক্তির ভারসাম্য। তিনি আরও বলেন, এখনকার বিরোধের পেছনে সামরিক সেই ভারসাম্য নেই অথবা আদর্শের কোনো লড়াই নেই। এখনকার বিরোধের প্রধান কারণগুলো হচ্ছে কিছু নেতার কিছু সিদ্ধান্ত, কৌশল এবং আন্তর্জাতিক রাজনীতি নিয়ে মতবিরোধ। অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছে, চীন ও রাশিয়া উভয়ের সঙ্গেই যুক্তরাষ্ট্র নতুন শীতল যুদ্ধে জড়িয়ে গেছে। এই দ্বন্দ্বকে মার্কিন নেতারা গণতন্ত্র এবং কর্তৃত্ববাদের সংঘাত হিসেবে দেখানোর চেষ্টা করছেন। কিন্তু তাদের সে চেষ্টা গন্ধ শুঁকে যাচাইয়ের পরীক্ষায়ই ব্যর্থ হয়েছে।

এর কারণ হলো, তারা একদিকে চীন ও রাশিয়ার বিরুদ্ধে নিয়মতান্ত্রিক মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগ আনছেন, অন্যদিকে একই অভিযোগে অভিযুক্ত সৌদি আরবের মতো দেশের বিষয়ে নির্লিপ্ত থাকছেন এবং তাদের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রাখছেন। এ ধরনের ভন্ডামি ইঙ্গিত দেয়, যুক্তরাষ্ট্র আসলে মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠায় নয় বরং বিশ্বব্যাপী তার আধিপত্য বিস্তারের মানসেই মানবাধিকার ইস্যুতে পক্ষপাতমূলকভাবে সোচ্চার হয়ে থাকে। চীন ও রাশিয়ার প্রভাবকে কিভাবে নিয়ন্ত্রণের মধ্যে রাখা যেতে পারে, তা নিয়ে আলোচনা করতে সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন মিত্র দেশ জাপান ও দক্ষিণ কোরিয়ার নেতাদের সঙ্গে ক্যাম্প ডেভিডে বৈঠক করেছেন।

বিশেষ করে আফ্রিকার সাহেল অঞ্চলের দেশগুলোতে রাশিয়ার প্রভাবে যেভাবে একের পর এক অভ্যুত্থান হয়েছে, তা নিয়ে বাইডেন ও তার মিত্ররা উদ্বিগ্ন হয়ে এই ধারা কিভাবে ঠেকানো যাবে, সে বিষয়ে আলোচনা করেছেন। আজকের দিনে পশ্চিমের সামনে সবচেয়ে বড় বাধা হলো চীন, সোভিয়েত ইউনিয়ন নয়। পশ্চিমের সামনে বড় বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে ব্রিকস, ওয়ারশ প্যাক্ট নয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সমাপ্তি এবং বার্লিন প্রাচীরের পতনের মধ্যবর্তী সময়ে আন্তর্জাতিক ব্যবস্থাকে নিজেদের মতো করে সংজ্ঞায়িত করা বিশ্বের দুই প্রধান শক্তি যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়ন আদর্শগতভাবে দ্বন্দ্বরত থেকেছে। এই দ্বন্দ্ব গোটা বিশ্বকে দুটো শিবিরে বিভক্ত করেছিল। এর জের ধরে বিশ্বে স্বাধীনতা চাওয়া দেশের সংখ্যাও বেড়েছে। ১৯৪৫ সালে স্বাধীনতা চাওয়া দেশের সংখ্যা ছিল ৫০।

১৯৮৯-৯১ সালে সেই সংখ্যা দেড়শ'র বেশি হয়ে দাঁড়ায়। যখন দুটি শক্তির মিথস্ক্রিয়া জারি ছিল, তখন মতাদর্শগত দ্বন্দ্ব সামনের দিকে উঠে আসছিল। স্বাধীনতার সংগ্রামগুলো প্রায়ই প্রক্সিযুদ্ধে রূপ নিচ্ছিল এবং দেশগুলোকে হয় যে কোনো একটি শিবিরে যোগ দিতে হচ্ছিল, নয়তো তাদের নিজেদের জোটনিরপেক্ষ হিসেবে সংজ্ঞায়িত করতে বাধ্য করা হয়েছিল। বর্তমানে ঠিক একই ধরনের পরিস্থিতি তৈরি হতে যাচ্ছে বলে যুক্তরাষ্ট্র মনে করছে। সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পর থেকে যুক্তরাষ্ট্র তার সবচেয়ে শক্তিধর ও সমকক্ষ প্রতিদ্বন্দ্বী চীনের মুখোমুখি হয়ে নিজ মিত্রদের নিয়ে বেজিংবিরোধী কৌশল অবলম্বন করছে।

সেই কৌশলের অংশ হিসেবে যুক্তরাষ্ট্র ও তার মিত্ররা অর্থনৈতিকভাবে সম্পর্কছেদ করা এবং ঝুঁকিপূর্ণ অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলোর লেনদেন বাতিল করার নীতি গ্রহণ করেছে। এটি আদতে শীতল যুদ্ধের সময়কার নিয়ন্ত্রণ নীতিরই একটি অর্থনৈতিক সংস্করণ।

আমেরিকান নেতাদের সর্বোচ্চ চেষ্টা জারি থাকার পরও যুক্তরাষ্ট্রের ঘনিষ্ঠ মিত্ররাও মার্কিন ব্লক থেকে খন্ডিত হওয়ার প্রবণতা থেকে মুক্ত হতে পারছে না। এটি যুক্তরাষ্ট্রকে দুশ্চিন্তায় ফেলেছে। সম্প্রতি সবচেয়ে বড় চমক ছিল ব্রিকসের এই ঘোষণা : আর্জেন্টিনা, মিসর, ইথিওপিয়া, ইরান, সৌদি আরব এবং সংযুক্ত আরব আমিরাত- এই ছয় দেশ আগামী বছরের শুরুতেই পূর্ণ সদস্য হয়ে উঠবে। চীনের নেতাদের মনে এটি নিয়ে কোনো বিভ্রান্তি নেই যে ব্রিকসের মধ্য দিয়ে সৌদি আরব ও সংযুক্ত আরব আমিরাতের মতো দেশগুলো অধিকতর পশ্চিমাবিরোধী হয়ে উঠবে।

একদিকে যুক্তরাষ্ট্র আদর্শগত মেরুকরণের মধ্য দিয়ে আদল পেতে শুরু করা দ্বিতীয় স্নায়ুযুদ্ধের আশঙ্কা করছে। অন্যদিকে চীন বৈশ্বিক বিভক্তির ওপর বাজি ধরে সেটিকেই কাজে লাগাতে চাইছে বলে মনে হচ্ছে। হ্যাঁ, চীন অ-পশ্চিমা দেশগুলোকে জি-৭ কিংবা আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের মতো পশ্চিমা আধিপত্যের অধীনে থাকা সংস্থাগুলোর বিকল্প কিছু গড়ার চেষ্টা করছে। চীন একটি বহু মেরুভিত্তিক বিশ্ব চায়। চীন জানে মার্কিন নেতৃত্বাধীন শিবিরের সঙ্গে তারা লড়াইয়ে পেরে উঠবে না। তবে প্রেসিডেন্ট সি চিন পিং এ বিষয়ে নিশ্চিত যে, তারা অন্তত একটি খন্ডিত বৈশ্বিক ব্যবস্থায় একটি পরাশক্তি হিসেবে জায়গা করে নিতে পারবে।

আমেরিকান নেতাদের সর্বোচ্চ চেষ্টা জারি থাকার পরও যুক্তরাষ্ট্রের ঘনিষ্ঠ মিত্ররাও মার্কিন ব্লক থেকে খন্ডিত হওয়ার প্রবণতা থেকে মুক্ত হতে পারছে না। এটি যুক্তরাষ্ট্রকে দুশ্চিন্তায় ফেলেছে। সম্প্রতি সবচেয়ে বড় চমক ছিল ব্রিকসের এই ঘোষণা : আর্জেন্টিনা, মিসর, ইথিওপিয়া, ইরান, সৌদি আরব এবং সংযুক্ত আরব আমিরাত- এই ছয় দেশ আগামী বছরের শুরুতেই পূর্ণ সদস্য হয়ে উঠবে।

দক্ষিণের উত্থানের আলোচনা করছেন কিছুদিন ধরে। বিশেষত ২০০৮ সালের অর্থনৈতিক সংকটের কাল থেকে। পশ্চিমা বিশ্বের বাইরে অনেক দেশ অভূতপূর্ব উন্নয়ন ঘটিয়েছে এবং অর্থনৈতিক সমৃদ্ধিকে ধরে রেখে বৈশ্বিক শক্তির পুনর্বণ্টন ঘটাচ্ছে। বৈশ্বিক অর্থনীতির ভরকেন্দ্র আশির দশকে ছিল আটলান্টিককেন্দ্রিক।

অর্থাৎ যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপের মধ্যে। পরে সেটি ৪৮০০ মাইল সরে গিয়ে ২০০৮ সালের দিকে তুরস্কের ইজমিরে সরে যায়। ২০৫০ সালে এই ভরকেন্দ্র হয়তো ভারত ও চীনের মধ্যে কোথাও পৌঁছাবে। নতুন এই বিশ্ব পরিস্থিতিতে বৈশ্বিক দক্ষিণের দেশগুলোর সামনে নতুন বিকল্প হাজির করেছে। বৃহৎ শক্তিগুলোর মধ্যে বিরোধ কিংবা প্রবল প্রতিযোগিতার সময় কী আচরণ করতে হবে, কী অবস্থান নিতে হবে- তা নিয়ে তারা এখন নতুন করে ভাবার অবকাশ পেয়েছে। শীতল যুদ্ধের সময় বিশ্বকে মোট তিনটি শিবিরে ভাগ করা হতো- পশ্চিমা বক, সোভিয়েত বক এবং কথিত জোট নিরপেক্ষ ব্লক।

শীতল যুদ্ধের পর পশ্চিমা বকে থাকা দেশগুলো একটি নয়া ব্যবস্থার দিকে গেল, যেটিকে তারা বলছে উদারনৈতিক বিশ্বব্যবস্থা। নতুন এই একমেরু কেন্দ্রিক বিশ্বব্যবস্থায় পুরনো প্রতিষ্ঠান জাতিসংঘের সঙ্গে যুক্ত হলো নতুন প্রতিষ্ঠান বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা। ধরে নেওয়া হলো গণতান্ত্রিক পুঁজিবাদ এবং বাণিজ্যিক উদারীকরণ সব শত্রুকে ঝেঁটিয়ে বিদায় করতে পারবে। বিশ্বে নতুন শক্তির উত্থান বলছে যে সেটা হয়নি। ওয়াশিংটন যে বিশ্বব্যবস্থা জারি করেছে, তার প্রতিও বেজিং আস্থাশীল নয়। যুক্তরাষ্ট্রের স্বার্থ ও অগ্রাধিকার বিবেচনায় এই ব্যবস্থার সৃষ্টি। তার কিছু মিত্রও এই ব্যবস্থা থেকে কিছু সুযোগ-সুবিধা পায়।

চীনের উত্থানের সঙ্গে সঙ্গে পশ্চিমা বিশ্ব, বিশেষ করে যুক্তরাষ্ট্র হিংসার বশে এই প্রতিষ্ঠানগুলোয় তাদের বানানো নীতি অক্ষুণ্ণ রাখতে চেষ্টা করে যাচ্ছে। আন্তর্জাতিক ফোরামে চীনের ভোটদানের ক্ষমতা অর্থনৈতিকভাবে সম অবস্থানে থাকা অন্য দেশগুলোর তুলনায় বেশ কম। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, বিশ্বব্যাংকে চীনের ভোটের হিস্যা মাত্র ৫ শতাংশ। চীন ধারাবাহিকভাবে তার নিজের ও উদীয়মান অর্থনীতির দেশগুলোর ভোটের হিস্যা বাড়ানোর দাবি করে আসছে। কিন্তু তাতে কোনো কাজ হচ্ছে না। বৈশ্বিক দক্ষিণকে চীনের এই উদ্যোগ প্রলুব্ধ করেছে। কারণ, তারা মনে করছে বিশ্বব্যবস্থার বর্তমান কাঠামোয় তাদের উপস্থিতি নেই বললেই চলে। তারা খুব একটা পাত্তাও পায় না। আরও যে বিষয় আছে তা হলো- ব্রিকসের সঙ্গে যুক্ত হতে হলে শীতল যুদ্ধের মতো কোনো একটি শিবিরের অনুসারী হতে হবে এমন কোনো প্রতিশ্রুতির বালাই নেই। অনেকটা আকস্মিকভাবেই ব্রিকসের সদস্য হওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল বাংলাদেশ।

ব্রিকসে যোগ দিয়ে বাংলাদেশ অর্থনৈতিক বা বাণিজ্যিকভাবে খুব সুবিধা পাবে, এমন আশার কথা কারও কাছ থেকে শুনিনি। তখন এটা অনেকটাই পরিষ্কার ছিল যে, রাজনৈতিক কারণেই এমন একটি সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার। এই রাজনৈতিক কারণটি হচ্ছে বাংলাদেশের সামনের নির্বাচন। আমরা চাই বা না চাই, বাংলাদেশের আগামী নির্বাচনের সঙ্গে আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক ভূরাজনীতি জড়িয়ে-পেঁচিয়ে গেছে। সেদিক থেকে দেখলে বাংলাদেশের এ সিদ্ধান্তের পেছনে শুধু রাজনৈতিক নয়, ভূরাজনৈতিক বিবেচনাও কাজ করেছে। বিশ্বের দূরবর্তী দেশগুলোর ওপর শক্তি খাটানো কিংবা দূরবর্তী অঞ্চলের বন্ধুদের নিরাপত্তা সহযোগিতা দেওয়ার মতো সামরিক শক্তি চীনের নেই।

জোটের রাজনীতিতে তাদের ইতিহাস সুখকর নয়। বেজিংয়ের অংশীদার আছে অনেক, এমনকি কৌশলগত অংশীদারও। কিন্তু তাদের কোনো মিত্র নেই। সম্প্রতি ব্রিকসভুক্ত দেশ ব্রাজিল, রাশিয়া, ভারত, চীন ও দক্ষিণ আফ্রিকার নেতারা জোহানেসবার্গে মিলিত হয়ে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানগুলোতে পশ্চিমাদের খবরদারির তীব্র সমালোচনা করেছেন। শীতল যুদ্ধ সম্পর্কে ইতিহাসবেত্তারা এর আগে যে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, তা যে বাস্তব অবস্থায় চলে এসেছে, এখন তার প্রমাণ মিলছে।

লেখক: যুক্তরাজ্য প্রবাসী গবেষক
e-mail: raihan567@yahoo.com

আমেরিকার ভিসানীতি এবং স্যাংশন দুটো ভিন্ন বিষয়

॥ নিরঞ্জন রায় ॥

কয়েক মাস আগে আমেরিকা বাংলাদেশের জন্য যে ভিসানীতি ঘোষণা করেছিল, সেই নীতি আমেরিকা এখন কার্যকর করেছে মর্মে সম্প্রতি ঘোষণা দিয়েছে। আর সেই সঙ্গে আমাদের দেশেও ভিসানীতি এবং স্যাংশনের বিষয় একত্রে মিলিয়ে নানামুখী আলোচনা শুরু হয়ে গেছে। আমেরিকার ভিসানীতি মোটেই নতুন কিছু নয়। আমেরিকা কখনো ওপেন বা উন্মুক্ত ভিসানীতি অনুসরণ করে না। তাদের ভিসানীতির বৈশিষ্ট্যই এমন। যাদের ভিসা দিলে তাদের কাজে আসবে, তারা শুধু তাদেরই ভিসা দিয়ে থাকে। অন্য কাউকে তারা কখনো ভিসা দেয় না, তা তিনি যে মাপের মানুষই হোন না কেন। এখন কানাডা থেকে আমেরিকার ভিসা পেতে হলে ভিসার জন্য আবেদন করে প্রায় দুই বছর অপেক্ষা করতে হয়।

বর্তমান ডিজিটাল যুগে আমেরিকার মতো প্রযুক্তিতে সেরা দেশের ভিসা প্রতিবেশী দেশ কানাডা থেকে সংগ্রহ করতে এত দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করার কি কোনো যুক্তিসংগত কারণ থাকতে পারে? আসলে এভাবে ভিসা দেওয়ার বিষয়টিও আমেরিকার এক ধরনের ভিসানীতি। আমেরিকার ভিসানীতি এবং স্যাংশন একত্রে মিলিয়ে এখন নানামুখী আলোচনা চলছে। আমেরিকার ভিসানীতি এবং স্যাংশন সম্পূর্ণ ভিন্ন দুটো প্রক্রিয়া। ভিসানীতি প্রয়োগ করা হয় আমেরিকায় ভ্রমণের ক্ষেত্রে।

পক্ষান্তরে আমেরিকার স্যাংশন প্রয়োগ করা হয় কোনো দেশের, ব্যক্তির বা প্রতিষ্ঠানের আর্থিক লেনদেন বা ব্যবসা-বাণিজ্যকে সীমিত করার উদ্দেশ্যে। সুতরাং আমেরিকার ভিসানীতি এবং স্যাংশন সম্পূর্ণ দুটো ভিন্ন বিষয় এবং এর প্রয়োগ ও কার্যকারিতাও ভিন্ন। তবে এই দুটোর মধ্যে সূক্ষ্ম একটা সম্পর্ক আছে। আমেরিকার যে ভিসানীতিই বলবৎ থাকুক না কেন, যাদের বা যে প্রতিষ্ঠানের ওপর স্যাংশন আরোপ করা হবে, তারা সাধারণ নিয়মে আমেরিকার ভিসা পাবে না।

স্যাংশন যাঁরা স্যাংশনের মতো জটিল বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন এবং যাঁরা সেই আলোচনা শোনেন, তাঁদের উভয়েরই জানা প্রয়োজন যে আমেরিকার স্যাংশন কী, কিভাবে আরোপ করা হয় এবং এর প্রভাবই বা কতটুকু।

জাতিসংঘ এবং আমেরিকাসহ বিশ্বের অনেক ক্ষমতাধর দেশ বিভিন্ন দেশের ওপর অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা দিয়ে থাকে। গণতন্ত্র, মানবাধিকার এবং ধ্বংসাত্মক অস্ত্রের বিস্তার রোধের কারণ দেখিয়ে অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হলেও এই অস্ত্র যে রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহৃত হয়, তা এখন অনেকের কাছেই পরিষ্কার। আমেরিকার নিষেধাজ্ঞা আরোপের এক বিশাল প্রক্রিয়া আছে। রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের মতো ঘটনা বাদ দিলে এক বিশেষ প্রক্রিয়া এবং অনেক পদক্ষেপ অনুসরণ করেই এই নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়। এমনকি রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের ক্ষেত্রে স্যাংশন আরোপ করার রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত ত্বরিত এলেও তা অফিশিয়ালি জারি করতে বেশ সময় লেগেছে।

আমেরিকান স্যাংশন আরোপ করার একমাত্র ক্ষমতা রাখে ওফাক (OFAC-অফিস অব ফরেন অ্যাসেট কন্ট্রোল)। তারা অত্যন্ত গোপনীয়তার সঙ্গে এই কাজটি করে থাকে। ওফাক থেকে স্যাংশন জারি করে তালিকা প্রকাশ না করা পর্যন্ত কারো পক্ষে জানা সম্ভব নয়, এমনকি আমেরিকার ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষও জানতে পারবে না। আমরা যাঁরা ব্যাংকিং পেশায় কাজ করি, তাঁদের কাজের স্বার্থেই নিষেধাজ্ঞা জারির বিষয়ে সব সময় অবহিত থাকতে হয় এবং এ কারণে আমেরিকাভিত্তিক অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞাসংক্রান্ত পেশাদার সংস্থার সদস্যও হয়েছি। তার পরও আমাদের নতুন নতুন স্যাংশনের ব্যাপারে খোঁজখবর রাখতে, জানতে এবং এগুলো বুঝে কর্মক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে যথেষ্ট বেগ পেতে হয়।

স্যাংশন কোনো সাধারণ বিষয় নয়। স্যাংশন খুবই উচ্চ মানের এক কমপ্লায়েন্স বিষয়, যার সঙ্গে জড়িয়ে আছে যথেষ্ট আইনগত দিক। স্যাংশন নিয়ে কথা বলতে হলে এ বিষয়ে পারদর্শী হতে হবে। উন্নত বিশ্বে আইনজীবী এবং সিজিএসএস বা সার্টিফায়েড গ্লোবাল স্যাংশন স্পেশালিস্ট ছাড়া অন্য কেউ এ ব্যাপারে কোনো মন্তব্য করে না। অবশ্য ওফাক থেকে স্যাংশন জারি করে তালিকা প্রকাশ করলে তার ওপর সংবাদ প্রকাশ করা যেতেই পারে এবং সেখানে স্যাংশনের কার্যকারিতা বা ক্ষতিকর দিক নিয়ে এ বিষয়ে বিশেষজ্ঞের মন্তব্য দেওয়া যেতে পারে। এর বাইরে যদি ওফাক কর্তৃপক্ষের দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তির সরাসরি বক্তব্য পাওয়া যায়, তাহলে হয়তো সংবাদ করা যেতে পারে এবং সে ক্ষেত্রে সেই বক্তব্য অবশ্যই অফিশিয়াল মাধ্যমে পেতে হবে এবং ভেরিফাই করে নিতে হবে। তবে আমি নিশ্চিত যে ওফাক কর্তৃপক্ষের কেউ এ ব্যাপের কোনো যোগাযোগই করবেন না।

তর্কের খাতিরে যদি ধরেও নেওয়া হয় যে সত্যি নতুন কিছু স্যাংশন আরোপ হতে পারে, তাহলে কি এভাবে ঢালাও আলোচনা করতে হবে। স্যাংশনের প্রভাব কতটুকু সেটি ভিন্ন প্রেক্ষাপট, কিন্তু বিষয়টি কোনো দেশের জন্য অস্বস্তিকর তো বটেই। দেশের স্বার্থের পরিপন্থী বা অস্বস্তিকর কোনো বিষয় নিয়ে অপেশাদার আলোচনা কোনো অবস্থায়ই কাম্য হতে পারে না। বিশ্বের কোনো দেশেই সেটা হয় না। বেশ কয়েক বছর আগে আমাদের পার্শ্ববর্তী এক দেশের কোনো এক কম্পানির বিরুদ্ধে আমেরিকার স্যাংশন অমান্য করে ইরানের সঙ্গে লেনদেন করার অভিযোগ ওঠে এবং সে ব্যাপারে একটি অনুসন্ধানও হয়। অথচ বিষয়টি সে দেশের মানুষ আজও জানে না এবং আমাদের দেশের মানুষও সেভাবে জানে না।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, আমেরিকা যদি রাজনৈতিকভাবে বাংলাদেশকে চাপে ফেলার উদ্দেশ্যে বাংলাদেশের ওপর নতুন কিছু স্যাংশন আরোপ করে, তাতে কি আদৌ বিচলিত হওয়ার কোনো কারণ আছে? মোটেই না। ওফাক সাধারণত তিন ধরনের স্যাংশন আরোপ করে থাকে এবং এগুলো হচ্ছে- ১. তালিকাভিত্তিক বা লিস্টবেসড স্যাংশন, ২. সেক্টরাল স্যাংশন এবং ৩. কম্প্রিহেনসিভ স্যাংশন।

তালিকাভিত্তিক বা লিস্টবেসড স্যাংশন সাধারণত কোনো ব্যক্তিবিশেষের ওপর আরোপ করা হয়ে থাকে। আমাদের দেশের র‍্যাবের সাবেক সাত সদস্যের ওপর যে স্যাংশন আরোপ করা হয়েছে, তা মূলত তালিকাভিত্তিক বা লিস্টবেসড স্যাংশন। সেক্টরাল স্যাংশন সাধারণত কোনো বিশেষ খাত বা ব্যাবসায়িক প্রতিষ্ঠান এবং গ্রুপের ওপর আরোপ করা হয়। বাংলাদেশ থেকে যদি শুঁটকি মাছ রপ্তানির ওপর স্যাংশন দেওয়া হয়, তখন তা হবে সেক্টরাল স্যাংশন। কম্প্রিহেনসিভ স্যাংশন আরোপ করা হয় সমগ্র দেশের ওপর এবং এ ধরনের স্যাংশন আসলেই মারাত্মক ক্ষতিকর। তবে আমেরিকা সাধারণত এই সর্বোচ্চ মাত্রার স্যাংশন আরোপ করতে চায় না। কেননা এতে তাদের নিজেদের অর্থনৈতিক ক্ষতিও কম হয় না। পৃথিবীতে হাতে গোনা গুটিকয়েক দেশের ওপর এ ধরনের কম্প্রিহেনসিভ স্যাংশন আরোপ করা হয়েছে, যার মধ্যে ইরান ও উত্তর কোরিয়া অন্যতম। এমনকি রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের কারণে আমেরিকার নেতৃত্বে পশ্চিমা বিশ্ব রাশিয়ার বিরুদ্ধে এক ধরনের অর্থনৈতিক যুদ্ধ ঘোষণা করলেও আমেরিকা কিন্তু রাশিয়ার বিরুদ্ধে কম্প্রিহেনসিভ স্যাংশন আরোপ করেনি। তারা এখন পর্যন্ত সেক্টরাল স্যাংশন আরোপের মধ্যেই সীমাবদ্ধ আছে। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে আমেরিকা কোনো দেশের ওপর তালিকাভিত্তিক বা লিস্টবেসড স্যাংশন দিয়ে এক ধরনের মনস্তাত্ত্বিক ও রাজনৈতিক চাপ সৃষ্টি করে থাকে।

স্যাংশন যত না ক্ষতিকর, তার চেয়ে বেশি আতঙ্কের। কম্প্রিহেনসিভ স্যাংশন বাদ দিলে অন্য দুটো স্যাংশনের খুব একটা প্রভাব নেই। এ রকম তালিকাভিত্তিক বা লিস্টবেসড এবং সেক্টরাল স্যাংশনের আওতায় বিশ্বের অনেক দেশের বিভিন্ন নাগরিক এবং ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানের ওপর স্যাংশন বলবৎ আছে এবং তাতে সে দেশের সঙ্গে আমেরিকার ব্যবসা-বাণিজ্যের তেমন কোনো সমস্যা হয়নি। তার বড় উদাহরণ হচ্ছে চীন। কেননা তালিকাভিত্তিক বা লিস্টবেসড এবং সেক্টরাল স্যাংশনের আওতায় যেসব ব্যক্তি ও ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানের ওপর স্যাংশন দেওয়া হবে, শুধু তাঁরাই আমেরিকা যেতে পারবেন না এবং আমেরিকার ডলারে লেনদেন করতে বা আমেরিকার পণ্যসামগ্রী ক্রয়-বিক্রয় করতে পারবেন না। অন্যান্য ক্ষেত্রে কোনো সমস্যা হয় না। স্যাংশন যেভাবে কাজ করে সে ব্যাপারে স্বচ্ছ ধারণা থাকলে আর এ বিষয় নিয়ে বেশি আলোচনার প্রয়োজন পড়ে না।

বর্তমানে বাংলাদেশ যে অবস্থানে দাঁড়িয়ে আছে এবং আমেরিকার যে অবস্থা, তাতে এই মুহূর্তে নতুন করে স্যাংশন আরোপের কোনো অবস্থা আছে বলে মনে হয় না। আমেরিকা নিজেই এখন মূল্যস্ফীতি, উচ্চ সুদের হার এবং ব্যাংকিং খাতের সংকট নিয়ে এক ধরনের চাপের মধ্যে আছে। তা ছাড়া আমেরিকা তাদের এই অর্থনৈতিক অস্ত্র, স্যাংশন নির্বিচারে ব্যবহার করে বিশ্বব্যাপী বিরূপ সমালোচনার মধ্যে আছে এবং তারা কারণে-অকারণে স্যাংশন ব্যবহার করে এই অস্ত্র ভোঁতা করে ফেলেছে। তাদের এই অস্ত্র যে এখন আর সেভাবে কাজ করে না, সেটা তো বোঝাই যাচ্ছে। তাই বিষয়টি নিয়ে বিচলিত হওয়ার বা বিশদ আলোচনার প্রয়োজন আছে বলে মনে হয় না।

এ কথা সত্য যে এই মুহূর্তে বিশ্বরাজনীতি ক্রমেই যেভাবে জটিল হয়ে উঠছে তাতে আমেরিকা বাংলাদেশকে চাপে ফেলে পক্ষে টানার প্রচেষ্টা যে করবে, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। আর এই চাপ প্রয়োগের হাতিয়ার হিসেবে তালিকাভিত্তিক বা লিস্টবেসড স্যাংশনের কিছুটা প্রয়োগ হলে অবাক হওয়ার কিছু থাকবে না। অনাকাঙ্ক্ষিতভাবে যদি তেমনটা হয়, তবে তা মোকাবেলা করতে হবে কূটনৈতিকভাবে এবং আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে। এ জন্য বিচলিত না হয়ে যথেষ্ট সময় নিয়ে আলোচনা করেই সমস্যার সমাধান করতে হবে। একটি কথা মনে রাখতে হবে যে বাংলাদেশ আমেরিকার বন্ধু দেশ। তাই বাংলাদেশের বৃহৎ ক্ষতি হবে- এমন সিদ্ধান্ত আমেরিকা নেবে না। তবে ভূ-রাজনৈতিক কারণে বাংলাদেশের গুরুত্ব যেহেতু বৃদ্ধি পেয়েছে, তাই আমেরিকার সব রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত সব সময় সমানভাবে আমাদের পক্ষে না-ও আসতে পারে। এই বাস্তবতা মেনে নিয়ে এবং ভূ-রাজনৈতিক কারণে আমাদের দেশের গুরুত্বের বিষয়টিকে কৌশলে কাজে লাগাতে পারলে ভিসানীতি বা স্যাংশন কোনো সমস্যা হবে না।

লেখক: সার্টিফায়েড অ্যান্টি মানি লন্ডারিং স্পেশালিস্ট ও ব্যাংকার, টরন্টো, কানাডা
Email: nironjankumar_roy@yahoo.com

ঈদে মিলাদুন্নাবী (সাঃ) উপলক্ষে প্যাটারসন মসজিদ আল ফেরদৌসে ওয়াজ মাহফিল







নিউজার্সীঃ পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নাবী (সাঃ) উপলক্ষে নিউজার্সির প্যাটারসন মসজিদ আল-ফেরদৌসে গত ২০শে সেপ্টেম্বর শনিবার মসজিদ কমিটি ও আনজুমানে আল ইসলাহ নিউজার্সি ষ্টেটের যৌথ উদ্যোগে ওয়াজ ও মিলাদ মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়ে, মসজিদ কমিটির সভাপতি আব্দুর রউপের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত মাহফিল পরিচালনা করেন শাহজালাল-লতিফিয়া ইসলামিক সেন্টারের সভাপতি সৈয়দ জুবায়ের আলী, প্রধান অতিথি হিসেবে বয়ান পেশ করেন, বাংলাদেশ থেকে আগত বাংলাদেশ ইসলামিক ফাউন্ডেশনের গভনর্র ডক্টর মাওলানা কাফিল উদ্দিন সরকার সালেহী, বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ও বয়ান পেশ করেন শাহজালাল-লতিফিয়া মাদরাসার প্রিন্সিপাল মাওলানা মোঃ আব্দুন নুর, বাংলাদেশ থেকে আগত, সিলেট বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকারী অধ্যাপক মাওলানা মোঃ এমদাদুল হক জার্মান থেকে আগত, জার্মান বয়তুল মুকাররম মসজিদের খতীব মাওলানা হেলাল উদ্দিন সিরাজী, মসজিদ আল ফেরদৌসের খতীব হাফেজ মাওলানা আব্দুল কুদ্দুছ মঞ্জলালী, মাওলানা মনিরুল ইসলাম, আহলুল বায়ত মাদরাসা নিউইয়র্কের প্রধান শিক্ষক মাওলানা হাফেজ কাওছার আহমেদ, শাহজালাল-লতিফিয়া হাফিজিয়া মাদরাসার শিক্ষক মাওলানা হাফেজ আব্দুলাহ আল হামিদ, হাফেজ আলা উদ্দিন, মাহফিলে বিপুল সংখ্যক মুছালিয়ান অংশগ্রহণ করেন, মিলাদ মাহফিল ও আহাইয়া খানের বাবার ঈসালে ছাওয়াব উপলক্ষে শিন্নি ও দুআর মাধ্যমে মাহফিলের সমাপ্তি হয় । প্রেস বিজ্ঞপ্তি ।













ম্যানহাটনে ইসলামিক কালচারাল সেন্টারে খুৎবা দিলেন প্রধানমন্ত্রী আনোয়ার ইব্রাহিম

(শেষের পাতার পর)

গোটা সেন্টারের জন্য এটি ছিল একটি ঐতিহাসিক মুহূর্ত। জুম্মাহর নামাজ শেষে নিউইয়র্কের মুসলিম কমিউনিটির পক্ষ থেকে প্রধানমন্ত্রী আনোয়ার ইব্রাহিমকে ফুলেল শুভেচ্ছা জানান গ্লোবাল পিস অ্যামব্যাসেডর, বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধের মাউন্টেন ব্যাটালিয়ান কমান্ডার স্যার ড. আবু জাফর মাহমুদ। সেসময় বিশ্বখ্যাত ক্বারী শেখ আহমেদ বিন ইউসুফ আল আজহারিসহ সেন্টারের খতিব, ইমাম ও অন্যান্য আলেমবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। আহমেদ বিন ইউসুফ আল আজহারি জুম্মাহর নামাজের আগে কোরআন থেকে তেলাওয়াত করেন।

ড. আবু জাফর মাহমুদ বলেন, প্রধানমন্ত্রী আনোয়ার ইব্রাহিম তার অসাধারণ প্রজ্ঞা ও মৌলিক উপস্থাপনায় যেভাবে কোরআন খুৎবা দিয়েছেন, তা এক ঐতিহাসিক দৃষ্টান্ত। আজকের দিনের একজন সরকার প্রধান হিসেবে তিনি অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। এই সময় থেকে আমি তথা আমার মতো অনেকেরই রোল মডেলে পরিণত হলেন তিনি। তিনি শেখ আহমেদ বিন ইউসুফ ইল আজহারির অসাধারণ তেলাওয়াতের প্রশংসা করে বলেন, বিশ্বখ্যাত ক্বারির আজান ও কোরআন তেলাওয়াত এবং একটি দেশের সরকার প্রধানের খুৎবা ও বয়ানে অংশ নিতে পারা সত্যিই ভাগ্যের ব্যাপার। নিউইয়র্কের মুসলিম কমিউনিটিতে দিনটি স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী আনোয়ার ইব্রাহিম ওই সেন্টারের জন্য বৃহদাকার ও দৃষ্টিনন্দন একটি কোরআন শরীফ প্রদান করেন। এছাড়াও ওই ইসলামিক সেন্টারের জন্য তিনি এক লাখ কোরআন শরীফ প্রদানের ঘোষণা দেন। অসাধারণ বর্ণিল ও শিল্পমাণে বিস্ময়কর কোরআন শরীফটি প্রদানের সময় ড. আবু জাফর মাহমুদ, আই-টিভি'র সত্তাধিকারী মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ ও ইসলামিক সেন্টারের ইমাম শেখ সাদ জালো উপস্থিত ছিলেন।

ঐতিহাসিক ঐ মুহূর্তে মাইকেল এঞ্জেলো নামের এক ইহুদি তরুণ প্রধানমন্ত্রী আনোয়ার ইব্রাহিমের মাধ্যমে কালিমা শাহাদত পাঠ করে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। নিউইয়র্কের মুসলিম কমিউনিটির পক্ষে ড. আবু জাফর মাহমুদ বলেন, ইসলাম ধর্ম গ্রহণকারী তরুণ এখন থেকে আমাদের ভাই। তার পাশে সবসময়ের জন্য আমরা আছি।

ম্যানহাটনে ইসলামিক কালচারাল সেন্টার অফ নিউইয়র্কের ওই সামগ্রিক আয়োজনটি সমন্বয় করেন আইটিভি'র সত্তাধিকারী ইমাম মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ।

অল্পে রক্ষা : সরকারি শাটডাউন পেছালো ৪৫ দিন

(প্রথম পাতার পর)

বাইডেন প্রশাসন।

প্রতিনিধি সভায় রিপাবলিকানরা কেন্দ্রীয় ব্যয় কমানো দিয়ে চাপ দিয়ে আসছে। যা রীতিমতো বিবাদে রূপ নিয়েছে। আর তারই জের ধরে সরকার এই বন্ধুর সিদ্ধান্ত নেয়। সে মতে রোববার থেকে অতীব জরুরি ব্যতীরেকে সকল সেবামূলক কাজ বন্ধ থাকার ঘোষণা ছিরো। বলা হচ্ছিলো, এইদিন সামরিক বাহিনীসহ কয়েক মিলিয়ন সরকারি কর্মীরা কোনো পে-চেক পাবেন না।

প্রেসিডেন্টের স্বাক্ষরের পরেও কংগ্রেস যখন বেশ কিছু তহবিল আইন পাশ করতে ব্যর্থ তখনই এই হরতাল কিংবা বন্ধ এর বিষয়টি সামনে আসে। আইনপ্রণেতাদের টেবিলে ১২টি বিল পড়ে রয়েছে যা পাশ না হলে সরকারের সংস্থাগুলোর খরচ মেটানো সম্ভব হচ্ছে না। বিলগুলোর কোনো কোনোটি কনটিনিউয়িং রেজ্যুলেশন কিংবা সিআর হিসেবে সাময়িক ছাড় দিয়ে সরকারকে কাজ চালিয়ে যাওয়ার সুযোগ করে দেওয়া হয়েছে। কোনোটি স্রেফ ফেলে রাখা হয়েছে। এমনকি নো ফান্ডিং রেজ্যুলেশন পাশ করে তহবিল সরবরাহ বন্ধ করা হয়েছে। এ অবস্থায় কেন্দ্রীয় সরকার বাধ্য হচ্ছে ননএসেনশিয়াল কাজগুলো বন্ধ রাখার ঘোষণা দিতে। বলা হচ্ছিলো যতদিন এই বন্ধ চলবে কর্মীরা কোনো পে-চেক পাবে না।

তবে জননিরাপত্তা বিষয়ক, যেমন ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণ, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরা কাজ করবেন। ২০১৯ সালের একটি আইন অনুযায়ী এই কাজের জন্য তারা পরবর্তীতে তহবিলের বিষয়টি সুরাহা হলে ব্যাকপে পাবেন।

১ অক্টোবর কেন্দ্রীয় বাজেট বর্ষ শুরু হয়। এই দিন সরকারি তহবিল সরবরাহের সময়সীমাও পার হয়ে যায়। আর সেদিন দিনের প্রথম প্রহর রাত ১২টা ১ মিনিট থেকে এই বন্ধ কর্মসূচি শুরু হওয়ার কতা থাকলেও শেষ মূহূর্তে তা করতে হয়নি বাইডেন সরকারকে। কংগ্রেসে সরকারের জন্য ৪৫ দিন সময় বাড়িয়ে একটি বিল পাশ হয়। রাতেই সেটি স্বাক্ষর করেন প্রেসিডেন্ট বাইডেন। আর পরে তা পাশ করে সিনেট।

ডেমোক্রেটিক নিয়ন্ত্রিত সিনেট ও রিপাবলিকান নিয়ন্ত্রিত কংগ্রেস হাউস বিভিন্ন পরিকল্পনা নিয়ে কাজ করে যাচ্ছিলেন এই বন্ধ কর্মসূচি এড়ানোর জন্য। হাউস স্পিকার কেভিন ম্যাককার্থি কট্টর ডানপন্থিদের সমর্থন আদায়ের চেষ্টা করছিলেন। কিন্তু ভোটাভুটিতে তা বারবারই ফেল করছিলো।

কথা হচ্ছিলো লাখ লাখ কেন্দ্রীয় কর্মকর্তা-কর্মচারি এই বন্ধ কর্মসূচির কারণে তাদের পে-চেক পাবেন না। যাদের মধ্যে অন্তত ২ মিলিয়ন সামরিক সদস্য রয়েছেন এবং রয়েছেন ২ মিলিয়নের বেশি বেসামরিক কর্মকর্তা কর্মচারি। এদের মধ্যে ৬০ শতাংশের বেশি কর্মীই ডিপার্টমেন্ট অব ডিফেন্স, ভেটেরান অ্যাফেয়ার্স ও হোমল্যান্ড সিকিউরিটির সদস্য।

সামরিক বাহিনীর যারা সক্রিয় কর্তব্যে নিয়োজিত তারা কাজ চালিয়ে যাবেন। তবে ডিওডির অর্ধেকেরও বেশি বেসামরিক কর্মশক্তি, যার সংখ্যা ৪৪০,০০০ জনেরও বেশি, তারা কাজে যাবেন না এমনটাই ছিলো সিদ্ধান্ত।

ফেডারেল এজেন্সিগুলোর কাজ সরাসরি এদেশের ট্যাক্সপেয়ারদের সাথে সম্পর্কিত। পরিবহন নিরাপত্তা প্রশাসন থেকে পোস্টাল সার্ভিস সকলেই ছিলো এর আওতায়।

কেন্দ্রীয় কর্মীদের ছাড়াও এই বন্ধ কর্মসূচি সরকারি সেবাসমূহেও প্রভাব ফেলতে পারে। ক্লিনিকাল ট্রায়াল, ফায়ার আর্ম পারমিট, পাসপোর্ট ইস্যু করার মতো সেবাগুলো বিঘ্নিত হতে পারে এমনটাই ভাবা হচ্ছিলো। কিছু কিছু কেন্দ্রীয় কার্যালয় হয় বন্ধ নয়তো স্বল্প সময়ের জন্য চালু থাকবে এমন সিদ্ধান্তেই ছিলো সরকার।

বলা হচ্ছিলো যেসব ব্যবসা কেন্দ্রীয় সরকারের সাথে সম্পর্কিত যেমন পর্যটন সেবা, জাতীয় পার্কসমূহ হয় বন্ধ নয়তো সীমিত সেবা দিতে সক্ষম হবে। এই বন্ধ কর্মসূচি বাস্তবায়ন হলে স্রেফ ভ্রমণ খাত দিনে ১৪০ মিলিয়ন ডলার হারাবে, এমনটা বলছে ট্রাভেল ইন্ডাস্ট্রি অ্যাসোসিয়েশন।

আইনপ্রণেতারা সতর্ক করছিলেন, এমন বন্ধ কর্মসূচি দেশের অর্থ বাজারের ওপর মারাত্মক প্রভাব ফেলবে। গোল্ডম্যান সাছর একটি হিসাব বলছে, প্রতি ১ সপ্তাহ বন্ধে ০.২ শতাংশ করে প্রবৃদ্ধি কমে আসবে এমন কর্মসূচির ফলে।

কেউ কেউ বলছেন, এতে দেশের জনগণ তাদের আস্থা হারাবে। ইউএস চেম্বার অব কমার্স এই বলে সতর্ক করেছে যে, একটি সচল অর্থনীতির জন্য সচল সরকারের প্রয়োজন রয়েছে। কংগ্রেস এখন বিষয়টি ৪৫ দিনের জন্য পিছিয়ে দিতে পারলেও এর পরে কি হবে সেটাই এখন বড় প্রশ্ন।

আগে কি কখনো এমন হয়েছে? সে প্রশ্নের জবাবে জানা গেছে ১৯৮০র দশকের গোড়ার দিকে তহবিল ছাড় নিয়ে এমন অচলাবস্থা দেখা দিয়েছিলো তবে সে সময়ে অ্যাটর্নি জেনারেল বেনজামিন সিভিলেটি বলেছিলেন, ফান্ডিং গ্যাপ নিয়ে সরকার পরিচালনা সম্ভব নয়। ১৯৭৬ সালে ২২টি ফান্ডিং গ্যাপ তৈরি হয় যার মধ্য ১০টির ক্ষেত্রে কর্মীদের কাজ বন্ধ রাখতে হয়। তবে প্রেসিডেন্ট ক্লিনটনের সময়ে বড় ধরনের বন্ধ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হয়। সেবার স্পিকার নিউট গিনরিচ ও তার রক্ষণশীল সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যরা বাজেট কর্তনের দাবি তুলেছিলেন। সবচেয়ে দীর্ঘ সরকারি বন্ধ কর্মসূচি ছিলো ২০১৮ ও ২০১৯ সাল মিলিয়ে। তখন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ও কংগ্রেশনাল ডেমোক্র্যাটদের মধ্যে দ্বিমত হয় সীমান্তে দেওয়াল তোলার কর্মসূচি নিয়ে। এই অচলাবস্থা ৩৫ দিন ধরে চলে।

সিটি মিটার পার্কিং রেট বেড়েছে ২০%)

(প্রথম পাতার পর)

ওপর তা হচ্ছে মিটার পার্কিংয়ের খরচ। পার্কিং রেট ২০ শতাংশ বাড়ানোর সিদ্ধান্ত কার্যকর করা হবে এই অক্টোবরেই। আর এই বৃদ্ধি রোলিংয়ের ভিত্তিতে কার্যকর হবে। স্থান, চাহিদা ও পার্কিংয়ের সময় ও মেয়াদ ধরে নির্ধারিত হবে এই বৃদ্ধির হার। মিডটাউন ও ম্যানহাটান হয়ে উঠবে সবচেয়ে ব্যয়বহুল। আগামী ১৬ অক্টোবর থেকে ম্যানহাটনে বর্ধিত পার্কিং রেট কার্যকর করা হচ্ছে। এরপর একে একে তা কার্যকর করা হবে কুইন্স, ব্রুকলীন, ব্রঙ্কস ও স্যাটান আয়ল্যান্ডে।

নতুন রেট চালু হলে প্রথম ঘণ্টার পার্কিং খরচ হবে ৫.৫০ ডলার। যা আগের তুলনায় ২২ শতাংশ বেশি। আর দ্বিতীয় ঘণ্টায় তা বেড়ে দাঁড়াবে ৯ ডলার। যা আগের তুলনায় বাড়বে ২০ শতাংশ। ৯৬ স্ট্রিটের দক্ষিণে কোনো প্যাসেঞ্জার কার পার্ক করার খরচ আগের চেয়ে ১ ডলার বাড়বে। আর ১ ঘণ্টা পার হয়ে গেলে পরবর্তী প্রতি ঘণ্টার জন্য এই খরচ বেড়ে যাবে ১.৫০ ডলারে। ৯৬ স্ট্রিটের উত্তরের সড়কগুলোতে পার্কিং ফি নেইবারহুডের ওপর ভিত্তিক করে বাড়ানো হবে।

সিটির ডিপার্টমেন্ট অব ট্রান্সপোর্টেশন আশা করছে, এই বাড়তি চার্জের মাধ্যমে উচ্চ চাহিদার স্থানগুলোতে পার্কিং সহজলভ্য হবে। ম্যানহাটানের বাইরে ডাউনটাউন ব্রুকলীন ও ফ্লাশিংয়ের মতো বিজনেস ডিস্ট্রিক্টগুলোতে পার্কিং খরচ দাঁড়াবে প্রথম ঘণ্টায় ২.৫০ ডলার এবং দ্বিতীয় ঘণ্টায় ৫ ডলার। আশেপাশের রিটেইল ডিস্ট্রিক্টগুলো, যেমন স্ট্যাটান আয়ল্যান্ড, ব্রঙ্কসের দক্ষিণভাগ এসব এলাকায় পার্কিং প্রথম ঘণ্টায় ২ ডলার এবং দ্বিতীয় ঘণ্টায় ৩ ডলার করে চার্জ করা হবে। আর মিটার বসানো লোকেশনগুলোয় প্রথম ঘণ্টায় ১.৫০ ডলার এবং দ্বিতীয় ঘণ্টায় ২.৫০ ডলার গুনতে হবে।

জালালাবাদ ভবনে পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. মোমোনের মতবিনিময় সভা



















শোনেন বলি নতুন করে-!

(শেষের পাতার পর)

সুঠামদেহি পুরুষদের তালিকা থাকতো রাজার কাছে। যুদ্ধের দামামা বেজে উঠলে এদেরকে খবর দেওয়া হতো। যুদ্ধে অংশ নেওয়ার জন্য কারও কোন বেতন ধার্য থাকতো না। ডাকাতরা যেমন ডাকাতির মাল নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নেয় তেমনি এই সৈন্যরা জিতলে বিজিতদের ধনসম্পদ গরু ছাগল বা নারী শিশু দাসের ভাগ পেতো। হারলে রাজার কোন দায় থাকতো না। বাঁচামরা আহত বা পঙ্গু হওয়ার দায়িত্ব যার যার।

তো এক সময় এই 'কল আর্মি' অকার্যকর হতে শুরু করে। পাবলিক শেয়ানা হয়ে যায়। রাজার ডাক পেলে খবর নিতো প্রতিপক্ষের সৈন্যবল সমরসজ্জা কেমন। যদি বুঝতো জয়ের সম্ভাবনা নাই বা ক্ষীণ, গেলে মারা পরতে হবে, এভয়েড করতো। এমন অবস্থায় রাজা মহারাজারা প্রতিটি জওয়ান এবং সুঠামদেহিকে বাধ্যতামুলকভাবে যুদ্ধে যোগদানের জন্য ডিক্রি জারী করতো। এক সময় দেখা যায় তাতেও কাজ হচ্ছে না, ডাক পেলে পালিয়ে যায়! তেমন পরিস্থিতিতে প্রথমে চুক্তিভিত্তিক পরে বেতনভিত্তিক সেনাবাহিনী গঠন করা হয়। সেই থেকে বিশ্বে রেগুলার আর্মির চল।

রাজা মহারাজারা তাদের দেশ অঞ্চল বা এলাকাকে পৈত্রিক বা পারিবারিক সম্পত্তিজ্ঞান করতো। জনগন হচ্ছে প্রজা। এখানে জনগনের দায়িত্ব থাকতো শাষকদের ভরনপোষন আমোদ-ফুর্তি ভোগ বিলাস, সিকিউরিটি বা নিরাপত্তার ব্যয় নির্বাহের জন্য নিজেদের কষ্টের উপার্জন থেকে ভাগ দেওয়া। একে বলা হতো খাজনা কর, লাগান বা ট্যাক্স। রাজা যা বলতেন সেটাই আইন। রাজকার্য পরিচালনায় সুবিধার জন্য বিভিন্ন কর্মচারি থাকতো, বিভিন্ন বিভাগের একজন করে দায়িত্বপ্রাপ্তও থাকতো। নাম কা ওয়াস্তে। এইসব দায়িত্বপ্রাপ্তদের পদবী হতো মন্ত্রী উজির কোতওয়াল দেওয়ান কাজী বা বিচারক। তবে সব কাজ একা রাজাই করতেন। তিনিই আইন করতেন তিনিই হুকুম জারী করতেন, বিচার করতেন সাজা দিতেন। তিনিই যুদ্ধযাত্রার নেতৃত্ব দিতেন, আবার হেরে গেলে সবার আগে নিজের জান নিয়ে পালাতেন!

এই রাজা-মহারাজাদের মনোরঞ্জন চিত্তবিনোদনের জন্য একদল চাটুকার তোষামোদকারি মোসাহেব বা ভাড় থাকতো। এরা প্রভুর আরাম আয়েশ ভোগ বিলাসের আয়োজন করতো। এদের মধ্যে থাকতো ভাড় বা জোকার, গাইয়ে নাচিয়ে আঁ কি য়ে নাটুকে কবি সাহিত্যিক, বার্তাবাহক নুমায়েন্দু বা সংবাদ আদানপ্রদানকারি, অনেকটা হাল আমলের সাংবাদিকের মত আর কি! কিছু ব্যতিক্রম বাদে এরা রাজাদের বেতনভুক কর্মচারি থাকতেন না। যার যার পারফরমেন্সের জন্য পারিতোষিক, ভেট বা উপঢৌকন পেতেন। এ সবের মধ্যে থাকতো নগদ অর্থ মূল্যবান হিরাজহরত, প্লট ফ্লাট পদ পদবী পদক পুরষ্কার জায়গীরদারি, মানে পরগনা বা কিছু জায়গাজমি। চামচামি তোষামুদি চাটুকারিতায় উৎকর্ষসাধনের মাত্রার ওপর এদের উপঢৌকন ভেটের পরিমান বা মূল্য নির্ভর করতো।

তো রাজার এইযে এতসব মন্ত্রী উজির নাজির মন্ত্রী অমাত্য আমলা পারিষদ সেনাপতি কোতওয়াল চেলাচামুন্ডা চামচা মোসাহেব- এদের সবার অন্যতম দায়িত্ব থাকতো রাজাকে রক্ষা করা, রাজার রাজত্ব রক্ষা করা। যে কোন মূল্যে রাজাকে রক্ষা করতে হবে, এটাই থাকতো শর্ত এবং চাটুকারি জীবনের ব্রত। এরা মারা যেতেন শহীদ হতেন। তাতে কোন হায় আফসোস নাই, রাজা বাঁচলে রাজার রাজত্ব বাঁচলেই তারা মনে করতো মানবজনম স্বার্থক!

তারপরও রাজায় রাজায় যুদ্ধ হতো উলুখাগরা মানে পাইক পেয়াদা সৈন্য সামন্ত মন্ত্রী উজির নাজিরের প্রাণ যেতো! রাজা হয় জিততো নাহয় হারতো। ইতিহাসে বিজয়ী বিজিত হিসেবে এদের নামই থেকে গেছে, থেকে যায়। চামচা চাটুকার মোসাহেব তোষামোদকারিদের নাম পরিচয় চাপা পরে যায় মানুষের ঘৃণার আবর্জনায়।

২.

একজন ইউনুস-

আমি প্রথম থেকেই বলে আসছি, প্রফেসর ইউনুসের পেছনে লাগাটা একেবারেই অপ্রয়োজনীয় এবং অর্থহীন একটা ফালতু কাজ হয়েছে। শেখ হাসিনার সঙ্গে তার সম্পর্ক গোড়াতে ভালই ছিল। এক মঞ্চে দাঁড়িয়ে বক্তৃতা করেছেন, একে অপরের প্রশংসা করেছেন। হঠাৎ নোবেল পাওয়াটাই যেন কাল হলো ভদ্রলোকের। রাতারাতি সিনারিও চেঞ্জ! গ্রামীণ অর্থনীতির অক্সিজেন থেকে ইউনুস হয়ে গেলেন ঘুষখোর সুদখোর মহাজন! গরীবের বন্ধু থেকে গরীবের রক্তচোষক। সঙ্গে চামচা চাটুকার দলের কোরাস, যেন দেশে সুদের ব্যবসা কায়েম করেছেন একমাত্র এই ইউনুস সাহেবই! বয়স হয়ে গেছে বলে এমডি থাকতে পারবেন না। গ্রামীন ব্যাংকটাও কেড়ে নেওয়া হলো। তিনি নাকি পদ্মা সেতুতে বিশ্বব্যাংকের অর্থায়ন বন্ধ করেছেন। যেন তিনিই বিশ্বব্যাংকের মালিক, হুকুম দিলেন আর লোন বন্ধ হয়ে গেল! হিলারির সাথে ভাল সম্পর্ক, হিলারিকে দিয়ে গুটি চেলে শেখ হাসিনাকে তাড়ানোর ফিকিরে আছেন! সবই অনুমান। অথবা উদ্দেশ্যমূলক প্রচারণা। এর পর কেস-কাবারি। একটার পর একটা। পারলে কালই সাজা দিয়ে জেলে ঢোকানো হয়! বেচারা এখন স্যান্ডেল পায়ে কোর্টের বারান্দায় চক্কর লাগান। অধিকারের আদিলুর রহমানকে শাস্তি দেওয়ার কারনটা বোঝা যায়। মতিঝিল শাপলা চত্বর হত্যাযজ্ঞে নিহতদের একটা বড় তালিকা তিনি প্রকাশ করেছিলেন। সরকার এটা চ্যালেঞ্জ করেছে। করতেই হবে, কারন ভুল তথ্য প্রমান করে যদি তাকে অপরাধি সাব্যস্ত না করা হয় তাহলে ভবিষ্যতে কেউ গনহত্যার মামলা করলে অধিকারের সেই রিপোর্ট একটা এভিডেন্স হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে। কিন্তু প্রফেসর ইউনুস কিসের স্বাক্ষী হবেন! তিনি তো সরকারের কোন পাকে ধানে মই দেন নাই বা বারা ভাতে ছাই দেন নাই! গ্রামীন অর্থনীতি সবল করতে বিশেষ করে হতদরিদ্র নারীদেরকে স্বাবলম্বি করতে প্রফেসর ইউনুসের উদ্যোগ কখনই বাধামুক্ত ছিল না। মেয়েরা ঘরের বাইরে এসে কাজ করায় এক শ্রেণীর মোলবি-মৌলানা পর্দা শরীয়ার প্রশ্ন তুলে তুমুল প্রতিবন্ধকতা গড়ে তুলেছিল। মহাজন জোতদাররা নিজেদের সুদি কারবার লাটে ওঠার আশংকায় কোমড়বেঁধে নেমেছিল। গ্রামের মেয়েরা স্বাবলম্বি হয়ে গেলে বাসা বাড়ীতে কাজের লোক পাওয়া যাবে না ভেবে ভদ্দরলোকরা ইউনুস সাহেবের চৌদ্দগুষ্ঠি উদ্ধার করতো। সর্বহারা বিপ্লবের ধ্বজাধারী এক শ্রেণীর বামা-হতদরিদ্র জনগোষ্ঠী নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে গেলে তাদের শ্রেণী চরিত্র ভোতা হয়ে যাবে, শ্রেণী সংগ্রাম শাণিত হবে না- এই থিসিস তুলে গ্রামীন ব্যাংকের বিরোধীতা করতো। এত প্রতিবন্ধকতা স্বত্বেও ইউনুস দমেন নাই। কালেক্রমে গ্রামীন ব্যাংক ব্র্যাকজাতীয় এনজিওগুলো গ্রামীন অর্থনীতির চেহারাই পাল্টে দেয়। ইউনুস সারা বিশ্বে প্রশংসিত হতে থাকেন। নি-উইয়র্ক টাইমস তার নোবেল প্রাপ্তির সংবাদটা ছেপেছিল 'ব্যাংকার গেটস পিস এওয়ার্ড' শিরোনামে। বিষয়টা ছিল তাদের কাছে অবাক করার মতই, একজন ব্যাংকার কি করে শান্তি পুরষ্কার পায়!

এটাতো বলার অপেক্ষা রাখে না প্রফেসর ইউনুস আজ একজন বিশ্ববরেন্য ব্যক্তিত্ব। তার নামটা কোথাও উচ্চারিত হলে সাথে আসে বাংলাদেশের নাম। এতে হিংসার কি আছে! এতো গর্বের বিষয়! অথচ আমাদের সরকারের লোকজন থেকে শুরু করে দালাল মিডিয়া তথা কুশীল-কুবুদ্ধিজীবিরা তারস্বরে তার কুৎসা গেয়ে চলেছেন। একবার বাংলা একাডেমির এক অনুষ্ঠানে দেখলাম পাশের দেশের নোবেল লরিয়েটকে প্রধান অতিথি করে আনা হয়েছে আমাদের দেশের লরিয়েটের সেখানে নামগন্ধ নাই। দুনিয়ার মানুষ হাসে এইসব অর্দ্ধসভ্য সিকি শিক্ষিত এবং অসংস্কৃত চামচা চাটুকারদের কায়কারবারে!

ইউনুসের ওপর অরাজনৈতিক রাগ ক্ষোভ না ঝেড়ে এই মানুষটাকে কনফিডেন্সে নেয়া যেতো না! অন্তত: তাকে তো দেশের কাজে লাগানো যেতো। তিনি যদি তা করতে অস্বীকৃতি জানাতেন বলা যেতো দেশের পাশে দাঁড়ালেন না। তার যে কন্টাক্ট, সারা বিশ্বে যে ভাবমূর্তি তাতে বাংলাদেশের জন্য কারও কাছে কিছু চাইলে একেবারে খালি হাতে ফিরতেন না। কবে কখন উদ্দিন সরকারদের আমলে রাজনীতি করার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন, তার জন্য এত হেনস্থা। তিনি তো সে পথ থেকে সরে এসেছিলেন। একটা অ্যাসেটকে আমরা শুধু বোঝাই বানাই নাই, শত্রুর কাতারে ঠেলে দিয়েছি। সেই সাথে গোটা সভ্য এবং গনতান্ত্রিক বিশ্বকেও। একেবারেই বেহুদা।

অনেক আগে থেকে বিশ্ববরেন্য ব্যক্তিবর্গ ড. ইউনুসের সাথে ঝামেলা না বাঁধানোর জন্য অনুরোধ জানিয়ে আসছিল। হিলারি ক্লিনটন যখন পররাষ্ট্রমন্ত্রী, বাংলাদেশের প্রধানন্ত্রীকে এ নিয়ে একটা চিঠিও লিখেছিলেন। ল' উইল টেক ইটস ওন কোর্স- বলে তখনও তা থোড়াই কেয়ার করা হয়েছে, যেন বাংলাদেশের ল' কোন কোর্সে চলে তা কেউ জানে না! কিছুদিন আগে ৪০ বিশিষ্ট ব্যক্তির আবেদনেরও একই জবাব, হালে এক শ' আটজন নোবেল লরিয়েটসহ পৌনে দুই শ' বিশিস্ট ব্যক্তির স্বাক্ষরকে যখন ভিক্ষা করে আনা বলে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করা হলো বিবেকবান মানুষ মাত্রেই স্তম্ভিত হয়ে গেছিলেন।

যেন গায়েপরে ঝগড়া! এতে তারা অপমানিত বোধ করতেই পারেন। বিশ্বের সভ্য দেশগুলোর বিশিস্ট ও গন্যমান্য ব্যক্তি এরা। এখন এইযে সবাই মিলে তাড়ানোর জন্য কোমড়বেঁধে নেমেছে, এই পরিস্থিতি কি জেদের পরিনতি না! আমি বুঝি না কিসের এত অহংকার আমাদের! রাজনীতি কূটনীতি সভ্য রীতিনীতির কোন সঙ্গায় পরে এই আচড়ন! ভুট্টোর আহ্বানে সাড়া দিয়ে বঙ্গবন্ধুও ১৯৫জন যুদ্ধাপরাধিকে পাকিস্তানে ফেরত পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। ড. ইউনুস একটা নোবেল পেয়ে তার চেয়েও বেশী অপরাধ করে ফেলেছেন!

রাজনীতিক আর রাষ্ট্রনায়কে পার্থক্য অনেক। রাজনৈতিক নেতা যা খুশী বলতে পারেন করতে পারেন, কিন্তু সেই রাজনীতিক যখন দেশ পরিচালনায় আসেন তাকে সফল হতে হলে রাষ্ট্রনায়ক হতে হয়। রাষ্ট্রনায়ককে অনেক কিছু ধারন করার ক্ষমতা থাকতে হয়, গ্রহন বর্জন পরিমিতি ঔচিত্যবোধের অধিকারি হতে হয়। রাগগোস্বা অহমিকা প্রতিহিংসার উর্দ্ধে উঠতে হয়। দুরদর্শীতা থাকতে হয় মানবিক হতে হয় প্রসারিত অন্তর থাকতে হয়। দূর্ভাগ্য, আমরা শুধু প্রেসিডেন্ট প্রধানমন্ত্রীই পেয়ে গেলাম, একজন রাষ্ট্রনায়ক পেলাম না!

৩.

চাপ নিয়ে চাপাচাপি!

আমেরিকান ভিসানীতি চাপ কেন এটা আমার বুঝে আসে না! সরকারি হর্তাকর্তাদের দেখছি হরহামেশা তুবড়ি ছোটাচ্ছেন 'কোন চাপের কাছে নতি স্বীকার করবো না!' এখানে চাপই কি আর নতি স্বীকারের প্রশ্নই বা আসছে কেন! যুক্তরাষ্ট্র কাকে তাদের দেশে ঢুকতে দেবে, দেবে না এ নিয়ে আমাদের এত হৈচৈ রাগ গোস্বার কি আছে! তাছাড়া এটা চাপই বা কিভাবে! ভিসা দেওয়া না দেওয়া সব দেশেরই নিজস্ব অধিকার। আমরাও প্রায়ই অপছন্দের লোকজনকে দেশে আসতে দেই না। সেদিন কানাডা তাদের দেশ থেকে র' প্রধানকে বের করে দিলো, পাল্টা হিসেবে ভারত কানাডিয়ানদের জন্য ভিসা ইস্যু বন্ধ করে দিয়েছে, কানাডা কি এটাকে তাদের ওপর চাপ বলে হৈ হট্টগোল বাঁধিয়ে দিয়েছে! আমেরিকাকে যারা গালাগালি করে কথায় কথায় তুচ্ছতাচ্ছিল্য করে আমেরিকার নীতি-কৌশল পছন্দ করে না বিরোধীতা করে, বা কাউকে যদি তারা নিজেদের নিরাপত্তার জন্য হুমকি মনে করে, নিজ দেশে ঢুকতে দেবে না। এটা তাদের নিজস্ব পলিসির ব্যপার। তা আমাদের ওপর চাপ কিভাবে! দীর্ঘদিন ধরেই বলে আসছে বাংলাদেশে গনতন্ত্র আইনের শাষন নাই, মৌলিক মানবাধিকার সীমিত। র‍্যাব পুলিশ গুম খুন করে- এই অভিযোগে স্যাংশনও দিয়ে রেখেছে। পাশের বাড়ীর লোকটা বউ পেটায়, তাকে যদি আপনার বাসায় আসতে না দেন সেটা কি ওই লোকের ওপর চাপ সৃস্টি করা হবে!

হ্যাঁ, আমেরিকা বলেছে তাদের ভিসা নীতির লক্ষ্য বাংলাদেশে একটা সুষ্ঠু অবাধ বা আন্তর্জাতিক মানের নির্বাচন নিশ্চিত করা। কেউ বলতে পারেন বাংলাদেশে নির্বাচন সুষ্ঠু হলো না ভূয়া হলো তা নিয়ে তাদের মাথাব্যথার কি আছে, যেমনটা চীন এবং রাশিয়া বলছে! এটাও আমেরিকার নিজস্ব ব্যপার। কারন এই দেশটি বাংলাদেশের অন্যতম উন্নয়ন সহযোগী। এ পর্যন্ত শুধু সাহায্য আর অনুদান বাবদই দিয়েছে আট বিলিয়ন ডলারের মত। জনগনের ট্যাক্সের পয়সা থেকে যেহেতু এই অর্থদান, জনগনকে এ জন্য তাদেরকে জবাবদিহি করতে হয়। আমেরিকার জনগন জানতে চায় কোথায় দেয়া হচ্ছে তাদের টাকা কাদেরকে সাহায্য করা হচ্ছে। সেই দায়বদ্ধতা থেকে আমেরিকা কোন দেশে গনতন্ত্র আইনের শাষন আ ছে কিনা তা দেখতেই পা রে। ভিসা নীতির ইস ুটা তারা গোপন রাখতে পারতো, যেমন বাতিলকৃতদের নামের তালিকা গোপন রাখছে। এখন আনুষ্ঠানিক ঘোষনা দেওয়ায় তা চাপ হয়ে গেল! গোপন রেখে কাজ করে গেলে চাপ হতো না!

আমেরিকা চাইছে সুষ্ঠু অবাধ নির্বাচন, বাংলাদেশের সরকারও বলছে তারা সুষ্ঠু অবাধ নির্বাচনই করবে। তাহলে তো কথা শেষ। সমস্যা কোথায়! ভিসা নীতি বলছে যারা ঝামেলা করবে তারা এটা খাবে। সরকারও তো চায় একটা ঝামেলামুক্ত নির্বাচন করতে। তাহলে কেন তারা অস্বস্তিবোধ করবে, এটাকে চাপ মনে করবে! বরঞ্চ সাধুবাদ জানানোর কথা, যেমনটা পররাষ্ট্রমন্ত্রী ইন্সট্যান্টলি বলে ফেলেছেন উই আর হ্যাপী ভেরী হ্যাপী। যারা নির পেক্ষ নির্বাচ নের প রি বেশ সৃ স্টি তে বাধা দে বে, রাতের আঁধারে বাক্স ভর্তী করবে জালভোট দেবে নিজেরাই ব্যলটে সীল মারবে, ভোটারদেরকে বলে দেবে বাসায় চলে যান আপনার ভোট দেওয়া হয়ে গেছে বা যারা কবর থেকে মৃত ভোটারদেরকে উঠিয়ে এনে ভোট দেওয়াবে, কেন্দ্র দখল করবে কোন প্রার্থীর বাসা অফিসে হামলা করবে, মিছিল ভেঙ্গে দেবে, ধরে নিয়ে হাজতে ঢোকাবে- এভাবে যারা সুষ্ঠু অবাধ নির্বাচনে বাধা সৃস্টি করবে তারা যদি আমেরিকার ভিসানীতি খেয়ে যায় তাহলে সরকারের লোকজনের গোস্বা করার কি আছে! তারা কি সুষ্ঠু আর অবাধ নির্বাচন করতে আমেরিকাকে দফায় দফায় আস্বস্ত করে আসছে না! তারা তো একে ওয়েলকাম করবে!

কাল দেখলাম সরকারি দলের এক বড় নেতা বলেছেন ভিসানীতি মানি না মানবো না, অথচ দিনকয় আগে উনিই ভিসানীতিকে স্বাগত: জানিয়ে বলেছেন 'এইবার বিএনপি ধরা! এখন একেবারে এক শ' আশি ডিগ্রি টার্ণ! কথা হচ্ছে উনি মানা না মানার কে বা উনার মানা না মানায় আমেরিকার কি আসে যায়! মানবেন না তো কি করবেন, ভিসা রিজেক্ট হলে এম্বেসীর সামনে গিয়ে হৈহট্টগোল করবেন! মানববন্ধন মিছিল করে শ্লোগান দেবেন! ভেনেজুয়েলা ফিলিস্তিন সুদান সোমালিয়া গ্যাবন- প্রভৃতি দেশের নাম উল্লখ করে বলেছেন ভিসানীতি এসব দেশে কোন কাজ দেয় নাই। 'জাতিসংঘের নিষেধাজ্ঞা কেউ শোনেনা আপনাদের নিষেধাজ্ঞা কেউ শোনে না' এ কথা উল্লেখ করে যখন বলেন আমরাও কারও নিষেধাজ্ঞা পরোয়া করি না আমরাও কারও নিষেধাজ্ঞা মানবো না- অর্থটা কি দাঁড়ায়! সুদান সোমালিয়া গ্যাবেনের কাতারে চলে যাবো, তবুও-! সন্দেহ হচ্ছে উনি আসলেই সুস্থ হয়ে দেশে ফিরেছেন কিনা!

হায়রে চেয়ার!

৪.

টার্গেট রেজিম চেঞ্জ!

মনে হচ্ছে আমেরিকা এবার ভালমতই ধরেছে। বলছে গনতন্ত্র মানবাধিকার আইনের শাষন। ভিসা নীতি সুষ্ঠু অবাধ নির্বাচনের জন্য। কিন্তু যেভাবে এর তড়িঘরি প্রয়োগ, দিনে দিনে পরিধির ব্যপ্তি, তাতে মনে হয় শুধু নির্বাচন না, এর পেছনে অন্য কোন উদ্দেশ্য আছে। প্রধানমন্ত্রী সংশয় প্রকাশ করেছেন আমেরিকা হয়তো তাকে সড়িয়ে দিতে চায়, মনে হচ্ছে তার এ সংশয় একেবারে অমূলক না।

আমেরিকা কোন বিষয়ে হুটহাট কথা বলে না বা রিঅ্যাক্ট করে না। শুনেও না শোনার ভাণ করে, প্রতিক্রিয়া জানতে চাইলে এড়িয়ে যায়। কিন্তু কাজ যেটা করার সময়মত ঝেড়ে দেয়। আমেরিকাকে নিয়ে সরকারি দলের এমন কোন নেতা নাই তুচ্ছতাচ্ছিল্য কটুকাব্য করে নাই। 'কাজের মেয়ে মর্জিনা' 'দুই আনার মন্ত্রী', 'স্টেট ডিপার্টমেন্ট ভন্ডদের আখড়া' 'আমরাও স্যাংশন দিতে জানি' বা রাষ্ট্রদূতের গাড়ীতে হামলা পিটার হাসকে ঘেড়াও, স্যাংশন ভিসানীতি তুড়ি মেরে উড়িয়ে দেওয়া- এ সবের তাৎক্ষণিক কোন প্রতিক্রিয়া তারা দেখায় নাই। আবার বাইডেন সাহেব সেক্ষিও তুলেছেন। তাই বলে লক্ষ্য থেকে যে সড়ে আসে নাই তার প্রমান এই তড়িঘরি ভিসানীতি কার্যকর করা। মনে হতে পারে ড. ইউনুস ইস্যুতে বিশিস্ট ব্যক্তিদের অনুরোধ প্রত্যাখ্যন করা বা আদিল শুভ্র'র ব্যপারে জাতিসংঘসহ বিশ্বের প্রায় সকল মানবাধিকার সংগঠনের আহ্বান থোড়াই কেয়ার করার কারনে আমেরিকা ক্ষেপেছে। হতে পারে। কারন ওই পৌনে দুই শ'র মধ্যে আছেন আমেরিকার একজন প্রাক্তন জনপ্রিয় প্রেসিডেন্ট (বাইডেন সাহেব যার সাথে ভাইস প্রেসিডেন্ট ছিলেন), প্রাক্তন ভাইস প্রেসিডেন্ট প্রাক্তন পররাষ্ট্রমন্ত্রী। এরা এখনও প্রভাবশালী এবং সম্মানীয়, তাদের দলের লোকই বর্তমানে প্রেসিডেন্ট। হতে পারে এদেরকে অপমান করাটা বাইডেন সরকার ভালভা বে নেয় নাই।

এভাবেও একটা যুক্তি খোঁজা যেতে পারে। কিন্তু আমার মনে হয়, একেবা রে আঁটঘাট বেঁধে নামাটা শুধু অপমানের জবাব দেওয়ার জন্য না। আলামত দেখে মনে হচ্ছে প্রধানমন্ত্রীর আশংকাটাই হয়তো সত্যি, এ সবের পেছনে তাকে সড়িয়ে দেয়া বা রেজিম চেঞ্জের একটা লক্ষ্য থাকতে পারে। কিন্তু কেন! শেখ হাসিনার সরকারকে বিদায় করতে হবে কেন! এক-নায়ক স্বৈরাচারি, গায়ের জোড়ে চেপে বসে আছে! দুনিয়ায় এমন বহু দেশ আছে যেখানে দশকের পর দশক বা আবহমানকাল ধরে এক ব্যক্তি বা গোষ্ঠী ক্ষমতা কুক্ষিগত করে আছে। আমেরিকাকে সে সব দেশের ব্যপারে খুব একটা নাক গলাতে দেখা যায় না। বাংলাদেশে স্বৈরাচার হটিয়ে গনতন্ত্র কায়েম করার ঠ্যাকা তাদের কিসে!

একটা ক্লু খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে। অনেকেরই হয়তো মনে আছে ইউএস কংগ্রেস গত বছর এপ্রিলে বার্মা এ্যাক্ট নামে একটা আইন পাশ করেছে। চলতি বছরের ফ্রেব্রুয়ারীতে তা মডিফাই করা হয়েছে। তাতে বার্মায় মিলিটারিদের হটিয়ে গনতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় কার্যকর ব্যবস্থা নেয়ার জন্য সরকারকে ক্ষমতা দেওয়া আছে। এ কাজ করতে গেলে বাংলাদেশকে পাশে দরকার। বাংলাদেশের সরকার চায়নার সাথে মাখামাখি সম্পর্কের কারনে বার্মার বিরুদ্ধে কোন শক্ত অবস্থান নিতে পারে না। যে কারনে আজ এত বছরেও রোহিঙ্গা সমস্যার সমাধানে চুল পরিমান অগ্রগতি হলো না। চায়না বার্মার সামরিক জান্তাকে প্রটেকশন দিচ্ছে। আবার ভারতের সাথেও জান্তার ভাল সম্পর্ক।

এই রকম একটা জটীল বাস্তবতায় আমেরিকার জন্য দরকার বাংলাদেশে একটা চায়নাবিরোধী সরকার, যারা বার্মার বিরুদ্ধে যে কোন এ্যাকশনে আমেরিকাকে সমর্থন ও সহযোগীতা যোগাবে। হতে পারে এ কাজে তারা শেখ হাসিনার সরকারকে নির্ভরযোগ্য বা বিশ্বস্ত মনে করছে না। পরের টার্ম থেকে গেলে বা রেখে দিলেও তারা যে চায়নার কব্জা থেকে বের হয়ে আসতে পারবে এমন কোন ভরষা না আমেরিকা পাচ্ছে, না ভারত। ভারত যদিও নিজেদের স্বার্থেই চায় এরাই থেকে যাক, কিন্তু আমেরিকার মত তারাও সন্দিহান। তাছাড়া দীর্ঘদিন ক্ষমতায় থাকার কারনে যে ডিকটেটরিয়াল চরিত্র গড়ে উঠেছে, চায়নার কাছ থেকে টাকা পেতে থাকলে তারাই বা ক'দিন পোছে সে শংকা থাকাটাও অমূলক নয়।

অথবা এমনও হতে পারে, দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় এক ভারত বাদে সবগুলো দেশই চায়না বলয়ে ঢুকে গেছে, বাংলাদেশকে সেখান থেকে টেনে বের করে আনতে হবে। শেখ হাসিনা যেহেতু চায়নাকে বিকল্প ধরে আছেন তাকে সড়ানো ছাড়া গত্যন্তর নাই।

সব কিছু মিলিয়ে হিসাবে যা বলে- বাংলাদেশে একটা এন্টি-চায়না সরকার থাকুক এটা ভারত আমেরিকা উভয়ই চায়। ভারত চায় শেখ হাসিনাই থেকে যান তবে চায়নার প্রভাবমুক্ত হয়ে, আবার আমেরিকার ধারনা শেখ হাসিনা কখনই রাশিয়া-চায়নার বলয় থেকে বরে হয়ে আসতে পারবেন না। শুধু তাই না, তারা কথাও শুনবে না। প্রধানমন্ত্রী মহোদয়া কোন সমীকরন থেকে কথাটা বলেছেন জানি না তবে আমেরিকার সিরিয়াসনেস আর ব্যস্ততা দেখে মনে হচ্ছে মুখে যাই বলুক ভেতরে ভেতরে এগুচ্ছে অন্য টার্গেট নিয়ে।

ভাব ছি, খেলাটা কি শেষ পর্যন্ত চীন আমেরিকার দড়ি টান-টানিতে পড়ে গেল!

বাড়ী ক্রয়ের প্রস্তুতি

(শেষের পাতার পর)

নূন্যতম জানা থাকা প্রয়োজন। তানাহলে আর্থিক ক্ষতির সমস্যা সহ নানা সমস্যায় পড়ার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে। একজন বাড়ীর মালিককে অন্তত ড্রিল মেশিন চালানোর যোগ্যতা থাকলেই তিনি বাড়ী ক্রয়ের জন্য প্রস্তুত বলেই ধরে নেয়া যায়। মনে রাখতে হবে ছোট-খাটো অনেক কাজ থাকে যা মালিক নিজেই করতে পারেন। তানাহলে একদিকে বাড়ীর যেমন সঠিকভাবে খাকবে না, তেমনী বাড়ীর মূল্যও কমে যাবে।

হঠাৎ ঘরের তালা নষ্ট হয়ে যেতে পারে, বাথরুমে সমস্যা দেখা দিতে পারে। বৈদ্যতিক কানেকশনে সমস্যা দেখা দিতে পারে। ইত্যাদি ছোট-খাটো সমস্যাগুলো বড় সমস্যার সৃষ্টি করতে পারে। তাই সংশ্লিস্ট বাড়ীর মালিককে ছোট-খাটো কাজ নিজেকেই করতে হতে পারে। এক্ষেত্রে ইউটিউবের সাহায্য নেয়া যেতে পারে। প্রয়োজনে বন্ধু-বান্ধবের সাহায্য নেয়া যেতে পারে। তবে সর্বোত্তম হচ্ছে বাড়ী ক্রয়ের অগে বা বাড়ীর মালিক হওয়ার পূর্বে বাড়ী সুন্দর ও ভালো রাখার ছোটখাটো সমস্যাগুলো আগেভাগেই জেনে নেয়া ভালো।

নিউইয়র্কে আপনার ক্রেডিট স্কোর, ক্রেডিট রিপেয়ার, মর্টগেজ সহ বাড়ী ক্রয়-বিক্রয়ে আমরা পরামর্শ দিয়ে থাকি। প্রয়োজনে কল করুন: ৭১৮-৫০৭-লোন (৫৬২৬)

লাদাখে সর্বোচ্চ উচ্চতায় আন্তর্জাতিক ফ্যাশন শো

(শেষের পাতার পর)

অন্যতম। এখানে রয়েছে বিশ্বের সর্বোচ্চ মোটরযোগ্য রাস্তা উমলিং লা। এটি ১৯ হাজার ২৪ ফুট উচ্চতায় অবস্থিত। আর এখানেই অনুষ্ঠিত হয়ে গেল একটি আন্তর্জাতিক ফ্যাশন শো। বৃহস্পতিবার (২৮ সেপ্টেম্বর) ভাইব্রেন্ট লাদাখ ফেস্টিভালের অধীনে সর্বোচ্চ উচ্চতা উমলিং লাতে অনুষ্ঠিত এই ফ্যাশন শোটি বিশ্বের রেকর্ড বুকে জায়গা করে নিয়েছে।

অনুষ্ঠানটি লাদাখ আর্ট অ্যান্ড এন্টারটেইনমেন্ট অ্যালায়েন্সের অংশীদারত্বে লাদাখ স্বায়ত্তশাসিত পার্বত্য উন্নয়ন পরিষদ দ্বারা আয়োজন করা হয়েছে। অনুষ্ঠানটি সমর্থন ও সার্বিক সহযোগিতায় ছিল ভারতীয় সেনাবাহিনী ও সীমান্ত সড়ক সংস্থা। কর্মকর্তারা বলেছেন, 'এই ফ্যাশন শোতে সারা বিশ্বের ১৪টি দেশের মডেলরা অংশগ্রহণ করেছেন। রেকর্ড উচ্চতায় রানওয়েতে হেঁটেছেন যে সমস্ত মডেল তাদের মধ্যে দুজন লাদাখি মডেলও ছিলেন।'

শোয়ের আয়োজকরা জানিয়েছেন, উমলিং লা ফ্যাশন শোটির উদ্দেশ্য ছিল 'বসুধৈব কুটুম্বকম' অর্থাৎ 'এক বিশ্ব এক পরিবার', এতে ধর্মের প্রচারের পাশাপাশি অত্যন্ত মূল্যবান জিআই ট্যাগড লাদাখের পশমিন গুরুত্ব পেয়েছে। আয়োজকরা আরো বলেছেন, মডেলদের পরিধানের পোশাকগুলো এক রঙের প্যালেট, যা বসন্ত ও গ্রীষ্মের রংগুলোকে প্রতিফলিত করে এবং চাংথাং অঞ্চলের উৎপাদিত পশমিন পণ্যগুলোও এই ফ্যাশন শোতে প্রদর্শিত হয়েছে।

লাদাখ স্বায়ত্তশাসিত পার্বত্য উন্নয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান তাশি গ্যালসন সফলভাবে আয়োজিত এই ফ্যাশন শোর আয়োজকদের প্রশংসা করেছেন এবং বিদেশি পর্যটকদের হ্যানলে থাকার অনুমতি দেওয়ার জন্য প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ও কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন।

প্রফেশনাল ভিডিওগ্রাফি ও ফটোগ্রাফির জন্য আজই আসুন



STAR Photography

শহরের সেরা ফটোগ্রাফার এবং ভিডিওগ্রাফার

হাই ডেফিনেশন কোয়ালিটি
কম দাম, দ্রুত ডেলিভারী
বিয়ে, জন্মদিন, বিজনেস পার্টি
কালচারাল প্রোগ্রামসহ সব অনুষ্ঠান

Please contact for all
Your Professional
Photography Like events
News Conference
Wedding Reception & Modelling

NEHER SIDDIQUEE
917-476-6628, 718-371-8334
www.neherphotography.weebly.com

বাফেলোর বাংলাদেশী কমিউনিটি সহ অন্যান্য খবর জানতে
বাফেলোর প্রথম এবং একমাত্র বাংলা সংবাদপত্র
বাফেলো বাংলা
পড়ুন
www.buffalobangla.com

হোমিও চিকিৎসা



এস.কে.শর্মা

D.H.M.S (B.D) N.H.C (USA)
Homeopathic Specialist

আপনি কি যে কোন জটিল কঠিন ও পুরাতন রোগে ভুগছেন, তাহলে একবার হোমিওপ্যাথিক ঔষধ ব্যবহার করে দেখুন।
আমাদের এইখানে সম্পূর্ন গোপনীয়তা রক্ষা করা হয়।

*Migraine *বাত *হাঁপানি পীড়া *আঁচিল * অর্শ *টিউমার *Kidney Stone *অন্ডকোষের পীড়া *কর্ণের পীড়া *কাশি *কিডনীর পীড়া *চর্ম্ম পীড়া * টনসিলাইটিস *দন্তের পীড়া *ধবল বা শ্বেতী রোগ *নখের পীড়া *পক্ষাঘাত *Gall Bladder Stone *প্রস্রাবের পীড়া * প্রষ্টেট- গ্ল্যান্ডের পীড়া *Fatty Liver * ফুসফুসের পীড়া *ব্লাড-প্রেসার *ভগন্দর * মাথা ব্যাথা * লিভারের পীড়া *সায়েটিকা *সিষ্টাইটিস *স্বরভংগ *নাকে পলিপাস *হার্নিয়া *Blood Cholesterol *চুল পড়া *Fatty Heart *ব্রন *একজিমা * শোথ * টাক রোগ * রক্ত প্রস্রাব * জন্ডিস * অনিদ্রা *গ্র্যাষ্টিক *নিদ্রায় নাক ডাকা * পায়ের তলায় কড়া * মুখে দুর্গন্ধ * স্বপ্ন দোষ * হস্তমৈথুন শোক দুঃখ জনিত পীড়া ইত্যাদি।

শিশুদের:-শিশু দাঁত উঠিতে হাঁটিতে ও কথা বলিতে বিলম্ব, শিশুর একশিরা, শিশুর কোষ্ঠবদ্ধতা, শিশুর মুখদিয়া লালা পড়া, Autism, Autistic, শিশু না খাইতে চাওয়া (Appetite Problems)

আপনি কি যৌন সমস্যায় ভুগছেন
*premature Ejaculation *Low Libido * Impotence
*পুরুষত্বহীনতা * শীঘ্রপতন *লিঙ্গ শিথিলতা

আমরা আমেরিকার যে কোন স্টেটে ডাকযোগে ঔষধ পাঠিয়ে থাকি।

স্বল্প খরচে অল্প সময়ে অত্যাধুনিক পদ্বতিতে, আমেরিকান ঔষধের সাহায্যে চিকিৎসা করা হয়।

Homeopathy & Herbal
72-08 Broadway, Jackson Heights, NY 11372
Cell: 917-285-4804
BUSINESS HOURS: MONDAY-SATURDAY 11:30AM-8PM, SUNDAY CLOSED

পার্কচেস্টারে
অভিজ্ঞ বাংলাদেশি ডাক্তার

আমরা সব ধরনের ইন্স্যুরেন্স গ্রহণ করে থাকি

এখানে বাংলাদেশী মহিলা গাইনোকলজিষ্ট, কার্ডিওলোজী, গ্যাস্ট্রো এন্ট্রোলজী, ফিজিক্যাল থেরাপী, পেইন ম্যানেজমেন্ট সহ সব ধরনের চিকিৎসা সুবিধা রয়েছে

ডা. আতাউল চৌধুরী (তুষার) এম.ডি
মেডিসিন বিশেষজ্ঞ (বোর্ড সার্টিফাইড)

ডা. মঞ্জিলা রহমান
গাইনোকলজিষ্ট



TEL: 917-634-9600
917-634-9601
FAX: 888-776-0872

We Provide EKG, Echocardiogram, TLC Exam, Different blood test and much more

1268 White Plains Road, Bronx, NY 10602
E-mail: nyccommunitymedicalcare@gmail.com
Web: www.nyccommunitymedicalcare.com
372 East 204th Street, Bronx, NY 10467

ALL YOUR NEED REAL ESTATE BUYING & SELLING.



Tusher Bhuiyan
Licensed Real Estate Agent

▼ বাড়ী ক্রয়-বিক্রয় ব্যাপারে সব রকমের সহযোগিতা করে থাকি!
▼ অল্প ডাউন পেমেন্টে আপনিও বাড়ীর মালিক হতে পারেন!

Century 21
Tri-Boro Terrace Realty
31-08, Astoria Boulevard,
Astoria, New York, NY 11102
Business: (718) 721-2700, Ext. 19
Fax: (718) 721-7033
Cellular: (646) 732-9150
E-Mail: tusherb@aol.com

Each Office is Independently Owned and Operate

ফার্মেসী PHARMACY & SURGICAL STORE

Free Diabetic machine
সীমিত সময়ের জন্য 15% Off
Vitamins, Nutrition & Homeopathic

একই সাথে এখানে পাচ্ছেন ◆ ঔষধপত্র, মেডিক্যাল ও সার্জিক্যাল যন্ত্রপাতি। ◆ বিউটি এবং কসমেটিক্স। ◆ ইলেকট্রনিক্স, গৃহস্থালী মণিহারী, খেলনা সামগ্রী ও স্কুল সাপ্লাই।
আমরা ২৫ বছরের বেশি সময় ধরে নিষ্ঠার সাথে কমিউনিটিকে সেবা দিয়ে আসছি। সুতরাং আজই আসুন আপনার সুবিধামত অবস্থানে।
আমরা Medicade, Medicare Part D, Worker compensation সহ ইন্স্যুরেন্স প্লান গ্রহণ করি।

ASTORIA PHARMACY
30-14 30th Ave. Astoria, NY 11102
Ph: 718-278-3772
e-mail: rph@astoriapharmacy.com
www.astoriapharmacy.com

JACKSON HEIGHTS PHARMACY
71-34 Roosevelt Ave. Jackson Heights, NY 11372
Ph: 718-779-1444
e-mail: rph@jacksonheightspharmacy.com
www.jacksonheightspharmacy.com

LONG ISLAND CITY CHEMISTS
30-12 36th Ave. Long Island City, NY 11106
Ph: 718-392-8049
e-mail: licchem@yahoo.com
www.drugcabinet.com

OPEN
10 am - 10 pm
Monday to Friday
Saturday
10 am - 5 pm

সোশ্যাল সিকিউরিটির মৃত্যু ঘটছে আমেরিকায়!

(শেষের পাতার পর)

প্রোগ্রামের একটি জরিপে দেখা গেছে উভয় মতের মানুষই দেশে সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা অটুট রাখার পক্ষে। ২৫০০ জন রেজিস্টার্ড ভোটারের ওপর পরিচালিত এই জরিপে উত্তরদাতারা সামাজিক নিরাপত্তা বাজেটের ঘাটতি পূরণের পক্ষে বিভিন্ন পরিকল্পনা ও পদক্ষেপের পক্ষে মত দিয়েছেন। পিপিসি জরিপ বলছে, এসব পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা গেলে আগামী ৭৫ বছরের জন্য ঘাটতি মোকাবেলা সম্ভব হবে। এগুলোর মধ্যে অন্যতম হচ্ছে পে-রোলের করসীমা বাড়ানো। ৮১ শতাংশ মানুষ এর পক্ষে মত দিয়েছেন। আর রিপাবলিকানদের ৭৯% ও ডেমোক্র্যাটদের ৭৮% এই মতের পক্ষে রয়েছেন। বর্তমানে পে-রোল ট্যাক্সের উর্ধ্বসীমা ১৪৭,০০০ ডলার। প্রস্তাবে তা ৪০০,০০০ ডলার পর্যন্ত বাড়াতে বলা হচ্ছে। উচ্চআয়ের মানুষের জন্য সুবিধা কমানোর প্রস্তাবটিতে সমর্থন রয়েছে ৭৮ শতাংশ রিপাবলিকান ও ৮৬ শতাংশ ডেমোক্র্যাটদের।

তৃতীয় প্রস্তাবটি হচ্ছে অবসর গ্রহণের বয়সসীমা বাড়ানো। ১৯৮৩ সালে প্রণীত আইনে অবসরের বয়স ৬৫ থেকে বাড়িয়ে ৬৭ করা হয়। বর্তমানে তা ৬৮ বছর করার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। ৭৫% রিপাবলিকান ও ৭৬% ডেমোক্র্যাট এই প্রস্তাবের পক্ষ রয়েছে।

পেরোল ট্যাক্সের হার বাড়ানোর প্রস্তাবটিও এসেছে এই জরিপে। যাতে বলা হয়েছে বর্তমানে ১৪৭,০০০ ডলার আয়ের মানুষদের কাছে ৬.২% ট্যাক্স নেওয়া হয়। এই মাত্রা ৬.৫ শতাংশে বাড়ানোর প্রস্তাব রয়েছে। এই প্রস্তাবের পক্ষে ৭০% রিপাবলিকান ও ৭৮% ডেমোক্র্যাট রয়েছে।

ন্যূনতম সুবিধা বাড়ানোর প্রস্তাবের পক্ষে রয়েছেন ৫৯ শতাংশ রিপাবলিকান ও ৭১ শতাংশ ডেমোক্র্যাট। বর্তমানে এই সুবিধার পরিমান ৯৫১ ডলার যা বাড়িয়ে ১৩৪১ ডলার করার কথা বলা হয়েছে।

জীবনযাত্রার ব্যয়ে ভারসাম্যতার পক্ষে মত দিয়েছেন ৫৫ শতাংশ

বাংলাদেশে যুক্তরাষ্ট্রের ভিসা নীতি 'বন্ধুর প্রতি বন্ধুর

(প্রথম পাতার পর)

চ্যালেঞ্জিং সময় পার করছে উল্লেখ করে ড্যান মজিনা বলেন, বাংলাদেশের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের সম্পর্ক অত্যন্ত মধুর ও পারস্পরিক সহযোগিতাপূর্ণ। বাংলাদেশের সঙ্গে তার অনন্য সব স্মৃতি রয়েছে জানিয়ে মোজেনা বলেন, আমি বাংলাদেশকে ভীষণ মিস করি। আবার কোনো সুযোগ হলে তিনি বাংলাদেশে যেতে চান বলেও জানান।

টাইম টিভি'র সংলাপে ড্যান মোজেনা বলেন, যারা বলছেন সেন্ট মার্টিনসে যুক্তরাষ্ট্র নেভাল বেস তৈরি করতে চায় তারা এ সম্মর্কে ধারানাই রাখে না। তাদের বক্তব্যকে অমূলক উল্লেখ করে তিনি বলেন, বঙ্গোপসাগরে নাব্যতা এতটাই কম যে, সামরিক জ্ঞান রাখেন এমন যে কেউই বুঝতে পারবেন, সেখানে নেভাল বেস তৈরি করার মতো নাব্যতাই নেই। মোজেনা বলেন, সেন্টমার্টিনসে তিনি সফর করেছেন, তা সেখানকার কচ্ছপের প্রজনন দেখতে। নৈসর্গিক সৌন্দর্যের এই দ্বীপটি নিয়ে সেখানকার সৌন্দর্যকেই প্রধান আগ্রহের বলে উল্লেখ করেন তিনি।

ভিসা নিষেধাজ্ঞা নিয়ে বাংলাদেশের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের চলমান সঙ্কট প্রসঙ্গে তিনি বলেন, আমি জানি বাংলাদেশ সরকার বিষয়টিতে উদ্বিগ্ন এবং ক্ষুব্ধ। কিন্তু নিষেধাজ্ঞা নির্বাচনকে ঘিরে। মোজেনা বলেন, বাংলাদেশ স্বাধীন সার্বভৌম দেশ, তাদের নিজেদের সিদ্ধান্ত তারা নিজেরাই নেবে। কিন্তু বিশ্বের অষ্টম বৃহত্তম জনবহুল দেশ হিসেবে বাংলাদেশের গুরুত্ব যুক্তরাষ্ট্রের কাছেও রয়েছে, বলেন তিনি। বাংলাদেশের ১৭ কোটি মানুষ, তারা অতি ভালো মনের মানুষ আর তারা কঠোর পরিশ্রমী, উদ্যমী ও উদ্যোগী এবং তারা ঘুরে দাঁড়াতে জানে।

ড্যান মোজেনা বলেন, বাংলাদেশের অর্থনৈতিক মিরাকল নিয়েও আমি কথা বলতে চাই। বাংলাদেশকে আমি উন্নয়নে একটি সফল গল্প হিসেবেও দেখি। আমি বিশ্বে এখন বাংলাদেশের সঙ্গে তুলনা চলে এমন একটি দেশও দেখি না। এখানে শিশু ও মাতৃ-মৃত্যু হার নামিয়ে আনা হয়েছে, ডায়রিয়া, ম্যালেরিয়া, শ্বাসকষ্টের মতো রোগগুলো নিয়ন্ত্রণে আনা হয়েছে। পরিবার পরিকল্পনা ব্যবস্থা সফলভাবে কাজ করছে। এসব কিছুই অসাধারণ সব অর্জন।

রোহিঙ্গাদের কথা উল্লেখ করে মোজেনা বলেন, নিশ্চিত ভাবেই বিশ্বের সর্ববৃহৎসংখ্যক শরণার্থীদল এখন বাংলাদেশে। আর আমাকে যদি জানতে চাওয়া হয়, তাহলে আমি বলবো ঠিক এসব কারণেই বাংলাদেশের ব্যাপারে যুক্তরাষ্ট্র তার সচেতন আগ্রহ দেখাচ্ছে। কারণ দেশটি এখন বিশ্বের কাছে গুরুত্ব রাখে। ভিসা নিষেধাজ্ঞাও ঠিক একই কারণে, মত এই সাবেক কূটনীতিকের। তিনি বলেন, মে মাসে যে নিষেধাজ্ঞা দেওয়া হয়, তাতে স্পষ্টই বলা হয়েছে, বাংলাদেশের ব্যাপারে যুক্তরাষ্ট্র যত্নশীল। যারা এই দেশের উন্নয়নের পথে ক্ষতিকর তাদের ওপরই কেবল নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হচ্ছে। যারা দেশের গণতান্ত্রিক ধারা, নিরপেক্ষ সুষ্ঠু নির্বাচন ব্যবস্থাকে বানচাল করতে চায় তাদের প্রতি এই নিষেধাজ্ঞা। কারণ যুক্তরাষ্ট্র চায় বাংলাদেশে একটি শান্তিপূর্ণ গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া বিরাজ করুক। কেবল দক্ষিণ এশিয়ার জন্যই নয়, বাংলাদেশের শান্তিময় গণতন্ত্রী গোটা বিশ্বের স্বার্থেই এখন জরুরি। সুতরাং বালাদেশের সুষ্ঠু গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার জন্য যুক্তরাষ্ট্রের এই নিষেধাজ্ঞাকে সমর্থন হিসেবেই আমি বিশ্লেষণ করতে চাই। এটি আমার ব্যক্তিগত বিশ্লেষণ, বলেন মোজেনা। যুক্তরাষ্ট্রে তার ভিসা নীতি তাদের উপরই প্রয়োগ করবে যারা সরকারের গুরুত্বপূর্ণ অবস্থানে থেকেও এই প্রক্রিয়াকে ক্ষতিগ্রস্ত করছে, যারা বিরোধী রাজনীতিতে থেকেও সঙ্কট তৈরি করেছে। যারা আইন-শৃঙ্খলার দায়িত্বে থেকেও অন্যায় করছে, যারা বিচার ব্যবস্থায় থেকেও ক্ষতিকর কাজ করছে, যারা গণমাধ্যমের বিকাশকে বাধাগ্রস্ত করছে, সুশীল সমাজকে এগুতে দিচ্ছে না তারাই এর আওতায় পড়বে। আমি মনে করি যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষে এটি একটি ভালো উদ্যোগ।

বাংলাদেশের ইতিহাসে এই প্রথম এমন নিষেধাজ্ঞার কথা বলা হয়েছে, অনেকেই এটিকে সার্বভৌম বাংলাদেশের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ বলে উল্লেখ করছেন কিন্তু আমি একে হস্তক্ষেপ হিসাবে দেখি না। আমি আমি মনে করি এটি স্রেফ বন্ধুর প্রতি বন্ধুর সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেওয়া। বাংলাদেশের সরকার, বিরোধী দল সকলেই এই সমর্থনকে সানন্দে গ্রহণ করবে এটাই মনে করেন ডান ড্যান মোজেনা।

টাইম টেলিভিশনের সিইও আবু তাহের, আলোচক নাজমুল আহসান, হাসান ফেরদৌস, ডা. মাসুদুর রহমান ও ইব্রাহীম চৌধুরীকে শুভেচ্ছা জানান বাংলাদেশে নিযুক্ত যুক্তরাষ্ট্রের এই সাবেক রাষ্ট্রদূত।

এর আগে জ্যাকসন হাইটসে বাংলাদেশী কমিউনিটির দেওয়া উষ্ণ অভ্যর্থনার করা স্মরণ করেন ড্যান মোজেনা। এ জন্য তিনি কমিউনিটি নেতাদের প্রতি ধন্যবাদ জানান। মোজেনা বলেন, বাংলাদেশে তার তিন বছরের দায়িত্ব পালন কালে বছরে চার বার আমেরিকা এসেছেন এবং এর মধ্যে বেশ কয়েকবার তিনি যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন স্থানে বাংলাদেশি কমিউনিটির কাছে গেছেন এবং তাদের সঙ্গে কথা বলেছেন। যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশি কমিউনিটিকেও তিনি অত্যন্ত দায়িত্বশীল ও উদ্যমী বলে উল্লেখ করেন।

AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER
Popular Tax Services
পপুলার ইনকাম ট্যাক্স সার্ভিসেস
72-26 Roosevelt Ave, 2nd Fl, Jackson Heights, NY 11372
Call/Text (347)-666-7862 & Call (718)-426-9453
Email: popultaxservices@gmail.com
Personal Income Tax Preparation for all industries:
■ All types of W2 & 1099 Income Tax Filing
■ Specialization in Uber Lyft & Rideshare Driver Tax Filing
■ Homeowners & Stock Market Trader Tax Filing
We provide Remote Personal Income Tax Filing
সঠিক, দ্রুত, সুনিপুন এবং
আইন সম্মত সার্ভিসে আমরা বিশ্বাসী
tax refund
কম খরচে সততা ও বিশ্বস্ততা সহিত ট্যাক্স
ফাইলিং এর জন্য আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন
Nahian Howladar Emon
BBA IO Psychology Baruch College
New York State Tax Preparer
(347)-666-7862
(718)-426-9453
পপুলার ড্রাইভিং স্কুল
www.populardrivingschoolny.com
Fully Insured & Licensed by NYS (DMV)
OPEN 7 DAYS
Road Lesson Local & Highway
5 Hours Class Certificate (Zoom Class)
Road Test Appointment
Car for Road Test
আব্দুর রহিম হাওলাদার
প্রেসিডেন্ট
বাসা থেকে পিকআপ এন্ড ড্রপ
6 Hours DDC Class
Good For TLC
718-426-9453, 917-301-2063
Popular Driving School Inc.
72-26 Roosevelt Ave, 2nd Fl, Jackson Heights, NY 11372
(Corner of 73 St & Roosevelt Ave)

AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER
মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের দয়ায়
সাফল্যের ২৭ বছর উদযাপন করছে
Empire Accounting & Tax Co.
আপনাদের সুবিধার্থে আমরা এখন উডসাইডে
(জ্যাকসন হাইটসের সন্নিকটে)
❑ আমরা ট্যাক্স সংশোধনী বিশেষজ্ঞ। ইতিমধ্যেই আমরা আমাদের ক্লায়েন্টদের হাজার হাজার ডলার সাশ্রয় করেছি ট্যাক্স সংশোধনীর মাধ্যমে।
❑ আইআরএস, নিউইয়র্ক স্টেট ডিপার্টমেন্ট বা নিউইয়র্ক স্টেট সেলস ট্যাক্স কর্তৃক ইস্যুকৃত জরিমানা নোটিশের অত্যন্ত সন্তোষজনক সমাধান
❑ পূর্বে ফাইলকৃত ত্রুটিপূর্ণ ইনকাম ট্যাক্স রিটার্ণ সংশোধন
❑ পরিবারের ইমিগ্রান্ট ভিসার জন্য সঠিক ইনকাম ট্যাক্স রিটার্ণ ও এফিডেবিট অব সাপোর্ট সংক্রান্ত সহায়তা
❑ আমরা বছরব্যাপী অফিস খোলা রাখি।
ইমিগ্রেশনের যে কোনো ফরম পূরণে সহায়তা দিয়ে থাকি
❑ সিটিজেনশীপ ❑ ফ্যামিলি পিটিশন ❑ NVC Case প্রসেসিং
❑ স্ট্যাটাস এডজাস্টমেন্ট ❑ এফিডেভিট অব সাপোর্ট
❑ এমপ্লয়মেন্ট অথরাইজেশন / গ্রীনকার্ড নবায়ন।
❑ Advanced Parole / Reentry Permit ইত্যাদি
37-03 61st Street, Woodside, NY 11377
Phone: 718-784-4158. Fax: 718-784-2678
Mon-Friday 10am-7pm, Saturday 10-5pm
President: Mohammed Rezaul Karim
M.Com. (Accounting), M.S.Ed.
23 years Experienced Tax Professional with IRS and 50 States
Permanent Certified Teacher by NYS Education Dept.
নিউইয়র্ক সিটি পাবলিক স্কুলে ১০ বছর শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা
Razi Islamic School-এ দুই বছরের শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা

শিল্পী কাদেরী কিবরিয়া
যোগাযোগ :
267-249-7687,
610-352-7123
Address:
146 Marlbrough Road
Upper Darby, PA 19082

বাংলা পত্রিকা পড়তে
ভিজিট করুন
banglapartikausa.com

Flight
LOWEST PRICE CHALLENGE
GLOBAL
NY 1 TRAVELS, INC
MIRZA M ZAMAN
আন্তর্জাতিক ও আভ্যন্তরীন
ফ্লাইটের টিকেট
সুলভ মূল্যে ক্রয় করুন
বাংলাদেশের ফ্লাইটের টিকেটে
রয়েছে বিশেষ ছাড় !!!
37-18 74th Street, Suite # 202, Jackson Heights, NY 11372
Tel: 646-750-0632
E-mail: globalnytravels@gmail.com

COMPUTER IT TRAINING
& JOB PLACEMENT
MyTechUSA
"YOUR DREAM BECOME TRUE"
Why "MyTechUSA"
- We "MyTechUSA" Company is taking our community members IT career dream on our Shoulder to make it real!
- After Job Placement we provide continuous support to our students while they are on the Job!
- Our courses are very much affordable! We Pay $500 referral bonus.
- We don't leave our students alone OR leave them behind from the beginning till the end of the course!

DATABASE → ADMINISTRATION
→ ENGINEERING
Microsoft
SQL Server
ORACLE
Azure
mongoDB.
NoSQL
Please Contact:
Zia Uddin Ahamed
CEO & President
Phone: 347-597-0885
571-208-5450
813-767-4600
E-mail: ziaahamed@ymail.com

Khalil Biryani House
খলিলের
খাবার দিয়ে আপনার
অনুষ্ঠান হয়ে উঠুক
জমজমাট
সম্পূর্ণ স্বাস্থসম্মত উপায়ে প্রস্তুত
2062 McGraw Ave
Bronx, NY 10462
Phone: 347-621-2884
1457 Unionport Rd.
Bronx, NY 10462
Phone: 718-409-6840
www.KHALILSFOOD.com

PEOPLE TECH
DevOps
Scrum Master
& Product Owner
(100% Scholarship for Training & Job Placement, Condition applied)
Saturday & Sunday
9:00 AM To 2:00 PM Starting from
NOV 02 2019
Saturday & Sunday
2:30 PM To 7:30 PM Starting from
NOV 02 2019
Software Testing (QA) Training & Job Placement
New York In Class Batches
Weekend Morning
9:00 AM To 2:00 PM
Selenium Starting from
October 19, 2019
Weekdays Evening
6:00 PM To 11:00 PM
Selenium Starting from
October 22, 2019
VA In Class Batches
Weekend Morning
9:00 AM To 2:00 PM
Selenium Starting from
November 16, 2019
Weekdays Evening
6:00 PM To 11:00 PM
Selenium Starting from
November 26, 2019
www.piit.us



বিশ্বকাপে বাংলাদেশের কবে কোথায় খেলা

স্পোর্টস ডেস্ক: বিশ্বকাপের ১৩তম আসর শুরু হবে ৫ অক্টোবর, বৃহস্পতিবার। তার আগে প্রস্তুতি জোরদারে লক্ষ্যে দুটি করে প্রস্তুতি ম্যাচ খেলার সুযোগ পাচ্ছে অংশগ্রহণকারী ১০টি দল। বৃহস্পতিবার বর্তমান চ্যাম্পিয়ন ইংল্যান্ডের মুখোমুখি হবে নিউজিল্যান্ড ক্রিকেট দল। পরের দিন ১৯৯২ সালের বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন পাকিস্তানের মুখোমুখি হবে নেদারল্যান্ডস। বিশ্বকাপের সেমিফাইনালের টিকিট নিশ্চিত করতে প্রতিটি দল ৯টি করে ম্যাচ খেলার সুযোগ পাবে।

৭ অক্টোবর শনিবার ১১টায় ভারতের ধর্মশালায় আফগান ম্যাচের মধ্য দিয়ে বিশ্বকাপ মিশন শুরু হবে বাংলাদেশের।

১০ অক্টোবর ১১টায় ধর্মশালায় সাকিব আল হাসানের নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশ ইংল্যান্ডের মুখোমুখি হবে।

১৩ অক্টোবর ২.৩০টায় চেন্নাইয়ে বাংলাদেশের প্রতিপক্ষ নিউজিল্যান্ড।

১৯ অক্টোবর ২.৩০টায় পুনেতে বিশ্বকাপের স্বাগতিক ভারতের মুখোমুখি হবে বাংলাদেশ।

২৪ অক্টোবর ২.৩০টায় ওয়াংখেড়ে বাংলাদেশের প্রতিপক্ষ দক্ষিণ আফ্রিকা।

২৮ অক্টোবর ২.৩০টায় কলকাতার ইডেন গার্ডেন্সে বিশ্বকাপের বাছাই পর্বে খেলে আসা নেদারল্যান্ডসের মুখোমুখি হবে টাইগাররা।

৩১ অক্টোবর ২.৩০টায় ইডেন গার্ডেন্সে পাকিস্তানের মুখোমুখি হবে বাংলাদেশ।

৬ নভেম্বর ২.৩০টায় দিল্লিতে শ্রীলংকার মুখোমুখি হবে বাংলাদেশ।

১১ নভেম্বর ১১টায় পুনেতে বিশ্বকাপে নিজেদের নবম ম্যাচে অস্ট্রেলিয়ার মুখোমুখি হবে সাকিবরা।

পয়েন্ট টেবিলের শীর্ষ চারটি দল ১৫ ও ১৬ নভেম্বর ২.৩০টায় ওয়াংখেড় এবং ইডেন গার্ডেন্সে দুই সেমিফাইনালে অংশ নিবে।



বিশ্বকাপে আছেন আতহার, নেই ওয়াসিম আকরাম

স্পোর্টস ডেস্ক: আগামী ৫ অক্টোবর পর্দা উঠবে আইসিসি ওয়ানডে বিশ্বকাপের। ৪৯ দিনে ৪৮ ম্যাচের এই টুর্নামেন্ট শেষ হবে ১৯ নভেম্বর। মেগা এই টুর্নামেন্টকে টেলিভিশন দর্শকদের কাছে আকর্ষণীয় করতে ধারাভাষ্য কক্ষে তারার মেলা বাসাচ্ছে আইসিসি। ক্রিকেট মাঠের পরিস্থিতি বর্ণনার দায়িত্ব পেয়েছেন তারকা ধারাভষ্যকাররা।

বিশ্বকাপের ৩৪ সদস্যের ধারাভাষ্য প্যানেলে বাংলাদেশের একমাত্র প্রতিনিধি হিসেবে থাকবেন আতহার আলী খান। তবে এই তালিকায় জায়গা হয়নি পাকিস্তানের সাবেক অধিনায়ক ওয়াসিম আকরামের। এমনকি ব্রডকাস্ট চ্যানেলগুলোর সঙ্গে চুক্তি করার সুবাদে হার্শা ভোগলে, কাস নাইডু, মার্ক নিকোলাস, নাটালি জার্মানোস, মার্ক হাওয়ার্ড ও ইয়ান ওয়ার্ড বিশ্বকাপ ধারাভাষ্যের সঙ্গে যুক্ত থাকলেও ওয়াসিম কেন নেই, এ নিয়ে বেশ আলোচনা হচ্ছে।

বিশ্বপকাপের ধারাভাষ্য প্যানেল: ইয়ান মরগ্যান, রিকি পন্টিং, শেন ওয়াটসন, লিসা স্থালেকার, রমিজ রাজা, রবি শাস্ত্রী, অ্যারন ফিঞ্চ, সুনীল গাভাস্কার, ম্যাথু হেইডেন, নাসের হুসেইন, ইয়ান স্মিথ, ইয়ান বিশপ, ওয়াকার ইউনিস, শন পলক, আনজুম চোপড়া, মাইক আথারটন, আতহার আলী খান, সাইমন ডুল, পুমেলেলো এমবাংওয়া, সঞ্জয় মাঞ্জরেকার, কেটি মার্টিন, দীনেশ কার্তিক, ডার্ক ন্যানিস, স্যামুয়েল বদ্রি, রাসেল আরনল্ড, হার্শা ভোগলে, কাস নাইডু, মার্ক নিকোলাস, নাটালি জার্মানোস, মার্ক হাওয়ার্ড ও ইয়ান ওয়ার্ড।

বিশ্বকাপে পাকিস্তানী ক্রিকেটারের লজ্জার রেকর্ড!

স্পোর্টস ডেস্ক: আগামী বৃহস্পতিবার ভারতের আহমেদাবাদের নরেন্দ্র মোদি স্টেডিয়ামে শুরু হবে ক্রিকেট বিশ্বকাপের ১৩তম আসর। আন্তর্জাতিক ক্রিকেট কাউন্সিলের (আইসিসি) এই গুরুত্বপূর্ণ টুর্নামেন্টের ইতিহাসে সবচেয়ে বেশিবার শূন্য রানে আউট হয়েছেন কোন কোন ক্রিকেটার? এক্ষেত্রে লজ্জার রেকর্ড রয়েছে পাকিস্তানের। তালিকায় আর কারা?



ইজাজ আহমেদ (পাকিস্তান)
বিশ্বকাপে বেশ কিছু লজ্জার পারফরম্যান্স রয়েছে কয়েকজন পাক ক্রিকেটারের। এর মধ্যে প্রথমেই বলতে হবে ইজাজ আহমেদের কথা। ১৯৮৭ থেকে ১৯৯৯ পর্যন্ত মোট চারবার এই টুর্নামেন্টে অংশ নেন তিনি। ওয়ার্ল্ড কাপের ২৬টি ইনিংসের মধ্যে মোট ৫ বার শূন্য রানে আউট হন ইজাজ। যা এখনও পর্যন্ত কোনও খেলোয়াড়ের সর্বাধিক রান না করে প্যাভিলিয়নে ফিরে যাওয়ার রেকর্ড। পাকিস্তানের ১৯৯২ সালের বিশ্বকাপ জয়ী এই তারকা ক্রিকেটার বিশ্বকাপে ৫১৬ রান করেছেন।

নাথান অ্যাস্টলে (নিউজিল্যান্ড)
পাকিস্তানের বিশ্বকাপজয়ী তারকা ইজাজ আহমেদের মতোই ওয়ানডে বিশ্বকাপে সর্বাধিক পাঁচবার শূন্য রানে আউট হওয়ার রেকর্ড রয়েছে নিউজিল্যান্ডের নাথান অ্যাস্টলের। ১৯৯৬ থেকে ২০০৩-র মধ্যে মোট তিনটি ওয়ার্ল্ড কাপ খেলেছেন অ্যাস্টলে। এই টুর্নামেন্টে ২২টি ইনিংসে করেছেন ৪০৩ রান।

কাইলে ম্যাককালান (আয়ারল্যান্ড)
আয়ারল্যান্ডের কাইলে ম্যাককালান বিশ্বকাপে শূন্য রানে আউট হয়েছেন মোট চারবার। একমাত্র ২০০৭-র ওয়ার্ল্ড কাপেই দেখা গিয়েছিল তাকে। সেবার ৮টি ইনিংসে কাইলে করেন মাত্র ৩৩ রান।

ড্যারেন ব্র্যাভো (ওয়েস্ট ইন্ডিজ)
২০১১ থেকে ২০১৯ পর্যন্ত তিনটি বিশ্বকাপ খেলেছেন ওয়েস্ট ইন্ডিজের ড্যারেন ব্র্যাভো। এই টুর্নামেন্টে ১১ বার ব্যাট করতে নামার সুযোগ পান তিনি। এর মধ্যে চার বারই ফেরেন শূন্য রানে। ওয়ার্ল্ড কাপে তার ব্যাট থেকে এসেছে ২০৭ রান।

বিশ্বকাপের আগে বাবরের প্রশংসায় পঞ্চমুখ অস্ট্রেলিয়ান তারকারা



স্পোর্টস ডেস্ক: আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে অভিষেকের পর থেকেই ধারাবাহিক রান করে যাচ্ছেন বাবর আজম। পাকিস্তানের ২৯ বছর ছুঁই ছুঁই এই তারকা ক্রিকেটার ইতোমধ্যে ৩১টি সেঞ্চুরির সাহায্যে সাড়ে ১২ হাজার রান করেছেন। পাকিস্তানের অধিনায়ক বাবর আজমের ধারাবাহিকতা দেখে ক্রিকেট বিশ্লেষকদের অনেকেই ভারতীয় তারকা ক্রিকেটার বিরাট কোহলির সঙ্গে তুলনা করা শুরু করে দিয়ছেন।

আগামী ৫ অক্টোবর বৃহস্পতিবার ভারতে শুরু হবে বিশ্বকাপ। তার আগে পাকিস্তানের অধিনায়কের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন অস্ট্রেলিয়ার তারকা পেসার জশ হ্যাজলউড ও তারকা ব্যাটসম্যান মার্নাস লাবুশেন। হ্যাজলউড বলেন, বাবর আজম সম্ভবত অন্য ক্রিকেটারদের থেকে একটু ছোট, সে বিরাট কোহলির পথ অনুসরণ করে দ্রুত এগুচ্ছে। বাবর আজমের রান করা দেখে মনে হচ্ছে কোহলি থেকে কয়েক রান পিছিয়ে রয়েছে, কিন্তু পরিসংখান দেখলে অবিশ্বাস্য লাগে!

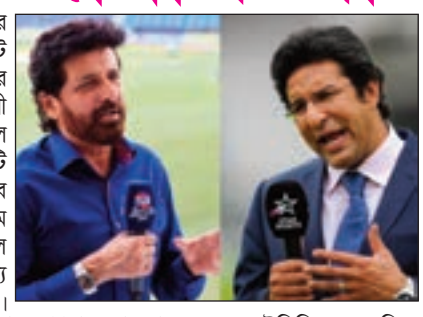
অস্ট্রেলিয়ার হয়ে ইতোমধ্যে টেস্ট, ওয়ানডে ও টি-টোয়েন্টি মিলে ৪১২ উইকেট শিকার করেছেন হ্যাজলউড। ৩২ বছর বয়সী এই তারকা ক্রিকেটার আরও বলেন, বাবর আজমের মধ্যে সহজাত কিছু গুণ রয়েছে। আমি দেখেছি সে বোলারদের দক্ষতার সাথে মোকাবেলা করতে পারে। সে গ্যাপ খুঁজে বাউন্ডারি হাঁকাতে সক্ষম। সে স্পিনে দুর্দান্ত খেলে, একজন তারকা ব্যাটসম্যান হিসেবে তার সকল বৈশিষ্ট্য রয়েছে।

অস্ট্রেলিয়ান তারকা ব্যাটসম্যান মার্নাস লাবুশেন বলেছেন, বিরাট কোহলি এবং স্টিভ স্মিথের তুলনায় বাবর আজম কম ম্যাচ খেলেছে। তারপরও বাবরের রান তোলার গতি অসাধারণ। সে বহুমুখী প্রতিভার অধিকার। টেস্ট, ওয়ানডে ও টি-টোয়েন্টি মিলে ২৯১ ইনিংস খেলে ৩১টি সেঞ্চুরি আর ৮৪টি ফিফটির সাহায্যে বাবর আজম ইতোমধ্যে ১২ হাজার ৬৬৬ রান করেছেন।

আইসিসির ওয়নাডে র‍্যাংকিংয়ে বর্তমানে শীর্ষে রয়েছেন বাবর। টি-টোয়েন্টিতে তৃতীয় আর টেস্টে চতুর্থ পজিশনে রয়েছেন পাকিস্তানের এই অধিনায়ক।

বিশ্বকাপের দুটি মাসকটের নাম জানাল আইসিসি

স্পোর্টস ডেস্ক: ভারত বিশ্বকাপের জন্য দুটি মাসকট গত আগস্টে উন্মোচন করেছিল আইসিসি। এর মধ্যে একটি পুরুষ ও একটি নারী মাসকট। মূলত লিঙ্গ সমতা তুলে ধরতেই নারী-পুরুষ মিলিয়ে দুটি মাসকট বাছাই করা হয়। তবে তখন নাম জানানো হয়নি। নাম বাছাইয়ের দায়িত্ব আইসিসি তুলে দেয় সমর্থকদের ওপর। এ জন্য ভোটাভুটির আয়োজন করা হয়।



আইসিসি ইভেন্ট বিভাগের প্রধান ক্রিস টেটলি জানিয়েছিলেন, সমর্থকেরা যে দুটি নাম সবচেয়ে বেশি প্রস্তাব করবেন, মাসকট দুটির নাম হবে সে দুটিই।

বিশ্বকাপের পাঁচ দিন আগে শনিবার (৩০ সেপ্টেম্বর) দুটি মাসকটের নাম জানিয়েছে আইসিসি। একটির নাম ব্লেজ ও আরেকটির নাম টঙ্ক। 'ব্লেজ' হচ্ছে নারী মাসকট। আর টঙ্ক হচ্ছে পুরুষ মাসকট। ছবিতে লাল পোশাক পরিহিত মাসকটটি হচ্ছে নারী, নীল রঙেরটি হচ্ছে পুরুষ।

মাসকট দু'টি বিশ্বকাপের সব ভেন্যুতে ঘুরবে বলে জানিয়েছে আইসিসি। গ্যালারিতে সমর্থকদের সঙ্গে মাঠের উত্তেজনা ভাগাভাগি করবে তারা।

মায়ামিতে কতটা বিলাসবহুল জীবন কাটান মেসি?

স্পোর্টস ডেস্ক: ইউরোপের ফুটবলকে বিদায় জানিয়ে প্রথমবারের মতো ইউরোপের বাইরে পাকাপোক্তভাবে বসত গড়লো মেসি-পরিবার। ইন্টার মায়ামি কর্তৃপক্ষ মেসির সঙ্গে আলোচনা করেই তার থাকার পাকা ব্যবস্থা করেছে যুক্তরাষ্ট্রের ফ্লোরিডার ফোর্ট লডারডেলে, যার মূল্য বাংলাদেশী মুদ্রায় প্রায় ১১৮ কোটি টাকা।

যদিও ইন্টার মায়ামিতে যোগদান করার আগে যুক্তরাষ্ট্রের এই দক্ষিণ অঙ্গরাজ্যে প্রায়শই পরিবার নিয়ে ছুটি কাটাতে যেতেন আর্জেন্টাইন তারকা। তাই সেখানকার অভিজাত বিলাসবহুল পোর্শে ডিজাইন টাওয়ার ভবনের ৬০ তলায় ৪,৪০০ স্কয়ার ফুটের ফ্ল্যাট আগেই তিনি কিনে রেখেছিলেন, যার দাম (প্রায় ৯ মিলিয়ন ডলার) বাংলাদেশী টাকায় প্রায় ৯৭ কোটি ৩৭ লাখ টাকারও বেশি। সেখান থেকে সড়ক পথে মায়ামির হোমগ্রাউন্ড ডিআরভি পিএন-এর দূরত্ব প্রায় ২৫ মিনিটের। বাসা থেকে মাঠে যেতে প্রায়ই ট্রাফিক জ্যামের সম্মুখীন হতেন মেসি। এ কারণেই মূলত নতুন বাড়ি খুঁজে নিলেন বিশ্বসেরা এই ফুটবলার।

ইন্টার মায়ামি সভাপতি ডেভিড বেকহ্যাম যে মেসিকে দলে ভেড়াতে চান সে ব্যাপারে অনেকদিন ধরেই খোলামেলাভাবে কথা বলে আসছিলেন মিডিয়াতে। সেই স্বপ্নের বাস্তবায়ন ঘটিয়ে চলতি বছর জুলাইয়ের ২১ তারিখে সব জল্পনা-কল্পনা কাটিয়ে আমেরিকান ক্লাবটিতে যোগদান করেন লিওনেল মেসি। তবে রাজাকে রাখতে হলে রাজমহলের দরকার তো পরবেই। তাই সবধরনের প্রস্তুতিই হাতে রেখেছিল সাবেক ইংলিশ ফুটবলার ও মায়ামি ম্যানেজার ডেভিড বেকহ্যাম।

ফ্লোরিডায় মেসির নতুন শতকোটি টাকা মূল্যের বাড়িটির আয়তন ১০,৫০০ বর্গফুট, যা কিনা ফোর্ট লডারডেলের অভিজাত এলাকা বে কলোনির গেটেড কমিউনিটিতে অবস্থিত। ফোর্বসের তথ্যমতে, চারপাশে লেকে ঘেরা বাড়িটির ভেতরে রয়েছে আটটি শয়নকক্ষ, সাড়ে ৯টি বাথরুম, খোলামেলা এক রান্নাঘর, বিলাসবহুল সুইমিংপুল এবং তিনটি গাড়ির গ্যারেজ। বাড়িটিতে আরো রয়েছে একটি স্পা, জিম এবং দুটি বোট ডক। বাড়িটির জন্যে



বছরে তার কর গুনতে হবে ৬৭,০০০ পাউন্ড (প্রায় ৯০ লাখ টাকা)।

বাইরের মতো অনন্য সজ্জায় সজ্জিত বাড়ির ভেতরটাও। রয়েছে ভেড়ার আদলে বানানো রুম। ঝকঝকে রঙিন আলোর মধ্যে প্রকৃতির আলোতে যেনো ভাটা না পরে সেজন্যে রয়েছে বিশাল বিশাল জানালা, যেখান থেকে সমুদ্রপাড় সহ উপভোগ করা যায় সমুদ্রটাও। কলিন্স এভিনিউয়ের পুরো নয় তলার রেগালিয়া টাওয়ার এবং কাছের ট্র্যাম্প রয়্যাল টাওয়ারের দুটি বিলাসবহুল ইউনিটও রয়েছে মেসির ব্যক্তিগত সম্পত্তির তালিকায়।

তবে সেই ব্যয়বহুল চোখ ধাঁধানো চারদেয়ালের বাইরে মেসি সবচাইতে বেশি হয়তো উপভোগ করছেন আমেরিকান পরিবেশকে। খেতে যাচ্ছেন নামীদামি সব রেঁস্তোরায়, যেখানে ভক্তদের আবদার হাসিমুখে মেনে নিচ্ছেন আর্জেন্টাইন এই ফুটবল কিংবদন্তী। ইতোমধ্যেই মেসিকে বউবাচ্চাসহ ঢু মারতে দেখা গিয়েছে মায়ামির বিখ্যাতসব রেঁস্তোরায় যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য বহুল আলোচিত জাপানিজ স্টেকহাউজ এবং লাউঞ্জ গেকো। সুশি, ১০০০ পাউন্ডের স্টেক এবং নামীদামি সব ককটেলের গ্লাসের ভিড়ে শহরের পুরোটা জাদু মনে হতে পারে এখানেই।

পরিবার নিয়ে প্রথম নাইট আউটে মেসি বেছে নেন মায়ামির এক বিচ পাস্তা রেঁস্তোরা ক্যাফে প্রিমা পাস্তাকে। সেখানে পাস্তার দাম শুরু হয় বাংলাদেশী মুদ্রায় প্রায় ২১০০ টাকা থেকে এবং দামি খাবারের সবচাইতে উপরে রয়েছে সি ফুড লিঙ্গুইনি যার মূল্য প্রায় তিন হাজার টাকা। মেসির পুত্ররা যে মেন্যুতে থাকা বিভিন্ন ধরনের ডেজার্ট, তিরামেসু থেকে শুরু করে চিজকেক এবং হরেক পদের আইসক্রিম উপভোগ করেছে তা এক প্রকার অনুমেয়ই। আমেরিকান জীবন মানেই কেনাকাটার স্বর্গরাজ্য। সেই জীবনের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেয়ার জন্যেই হয়তো মেসি পুরোদমে কেনাকাটাও শুরু করে দিয়েছেন। গত জুলাইয়ে দক্ষিন ফ্লোরিডায় পাবলিক্সে মেসিকে তার শপিং ট্রলি ভর্তি করতে দেখা যায়। এতসবের মধ্যে ভক্তদের আবদার মেটাতেও যখন তখন দাঁড়িয়ে পড়ছেন ক্যামেরার সামনে। ভক্তরাও একদৃষ্টে চিনে ফেলছে বিশ্বসেরা ফুটবলারকে।

এই বৃষ্টিস্নাত অভিজ্ঞতার আগে নতুন জায়গায় সবকিছু থেকে কয়েকদিনের জন্যে ছুটি নিয়েছিলেন মেসি দম্পতি। সাধারন কোনো দম্পতি মধুচন্দ্রিমায় নতুন জায়গায় যেভাবে সময় কাটায় ঠিক সেভাবেই একসাথে উপভোগ করেছেন দুজন। সমুদ্রপাড়ে একসঙ্গে হাত ধরে হেঁটেছেন তারা যার দেখা মেলে আন্তোনেলার ইন্সটাগ্রামে। সুন্দর কিছু মুহূর্ত ক্যামেরা বন্দী করে তিনি লিখেছেন Parasio যার বাংলা অর্থ 'স্বর্গ'। সত্যিই হয়তো পৃথিবীর স্বর্গসুখ পুরোটাই উপভোগ করছে এই দম্পতি।

তৃতীয় বিয়ে সারলেন রোনালদো



স্পোর্টস ডেস্ক: তৃতীয়বার বিয়ে করলেন রোনালদো। তৃতীয় স্ত্রী তার চেয়ে বয়সে ১৪ বছরের ছোট। ব্রাজিলের বিশ্বকাপজয়ী লিজেন্ড ফুটবলার রোনালদোর বয়স ৪৭। আর তার নববিবাহিতার বয়স ৩৩। নাম সেলিনা লকস। তিনি একজন মডেল।

এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানিয়েছে স্প্যানিশ সংবাদমাধ্যম মার্কা। এতে বলা হয়, গত ২৪ সেপ্টেম্বর রোববার স্পেনের ইবিজায় বিয়ের আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন হয়। সাবেক ব্রাজিলীয় স্ট্রাইকার ও তার নবপরিণীতা দু'জনই বিয়ের অনুষ্ঠানে সাদা পোশাক পরেছিলেন। অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত অতিথিদের মধ্যে ছিলেন দুই পরিবারের সদস্য ও বন্ধুবান্ধবরা। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে প্রকাশিত বিয়ের ছবিতে দেখা যায়, হাত ধরে হেঁটে যাচ্ছেন নবদম্পতি। আর তাদের ওপর দু'পাশ থেকে ফুলের পাপড়ি ছিটিয়ে দিচ্ছেন আগতরা। ফেসবুক পোস্টে সেলিনা লিখেছেন, 'আজ আমরা দুজনে এক হলাম। একসঙ্গে আমরা বুড়ো-বুড়ি হতে চাই। জীবনে আরও বহুবার দু'জনে মিলে এভাবেই উৎসব করব।' এ বছর জানুয়ারীতে ক্যারিবীয় দ্বীপপুঞ্জে বেড়াতে গিয়ে রোনালদো বিয়ের প্রস্তাব দেন সেলিনাকে। তখনই তাদের বাগদান হয়। সাত বছর ডেটিং করার পর সেলিনা ব্রাজিলের ফুটবল আইকন রোনালদোর তৃতীয় স্ত্রী হতে রাজি হন।

'সানিয়ার স্বামী' পরিচয় মুছে ফেললেন শোয়েব!

স্পোর্টস ডেস্ক: বিচ্ছেদের গুঞ্জনের কারণে গত বছর বেশ কয়েকবারই সংবাদের শিরোনাম হয়েছেন তারকা দম্পতি শোয়েব মালিক ও সানিয়া মির্জা। সম্প্রতি শোয়েবের ইনস্টাগ্রাম 'বায়ো' পরিবর্তনের পর তাদের বিচ্ছেদের গুঞ্জন আবারও জোরালো হয়ে উঠেছে। বেশ কিছু দিন ধরেই নাকি শোয়েব-সানিয়াকে একসঙ্গে দেখা যাচ্ছে না। এতদিন ইনস্টাগ্রাম 'বায়ো'তে শোয়েব নিজের পরিচয় দিতেন 'একজন সুপারউইমেন সানিয়া মির্জার স্বামী' বলে। কিন্তু এই পরিচয়টা এখন আর নেই। তার বদলে শোয়েব লিখেছেন 'লিভ আনব্রোকেন'।

এ ছাড়া নিজের অ্যাথলেট পরিচয় এবং সন্তানের বাবার পরিচয় আগেও ছিল, এখনো আছে। শুধু সানিয়া মির্জার নাম মুছে ফেলেছেন শোয়েব, যা দেখে অনেকের ধারণা দু'জনের সম্পর্ক হয়তো এরই মধ্যে ভেঙে গেছে। ২০১০ সালে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন পাকিস্তানের ক্রিকেট তারকা শোয়েব মালিক ও ভারতের টেনিস তারকা সানিয়া মির্জা। ২০১৮ সালে ইজহান মির্জা মালিক নামে এক পুত্রসন্তানের জন্ম দেন এ দম্পতি।

বিয়ের প্রায় ১২ বছর পর গত বছরের নভেম্বরে এই দম্পতির বিচ্ছেদের গুঞ্জন ওঠে। বেশ কয়েকটি ঘটনার সূত্র ধরে ভক্তরা তাদের বিচ্ছেদের ব্যাপারে আলোচনা তোলেন। তবে এখন নেটিজেনদের মতে, সব পরিচয় আগের মতো থাকলেও স্বামী পরিচয় আড়াল করাটা ইঙ্গিতপূর্ণ। দীর্ঘদিন ধরে শোয়েব-সানিয়াকে একসঙ্গে কোনো অনুষ্ঠানে দেখা যাচ্ছে না। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে নিয়মিত ছবি পোস্ট করলে স্ত্রী সানিয়ার সঙ্গে তোলা ছবি প্রকাশ করেন না শোয়েব। দু'জন যে আলাদা থাকছেন, সেটি অনেকটাই নিশ্চিত।

এশিয়ান গেমসের বর্ণিল উদ্বোধন

ওমর ফারুক রুবেল, হাংঝু (চীন) থেকে: সকালে সূর্য উঠল, পাখিরা কিচিরমিচির ডাকল। উত্তাল সাগরে ঢেউ উঠল, নদীতে নৌকা চলল। নৌকাতে বসা চীনের ঐতিহ্যবাহী পোশাক পরা একদল তরুণ-তরুণী। রাতের আঁধারে আকাশ থেকে ডানা মেলে নেমে এলো পরীরা। এক স্টেডিয়ামে বসেই দেখা গেল সব। গত ২৩ সেপ্টেম্বর শনিবার আলোর রোশনাই ও প্রযুক্তির ভেলায় চড়িয়ে 'এশিয়ান গেমসে' এশিয়াবাসীকে স্বাগত জানাল চীনের প্রযুক্তির শহর হাংঝু।

অবশ্য তার আগেই চীনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং 'হাংঝুতে স্বাগতম, এশিয়ান গেমসের উদ্বোধন ঘোষণা করছি' বলার সঙ্গে সঙ্গে আতশবাজি পুড়ল। সবই থ্রিডিতে। খরচ হলো না কোনো অর্থ। সেটাও দেখা গেল হাংঝুর অলিম্পিক ইনডোর স্টেডিয়ামের বড় পর্দায়। আধুনিক প্রযুক্তিতে চীনারা যে বিশ্বসেরা, সেটা আবার প্রমাণ হলো হাংঝু এশিয়াডের বর্ণিল উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে।

কথা কম বলেন, কাজ বেশি করেন- তাই বোধহয় চীনে এত জনপ্রিয় প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং। স্ত্রীসহ স্টেডিয়ামে প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে পুরো স্টেডিয়ামজুড়ে হাততালি দিয়ে তাকে স্বাগতম জানাতে দেখা গেল দর্শকদের।

এছাড়া মার্চপাস্টে আসা এশিয়ার প্রত্যেকটি দেশের ক্রীড়াবিদদের হাততালি দিয়ে অভিনন্দন জানিয়েছেন হাংঝুবাসী। মার্চপাস্টে বাংলাদেশের পতাকা বহন করেন উপমহাদেশের প্রথম গ্র্যান্ডমাস্টার নিয়াজ মোরশেদ এবং নারী ফুটবল দলের অধিনায়ক সাবিনা খাতুন।

লড়াইটা জমজমাটই হচ্ছে।

হাংঝুর পাঁচ হাজার বছরের ইতিহাস ঐতিহ্যকে তুলে ধরতে ছিল ১১৫ মিনিটের নানা আয়োজন। কার্বন নিঃসরণ কমানোর জন্য এবার ছিল না আতশবাজি; যা এশিয়ান গেমসের ইতিহাসে প্রথম। তবে থ্রিডি লাইটে এমনভাবে সবকিছু ফুটিয়ে তোলা হয়েছে, যাতে মনে হবে আতশবাজি ফুটছে। মার্চপাস্টের পর আর্টিস্টিকস নাচের সঙ্গে স্কুল-কলেজের শিক্ষার্থীদের গান গেমসের থিম সং 'লাভ উই শেয়ার' মাতিয়েছে দর্শকদের।

প্রথমে চীনের পতাকা নিয়ে স্টেডিয়ামে প্রবেশ করেন অলিম্পিকে স্বর্ণজয়ী সাঁতারু কিন হাইয়াং। মার্চপাস্টে অংশ নেন চীনের ১৩২৯ জন ক্রীড়াবিদ। এরপর একে একে মার্চপাস্টে অংশ নেন অংশ নেওয়া দেশগুলোর ক্রীড়াবিদরা। প্রতিটি গ্যালারির সামনে ভেসে উঠেছে ডিজিটাল এনিমেশন।

মার্চপাস্টে আলাদা নজর কেড়েছে ভারতের পোশাক। সামুরাইয়ের দেশ জাপান মার্চপাস্টে এসেছে সাদামাটাভাবে। স্বেচ্ছা নির্বাসন থেকে ফেরা উত্তর কোরিয়া এখানেও নিজেদের আলাদা করেছে তাদের আচার-আচরণ দিয়ে। যথারীতি নিজেদের ঐতিহ্যবাহী পোশাক কাবলি কটি পরে মার্চপাস্টে আসে পাকিস্তান। সবার শেষে মার্চপাস্টে আসে চীন। স্বাগতিকদের আগমনে মুখরিত হয় গ্যালারি। তাদের বিদায়ের মধ্যদিয়ে একঘণ্টার মার্চপাস্ট শেষ হয়।

এরপর অলিম্পিক কমিটি অব এশিয়ার ভারপ্রাপ্ত প্রেসিডেন্ট রাজা রানধীর সিং, অলিম্পিক কমিটি অব



লাল-সবুজের দলকে নেতৃত্ব দেন বাংলাদেশ অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের (বিওএ) মহাসচিব সৈয়দ শাহেদ রেজা ও শেফ দ্য মিশন একে সরকার। ৪৫ দেশের প্রায় সাড়ে ১২ হাজার ক্রীড়াবিদের এই মহাযজ্ঞের মাঠের লড়াই শুরু হয়েছে পাঁচদিন আগে। ফুটবল ও ক্রিকেটের

চীনের প্রেসিডেন্ট জাং জিধানকে নিয়ে গেমসের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন চীনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং। শেষে গেমসের মশাল প্রজ্বালন করেন অলিম্পিকে স্বর্ণজয়ী সাঁতারু ওয়াং শুন ও আরেক স্বর্ণজয়ী ব্যাডমিন্টন তারকা লি লিংওয়ে।

অসাধারণ নেতৃত্ব, ধর্মবোধ ও শিক্ষার এক দৃষ্টান্ত আনোয়ার ইব্রাহিম

.....স্যার ড. আবু জাফর মাহমুদ, *গ্লোবাল পিস অ্যামব্যাসেডর*



মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী দাতো সেরি আনোয়ার ইব্রাহিমকে জুব্বা ইসলামিক সেন্টার অফ ম্যানহাটানে নিউ ইয়র্কের মুসলিম কমিউনিটির পক্ষ থেকে ফুলেল শুভেচ্ছা জানান গ্লোবাল পিস অ্যামব্যাসেডর স্যার ড. আবু জাফর মাহমুদ।

মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী আনোয়ার ইব্রাহিম ইসলামিক কালচারাল সেন্টার অফ নিউইয়র্কে যুহলাকার ও লুইসদন কোরআন শরীফ প্রদান করেন। কোরআন শরীফ হাতে নিয়ে স্যার ড. আবু জাফর মাহমুদ, আহমেদ বিন ইউসুফ আল আজহারি, ইমাম শেখ সাদ জালো ও ইমাম শহীদুল্লাহ।

ইসলামিক কালচারাল সেন্টার অফ নিউ ইয়র্কে মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী আনোয়ার ইব্রাহিমের মাধ্যমে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন অন্য ধর্মের এক তরুণ। তাকে বুকে জড়িয়ে নেন গ্লোবাল পিস অ্যামব্যাসেডর স্যার ড. আবু জাফর মাহমুদ। তিনি বলেন তার ও তার পরিবারের পাশে থাকা আমাদের সবার কর্তব্য।



মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী দাতো সেরি আনোয়ার ইব্রাহিম জুব্বার ইসলামিক সেন্টার অফ ম্যানহাটানে জুম্মার নামাজে খুৎবা পাঠ করেন।

ALEGRA HOME CARE INC. Care With Love is Humanity 888-212-3237
PEOPLE UNITED FOR PROGRESS POLITICAL RIGHTS FOR ETHNIC COMMUNITIES
Abu Zafar Mahmood Foundation
জয় বাংলাদেশ JOY BANGLADESH MEDIA INC.
JBTV JOY BANGLADESH TELEVISION
COPAP SERVICES 888-212-3237

সাহিত্য সাময়িকী

মাঠের স্বপ্ন
নাসরীন নঈম

ঘর ছেড়ে মাঠে নামো সব
কতো আর ঘরকুনো প্রেম দিয়ে
সংসার গড়বে–
সংসার কখনো দেয় না কিছুই
দুঃখ ছাড়া। বুকের পাঁজর ভেঙে
গ্লাস গ্লাস রক্ত ঘাম অনর্থক হয়ে যায়।

শ্রাবণের কাদামাটি মাখা মাঠের চৌদিকে
নিজেকে ছিটিয়ে দাও–
বিজলির চমক চোখের কোণে মেখে নাও
মেঘের গম্ভীর ঘন ডাক শুনে খুশি হও।

হুড়মুড় করে বৃষ্টি নামুক আকাশ ভেঙে
চারদিক আঁধারের অধিক হোক
হৃদয়ের শুকনো নদীতে মেধার প্লাবন আসুক আবার
জীবনবোধের চাষ করা আলের জমিতে
তরতর করে গজিয়ে উঠুক ধান-কলাইয়ের সতেজ বীজ
মাঠ হোক জীবনের শস্য-শ্যামল টগবগে স্বপ্ন।

পোড়া জখম
এবি ছিদ্দিক

অন্ধের মতোন গোগ্রাসে গিলছি পলিমাটি
পলাতক সময়ে যৌথ মন উজান ঠেলে
সহাস্যে উড়িয়ে দেয় সমূদয় বিরামচিহ্ন
বেদনার সেলাই ফোঁড়ে চলে হাওয়াই শৃঙ্গার

যৈবতী শ্রাবণনদীর তীরে ঘাসফুল গালিচা
কবিতার ঝলমল প্রাসাদেও আজ ফুলশয্যা রাত
তন্দ্রা মিশ্রিত হাতে মেহেদীর গন্ধ ম ম করে
পোড়া জনমের ক্ষতে বেলোয়ারি মলম

অন্তহীন সুর বেজে উঠে মনোজগতে
চলমান শ্রাবণগীতি শুনিয়ে যায় দেহ বিলাস
ফোঁটায় ফোঁটায় ঝরে পড়ে সুখের সঞ্জীবনী
কৃষি সভ্যতায় ঝালি কুমড়া ঝুলে মাচার নীচে

রেসের ঘোড়া
খসরু পারভেজ

রেসের ঘোড়া আমাকে টেনে নিয়ে যায় বহুদূর
শুধু মিথ্যা চাবুক আমার হাতে
আমি ওকে শুধু তাড়ানোর ভান করি

চারপাশে হাততালি
সবাইকে পেছনে ফেলে পৌঁছে যাই লাল নিশানের কাছে
আমি কি পৌঁছাই, না ঘোড়াটিই আমাকে পৌঁছে দেয়

আমাকে মাথায় তুলে সবাই নাচতে থাকে
আমি যেন যুদ্ধে ফিরে পাওয়া এক নতুন দেশ

আমার মাথায় লরেল পাতার মুকুট
গলায় ঝুলিয়ে দেওয়া সোনার মেডেল
পক্ষপাত তুষ্ট মানুষগুলোর সঙ্গে আমিও নাচতে থাকি

জনবহুল ময়দানের একপাশে
মাটিতে মুখ রেখে রেসক্লান্ত ঘোড়াটি কাঁদে
এই পাতার মুকুট, সোনার মেডেল তো ওরই প্রাপ্য ছিল

মানুষগুলো শুধু বিজয়ের ছল দেখে, বিজয়ীকে দেখে না

রেসের ঘোড়াই আমাকে পৌঁছে দেয়
আমি শুধু নির্বিকার তার লাগাম ধরে রাখি।

বারবার ফিরিয়ে দেয়ার পর
মাসুম আহমদ

যেখানে মানুষ মাটি হয়ে যায়
এবং মাটি মানুষ হয়ে যায়
আমি সেখান থেকে আসা লোক,
আমাকে তোমরা গ্রহণ করো!

যেখানে ফু দিয়ে শূন্যে মিশে যাওয়া যায়
শূন্যতা বেলাশেষে মিশে যায় আলিঙ্গনে
আমি সেখান থেকে আসা লোক,
আমাকে তুমি গ্রহণ করো!

আসমানের প্রহরীরা আমাকে ফিরিয়ে দিয়েছে,
জমিনের মালিকেরা আমাকে ফিরিয়ে দিয়েছে,
আমি এখন পিঞ্জিরার ভিতর বসে
পাখির চোখে দেখছি মানুষের মুক্তি,
পিঞ্জিরার তালা খুলে
তুমি অথবা তোমরা
আমাকে গ্রহণ করো!

আমার সফর মাটি থেকে মানুষ হয়ে
শূন্যতায় গিয়ে শেষ হউক,
ধ্যানে, গন্ধে ও মুক্তির আলোয়
মানুষ আরো অমৃত হয়ে উঠুক।

ভালোবাসা
রুহুল কাদের

১.
ভালোবাসলে ফুরিয়ে ফেলো না এক চুমুকে, পলকে।
সোনার ডিমপাড়া হাঁসের আখ্যান মনে রেখো
সময় দিলে প্রতিদিন দেবে একটি একটি দামি ডিম।

ঘৃণা করলেও এক আঘাতে মেরো না।
গল্পের মিথ্যুক রাখালের কথা স্মরণ করো
বাঘ বাঘ বলতে বলতে
তামাশার প্রপঞ্চ ভেঙে একদিন এসেছিল ঠিক ;
ভালোবাসাকে সময় দাও
হাত পেতে সময় নাও।
ঘৃণাকেও সময় দাও-
ক্রমে ক্রমে জমে জমে ভালোবাসা হোক

২.
ভালোরা
ভালোবাসে,
কুকুর ঢালে লালাবিষ আদিম বিদ্বেষে।

আয়ুরেখা
জেবুন্নেছা জোৎস্না

চালক থামালে গতি, ব্যস্ত সময় সন্ধ্যা নামায়
গীর্জার ঘন্টায় ভাসে মুহুর্মুহু বজ্রের সানাই।
সাদা শার্ট, ভেজা দেহ- জলের জননতন্ত্র ফেনায়
উন্মূল সৌন্দর্যে জাগে আফ্রোদিতি- বিদ্যুৎ রোশনাই!

দুই চাকার সাইকেলে, ওড়ে সে বাতাসের ডানায়
বর্ষা বল্লমের যুদ্ধে ঘরে ফেরার প্রবলতায়!
তরল ফোঁটার হুল ঝরে পীচে জলপ্রপাত নৃত্যে-
গলগল- কলকল রাস্তা ছোটে যেন সমুদ্র প্রগলভতায়!

প্রকৃতি প্রলয়ে নাচে যেন সে প্রণয়ের নাচঘর
আকাশ গঙ্গায় ভেজা চুলের চুম্বন উপেক্ষায়-
বক্ষ জুড়ে আলোড়িত স্ট্রবেরী জোড়ার স্তন চাঁদ
মেষপালক অ্যানচিসিস বুঝি তার প্রেম প্রতীক্ষায়!

জ্বলজ্বল সে শোরগোল, দেহ- আত্মার বিচ্ছিন্নতায়-
সাইকেলের দ্রুত ছোটা, হয় না রেডলাইট দেখা!
শুভ্র দুগ্ধের নহর মৃতের রজঃস্বলা বৃষ্টিতে-
হাতলের ব্রেকে দ্বিধা- নীলকাঁটা হাতের আয়ু রেখা!

প্রকৃতি সদাই জাগে ক্ষত পূরণের জন্ম স্বাদে-
মৎসের জলজ গন্ধ সালাসিয়ার দেহের আঁশে
দেহের উত্তাপ কমে, উদগ্র বাসনা যায় হিমে
উড়ে যায় সে সাইকেলে, দূরের নক্ষত্র ডেলফিনাসে!

ইন্ডিয়া টুডে'র সঙ্গে সাক্ষাৎকারে পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. মোমেন

কানাডা এখন খুনিদের আখড়ায় পরিণত হয়েছে



বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: পালটে যাচ্ছে কূটনৈতিক দৃশ্যপট। খালিস্তানি নেতা হরদীপ সিং নিজ্জার হত্যার কারণে ভারত ও কানাডার মধ্যে উত্তেজনা বৃদ্ধির পর, বাংলাদেশ এখন কানাডার প্রত্যর্পণনীতির বিরুদ্ধে নিজস্ব অভিযোগ তুলেছে। বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠাতা শেখ মুজিবুর রহমানের খুনি নূর চৌধুরীকে হস্তান্তর করতে কানাডার অস্বীকৃতি এখন এ বিতর্কের কেন্দ্রবিন্দুতে।

ভারতীয় গণমাধ্যম ইন্ডিয়া টুডের সঙ্গে একান্ত সাক্ষাৎকারে বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী একে আব্দুল মোমেন একটি মন্তব্য করেছেন। তিনি বলেছেন, কানাডা সব খুনিদের আবাসস্থল হতে পারে না। একদিকে খুনিরা কানাডায় গিয়ে নিরাপদে রয়েছে, অন্যদিকে নিহতের পরিবারের আত্মীয়রা কষ্টে দিনযাপন করছেন।

ড. মোমেন মৃত্যুদন্ডের বিষয়টি আরও বিশদভাবে বর্ণনা করে বলেন, আমাদের বিচার বিভাগ খুবই স্বাধীন এবং সরকার এতে হস্তক্ষেপ করতে পারে না। তবে নূর চৌধুরী মৃত্যুদন্ডের আসামি। নূর চৌধুরী এবং রশিদ চৌধুরী উভয়েই যদি বাংলাদেশে ফিরে আসেন এবং দেশের প্রেসিডেন্টের কাছে প্রাণভিক্ষার আবেদন করেন তাহলে প্রেসিডেন্ট তাদের প্রাণভিক্ষার আবেদন মঞ্জুর করে তাদের সাজা মৃত্যুদন্ড থেকে যাবজ্জীবন কারাদন্ডে পরিবর্তন করতে পারেন।

ইন্ডিয়া টুডে'র সঙ্গে বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সাক্ষাৎকারে প্রশ্ন করা হয়, বাংলাদেশের 'জাতির পিতা' শেখ মুজিবুর রহমানকে হত্যার পর পালিয়ে আসা দুই ব্যক্তি হলেন নূর চৌধুরী ও রশিদ চৌধুরী। একজন যুক্তরাষ্ট্রে পালিয়ে গেছে অন্যজন কানাডায়। নূর চৌধুরীর বয়স এখন ৭০। ২০১৯ সালের দিকে কিছু কথোপকথনের পরিপ্রেক্ষিতে আশা ছিল যে, কিছু সমাধান হয়তো বের হতে পারে। আসলে তা ঘটেনি। আপনি কি মনে করেন যে, মৃত্যুদন্ডই একমাত্র কারণ যার কারণে নূর চৌধুরীকে কানাডা প্রত্যর্পণ করছে না, নাকি ভারত বা বাংলাদেশ যেই হোক না কেন কানাডার মধ্যে অনীহা রয়েছে এসব লোকদের ফেরত পাঠানোর ক্ষেত্রে?

উত্তরে পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. মোমেন বলেন, কানাডার সমস্যা হলো তাদের একের পর এক অজুহাত রয়েছে এবং সেটাই বোধগম্য নয়। তাদের আইন আছে, কিন্তু আইন অবশ্যই একজন খুনিকে রক্ষা করবে না। আইন অবশ্যই এ খারাপ লোকদের রক্ষা করবে না; কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত কানাডা করছে। এটা খুবই দুর্ভাগ্যজনক যে, ১৯৭৫ সালে যখন আমাদের জাতির পিতাকে হত্যা করা হয়েছিল তখন আমাদের একের পর এক সামরিক সরকার ছিল এবং সেই সামরিক সরকারগুলো এই খুনিদের শুধু পুরস্কৃত করেনি, তারা তাদের গুরুত্বপূর্ণ মিশনে এবং ভালো চাকরিতে দাখিল করেছিল। সামরিক সরকার একটি আইন পাশ করেছে যে, আপনি খুনিদের বিরুদ্ধে মামলা করতে পারবেন না, তাই পরিবারের সদস্যরা খুনিদের বিরুদ্ধে মামলা করতে পারে না। পরিবারের সদস্যদের, বিশেষ করে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জ্যেষ্ঠ কন্যা বর্তমান প্রধানমন্ত্রীকে সেই শাসন পরিবর্তনের জন্য ক্ষমতায় আসতে প্রায় ২১ বছর ধরে লড়াই করতে হয়েছিল। আমরা সেই লোকদের বিরুদ্ধে আদালতে যথাযথ প্রক্রিয়া শুরু করেছি যারা আমাদের জাতির পিতার খুনি এবং বাংলাদেশের সর্বোচ্চ আদালত দ্বারা দোষী সাব্যস্ত হয়েছে। আমরা কানাডিয়ান সরকারের কাছে সমস্ত বিবরণ জমা দিয়েছি যে, প্রক্রিয়াটি ন্যায্য, ন্যায়পরায়ণ ছিল এবং এটি সমস্ত পদ্ধতি অনুসরণ করে করা হয়েছে। দুর্ভাগ্যবশত এই খুনিরা কানাডায় আশ্রয় নিয়েছিল। নূর চৌধুরী এবং রশিদ চৌধুরী এই দুই খুনি কানাডায় ভালো জীবনযাপন করছে, যদিও ভুক্তভোগীদের পরিবার এখনো কষ্ট পাচ্ছে।

বাংলা পত্রিকা পড়তে ভিজিট করুন banglapartikausa.com



Immigrant Elder Home Care LLC

হোম কেয়ার



আপনার পিতা-মাতা, শ্বশুর-শাশুড়ী, প্রতিবেশী এবং
বন্ধু বান্ধবদের সেবা দিয়ে অর্থ উপার্জন করুন।

আমরা সর্বোচ্চ পেমেন্ট করে থাকি

এতে কোন প্রশিক্ষণের প্রয়োজন নেই এবং আমরা কোন ফি চার্জ করি না।



Call Today:

Giash Ahmed
Chairman/CEO
917-744-7308

Dr. Md. Mohaimen
718-457-0813
Fax: 631-282-8386
718-457-0814

Nusrat Ahmed
President
718-406-5549

Email: giashahmed123@gmail.com
web: immigrantelderhomecare.com

Corporate Office	Jamaica Office	Long Island Office	Bronx Office	Ozone Park Office	Buffalo Office
37-05 74st, 2nd Fl	87-54 168th Street, 2nd Fl	1 Blacksmith Lane	2148 Starling Ave.	175 B Forbell Street	859 Fillmore Ave
Jackson Heights, NY 11372	Jamaica, NY 11432	Dix Hill, NY 11731	Bronx, NY 10462	Brooklyn, NY 11208	Buffalo, NY 14212
917-744-7308, 718-457-0813	718-406-5549	718-406-5549	718-406-5549	718-406-5549	718-406-5549



আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় না থাকলে বাংলাদেশ অন্ধকারে ফিরে যাবে : প্রধানমন্ত্রী

ওয়াশিংটন ডিসি (বাসস): প্রধানমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ হাসিনা বলেছেন, তাঁর দল ক্ষমতায় না থাকলে বাংলাদেশ অন্ধকার যুগে নিমজ্জিত হবে। তিনি বলেন, 'আওয়ামী ক্ষমতায় না থাকলে দেশ আবার অন্ধকার যুগে ফিরে যাবে। তবে আমি জানি, বাংলাদেশের মানুষ আর অন্ধকারে ফিরে যেতে চাইবে না।' বিএনপি-জামায়াত সরকারের ২৯ বছরকে অন্ধকারের যুগ হিসেবে আখ্যায়িত করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, তাদের শাসনামলে নিজেদের ভাগ্য গড়তে অনেকে ব্যস্ত থাকায় তারা জনগণের জন্য কিছুই করেনি। বুধবার (২৮ সেপ্টেম্বর) ওয়াশিংটন ডিসির হলিডে একপ্রেস ইন হোটেলে আওয়ামী লীগ যুক্তরাষ্ট্র শাখার পক্ষ থেকে তাঁকে দেওয়া এক সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে ভাষণ দেওয়ার সময় তিনি এমন মন্তব্য করেন।

অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'বিএনপি-জামায়াত চক্র বাংলাদেশের মানুষের জীবন থেকে ২৯ বছর মুছে দিয়েছে। অপরদিকে আওয়ামী লীগ ২০০৯ সাল থেকে আজ পর্যন্ত দেশব্যাপী ব্যাপক উন্নয়ন করে অনেক বছরের ঘাটতি পূরণ করেছে।' তিনি বলেন, ২০০৮ সালের নির্বাচনী ইশতেহারে তুলে ধরা তাঁর সরকারের রূপকল্প-২০৪১ অনুযায়ী ২০০৯ সাল থেকে দেশে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া ও স্থিতিশীলতা অব্যাহত রাখার পাশাপাশি সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা নিয়ে দেশ পরিচালনা করায় বাংলাদেশ একটি উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, তাঁর সরকার ২০২৬ সাল থেকে একটি উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে যাত্রা শুরু করার প্রস্তুতি নিচ্ছে এবং যার জন্য তারা উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির পথে যাত্রাকে মসৃণ করার উপায় খুঁজে বের করতে তাঁর মুখ্য সচিবের নেতৃত্বে একটি কমিটি গঠন করেছে। তিনি বলেন, আমি জানি আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় থাকলে উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে বাংলাদেশের যাত্রায় কোন জটিলতা হবে না।

শেখ হাসিনা বলেন, আগামী সাধারণ নির্বাচন এ কারণে বাংলাদেশের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং আগামী সাধারণ নির্বাচনের প্রস্তুতি গ্রহণের অংশ হিসেবে তারা ইতোমধ্যে নির্বাচনী ইশতেহার প্রণয়নে একটি কমিটি গঠন করেছে।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'বাংলাদেশের জনগণের ওপর আমার বিশ্বাস ও আস্থা রয়েছে। বাংলাদেশের জনগণ এখনো বিশ্বাস করে যে, আওয়ামী লীগই পারে তাদের ভাগ্যের পরিবর্তন করতে এবং দেশের উন্নয়নকে টেকসই করতে।' শেখ হাসিনা বলেন, তিনি ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট তাঁর বাবা, মা, ভাইসহ সবকিছু হারানোয় দেশের জনগণ তাঁর কাছের মানুষ ও প্রিয়জন। তিনি বলেন, 'বাংলাদেশের জনগণ আমার শক্তি। দেশবাসী আমার পরিবার এবং আমি এটা মাথায় রেখে রাষ্ট্র পরিচালনা করছি।'

সরকার প্রধান বলেন, তারা ভূমিহীন ও গৃহহীনদের বিনামূল্যে বাড়ি দিচ্ছেন, কমিউনিটি ক্লিনিকের মাধ্যমে জনগণের দোরগোড়ায় স্বাস্থ্যসেবা পৌঁছে দিচ্ছেন, আড়াই কোটি শিক্ষার্থীকে উপবৃত্তি দিচ্ছেন যাতে দেশবাসী আর কষ্ট না পান। তিনি বলেন, 'দেশের উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির অগ্রযাত্রা নিশ্চিত করতে আমরা পরিকল্পিতভাবে সবকিছু করে যাচ্ছি।' শেখ হাসিনা বলেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের দেশের মানুষের কেউ গৃহহীন ও অতি দরিদ্র থাকবে না।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, তারা ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ে তুলেছেন এবং ২০০৮ সালের নির্বাচনী ইশতেহার অনুযায়ী বাংলাদেশকে একটি উন্নয়নশীল দেশে পরিণত করেছেন এবং এখন উন্নয়নের পথে যাত্রা অব্যাহত রাখায় দেশকে একটি 'স্মার্ট বাংলাদেশে' রূপান্তরিত করার চেষ্টা করছি।

তিনি দেশবাসীর উদ্দেশে বলেন, 'সতর্ক থাকুন, কারণ, দেশের মানুষের ভাগ্য নিয়ে যাতে কেউ আর ছিনিমিনি খেলতে না পারে।' বিএনপি-জামায়াতকে সন্ত্রাসী রাজনৈতিক দল হিসেবে উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, তারা বিশ্ব অঙ্গনে দেশের ভাবমূর্তি ক্ষুন্ন করার জন্য দেশে-বিদেশে ষড়যন্ত্র চালিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে তাদের চরিত্রের কোন পরিবর্তন হয়নি। তিনি বলেন, 'তাদের (বিএনপি-জামায়াত চক্র) চরিত্রের এখনো পরিবর্তন হয়নি। তাই, তারা ষড়যন্ত্র করে এবং অপপ্রচারের মাধ্যমে দেশকে ধ্বংস করতে নেমেছে।'

শেখ হাসিনা আরো বলেন, 'দেশে-বিদেশে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে ব্যাপক উন্নয়নমূলক কাজ দেখিয়ে দিয়ে আমাদেরকে তাদের উচিত শিক্ষা দিতে হবে।'প্রধানমন্ত্রী আওয়ামী লীগের যুক্তরাষ্ট্র শাখার নেতা-কর্মীদের আমেরিকায় তাদের এলাকার কংগ্রেসম্যান, সিনেট সদস্য এবং স্থানীয় সরকার প্রতিনিধিদের সঙ্গে যোগাযোগ জোরদার করতে এবং বাংলাদেশের উন্নয়নের পাশাপাশি বিএনপি-জামায়াত চক্রের বাংলাদেশকে ধ্বংসের মিথ্যাচার ও ষড়যন্ত্র সম্পর্কে অবহিত করার আহ্বান জানান।

আওয়ামী সভাপতি শেখ হাসিনা বলেন, তাঁর দল জন্মলগ্ন থেকেই জনগণের অধিকারের জন্য সংগ্রাম শুরু করে। এসব সংগ্রামের মধ্যে রয়েছে ভাষা আন্দোলন, ছয় দফা দাবি ও মুক্তিযুদ্ধ। তিনি বলেন, 'আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় থাকার কারণেই বাংলাদেশের উন্নয়ন সম্ভব হয়েছে। এতো নিষ্ঠা ও ভালোবাসা নিয়ে দেশের উন্নয়নে আর কেউ কাজ করবে না। আমরা চাই অগ্রযাত্রা অব্যাহত থাকুক এবং এক্ষেত্রে কেউ যেন বাধা সৃষ্টি করতে না পারে।'

প্রধানমন্ত্রী ১৭ থেকে ২২ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের (ইউএনজিএ) ৭৮তম অধিবেশনের এর ফাঁকে অন্যান্য উচ্চ পর্যায়ের দ্বিপাক্ষিক বৈঠকে যোগদানের পর নিউইয়র্ক থেকে ২৩ সেপ্টেম্বর ওয়াশিংটন ডিসি পৌঁছেন।

ভয়েস অব আমেরিকার সাথে সাক্ষাৎকারে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

নির্বাচিত সরকারই নির্বাচিত সরকারের কাছ থেকে ক্ষমতা নেবে

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, এখন ভোটের অধিকার জনগণের হাতে। কাজেই নির্বাচিত সরকারই নির্বাচিত সরকারের কাছ থেকে ক্ষমতা গ্রহণ করবে। তিনি বলেন, 'ভোটের অধিকার এখন জনগণের হাতে। জনগণ যাদের ভোট দেবে তারাই সরকার গঠন করবে।' প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'এখন আর ফিরে যাওয়ার উপায় নেই। এখন আমাদের সংবিধানও জনগণের ভোটাধিকার সুরক্ষিত করে। নির্বাচিত সরকারের পরিবর্তে একটি নির্বাচিত সরকার (ক্ষমতায়) আসবে।'

তত্ত্বাবধায়ক সরকারের (সিজি) অধীনে নির্বাচনের জন্য বিএনপির দাবির বিষয়ে এক প্রশ্নের জবাবে শনিবার প্রচারিত ভয়েস অফ আমেরিকার (ভোয়া) বাংলা সার্ভিসকে দেয়া এক সাক্ষাৎকারে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের সভাপতি শেখ হাসিনা উপরোক্ত মন্তব্য করেন। ওয়াশিংটনে প্রধানমন্ত্রীর হোটেল কক্ষে সাক্ষাৎকারটি গ্রহণ করেছেন ভোয়া'র শতরূপা বড়ুয়া।

সাক্ষাৎকারকারী প্রধানমন্ত্রীকে সম্পূরক প্রশ্ন করেন: 'আপনি বলছেন সংবিধানে (সিজি) এর কোনও সুযোগ নেই। কিন্তু সংবিধান সংশোধন করার জন্য সংসদে তো আপনার প্রয়োজনীয় সংখ্যাগরিষ্ঠতা রয়েছে। আপনি কি সংবিধান পরিবর্তন করে সিজি আনার কোনও উদ্যোগ নেবেন? নাকি বিরোধী দলের সঙ্গে কোনও আলোচনা করবেন?



শেখ হাসিনা বলেন, 'একসময় তারা (বিএনপি) এর (সিজি) বিরোধিতা করত, এখন তারা দাবি করছে, কিন্তু ভবিষ্যতে তারা কী করবে তা নিশ্চিত নয়। তাছাড়া বিএনপি এই (সিজি) ব্যবস্থাকে ধ্বংস করে দিয়েছে। তারা হাইকোর্টের বিচারকদের বয়স বাড়ানো, ১.২৩ কোটি ভুয়া ভোটার দিয়ে ভোটার তালিকা প্রণয়নসহ ইচ্ছেমতো সরকার বসানোর জন্য নানা ধরনের অপকর্ম করেছে। কোনোটাতেই কাজ হয়নি, কারণ জনগণ তা মেনে নেয়নি।'

প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'বিএনপি যখন ১৫ ফেব্রুয়ারী নির্বাচনে যায়, তখন আমরা তত্ত্বাবধায়ক সরকারের (সিজি) জন্য আন্দোলন করেছিলাম। যখন ভোট চুরি হয়েছিল, তখন জনগণ তা চেয়েছিল (সিজি)। তখন বিএনপি নেত্রী (বেগম খালেদা জিয়া) বলেন, পাগল ও শিশু ছাড়া কেউ নিরপেক্ষ নয়, এটা তাদের বক্তব্য। তারা এর বিরুদ্ধে ছিল। তিনি বলেন, দ্বিতীয় বিষয় ছিল ২০০৮ সালে সিজির অধীনে নির্বাচন হয়েছিল, কারণ বিএনপি ২০০১ থেকে ২০০৬ মেয়াদে তাদের বিভিন্ন অপকর্মের কারণে বাংলাদেশে জঙ্গিবাদ, দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি, মানি লন্ডারিং এবং জরুরি অবস্থা জারি করেছিল। তিনি আরও বলেন, তখন তত্ত্বাবধায়ক সরকার (সিজি) আসে। কিন্তু তারা দুই বছর নির্বাচন দেয়নি, বরং আমাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা দিয়ে হয়রানি করেছে।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, ২০০৮ সালে যখন নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়, তখন তাও সিজির অধীনে অনুষ্ঠিত হয়। কিন্তু সেই নির্বাচনে বিএনপি কতটি আসন পেয়েছিল? তিনি আরও বলেন, জামায়াতসহ বিএনপি নেতৃত্বাধীন ২০ দলীয় জোট ৩০০ আসনের মধ্যে মাত্র ২৯টি আসন পেয়েছে এবং তারপর তারা পুনরায় নির্বাচনে আরেকটি আসন পায়, ফলে তাদের আসন সংখ্যা ৩০ হয়। সেই তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচনে তারা এই পরিস্থিতির প্রত্যক্ষ করেছে।

শেখ হাসিনা বলেন, 'এ জন্য তারা ২০১৪ সালের নির্বাচন বর্জন এবং তা বানচাল করতে আগুন সন্ত্রাস করেছিল।' আগুনে পুড়িয়ে মানুষ হত্যা করেছে উল্লেখ করে তিনি বলেন, তারা ৩ হাজারের বেশি মানুষ পুড়িয়ে মেরেছে, হাজার হাজার গাছ কেটেছে, রাস্তা কেটেছে, ৫০০ টিরও বেশি ভোটকেন্দ্র ও স্কুল পুড়িয়ে দিয়েছে, বোমা মেরে আদালতে বিচারক হত্যা করেছে। তারপর ২০১৮ সালের নির্বাচন এলো এবং তারা এতে অংশগ্রহণ করেছে উল্লেখ করে তিনি বলেন, ৩০০টি আসনে প্রায় ৭৫০টি মনোনয়নপত্র ছিল।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'কারণ, একটি মনোনয়ন এসেছে লন্ডন থেকে, আরেকটি তাদের গুলশান অফিস থেকে এবং অন্যটি এসেছে পুরানা পল্টন অফিস থেকে।' তিনি বলেন, 'এভাবে, যখন প্রতিটি আসনে দুই বা তিনজনকে মনোনয়ন দেয়া হয়েছিল, তারা গন্ডগোল করে নির্বাচন থেকে সরে যায়। সে নির্বাচনেও তারা ব্যর্থ হয়। নির্বাচনে তারা মাত্র কয়েকটি (সিট) জিতেছে।' বিএনপি কখনোই অবাধ সুষ্ঠু নির্বাচন করেনি উল্লেখ করে আওয়ামী লীগ সভাপতি বলেন, তারা সুষ্ঠু নির্বাচন চায় না।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জানতে চান 'তারা হঠাৎ সিজির দাবি করছে কেন? প্রশ্ন হল- তাদের নেতা কে? জনগণ কাকে ভোট দেবে? জনগণ এমন একজন নেতা দেখতে চায়, যিনি ভোট দিলে আগামীতে এই দেশ পরিচালনা করবেন। এমন কাউকে সামনে আনতে পেরেছেন যাকে নিয়ে তারা নির্বাচনে অংশ নেবেন?

শেখ হাসিনা বলেন, এখন পর্যন্ত বিএনপি-জামায়াতসহ ২০ দলীয় জোট আছে, কিন্তু তাদের নেতৃত্ব কোথায়, যারা দেশ পরিচালনা করবে। তিনি আরো বলেন, 'তৃতীয় বিষয় হলো নির্বাচন। এটা জনগণের ভোটের অধিকার।' তিনি বলেন, ২০০৭ সালে যখন জরুরি অবস্থা ঘোষণা করা হয় তখন হাইকোর্টের একটি রায়ের পরে তা করা হয়। এতে বলা হয়েছিল যে বাংলাদেশে কোনো অনির্বাচিত সরকার ক্ষমতায় আসতে পারবে না এবং একটি নির্বাচিত সরকারকে অন্য নির্বাচিত সরকার দ্বারা প্রতিস্থাপিত করতে হবে। তিনি উল্লেখ করেন, সংবিধান লঙ্ঘন করে ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট জিয়াউর রহমানের ক্ষমতা দখলকে অবৈধ ঘোষণা করা হয় এবং সামরিক আইনের মাধ্যমে জেনারেল এরশাদের শাসনকেও অবৈধ ঘোষণা করা হয়।

প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন, ওই রায়ে বলা হয়েছে- 'নির্বাচিত নয় এমন কেউ সরকারে আসতে পারবে না'। প্রধানমন্ত্রী বলেন, দেশের সর্বোচ্চ আদালত এই রায় ঘোষণা করেছে। 'সেই বিবেচনায় সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে এই রায় কার্যকর করা হয়েছে' উল্লেখ করে তিনি বলেন, এখন সর্বোচ্চ আদালতের ওই রায় থেকে আমরা কীভাবে সরে আসব বা কীভাবে আবার সংবিধান সংশোধন করব? তিনি আরও বলেন, 'কেন আমরা এটা করব? তিক্ত অভিজ্ঞতা উল্লেখ করে তিনি বলেন, 'এর আগে বাংলাদেশে ঘটে যাওয়া ঘটনাগুলো হলো মার্শাল ল'- সামরিক একনায়কত্ব; তাদের অধীনে নির্বাচনী প্রহসন, তারপর আবার সিজির অধীনে নির্বাচনী প্রহসন। তিনি বলেন: 'বাংলাদেশে এই ধরনের ঘটনা প্রতিনিয়ত ঘটেছে।'

তিনি বলেন, ২০০৮ সালের নির্বাচনের পর ২০০৯ সালে সরকার গঠিত হয় এবং আজ ২০২৩ সাল পর্যন্ত স্থিতিশীল পরিস্থিতি রয়েছে। বিভিন্ন সন্ত্রাসী কর্মকা-, সংঘাত, আগুন সন্ত্রাসসহ অনেক কিছুই করা হয়েছে অস্থিতিশীল করার জন্য। শেখ হাসিনা বলেন, 'সকলকে মোকাবেলা করে বাংলাদেশ যখন আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের পথে এগিয়েছে এবং উন্নয়নশীল দেশের মর্যাদা পেয়েছে, তখন তা বাস্তবায়ন করা একান্ত অপরিহার্য। যেখানে আমাদের একটি নির্বাচিত সরকার দরকার, সেখানে মাঝখানে আমি কি অনির্বাচিত সরকার আনব?





লন্ডনে পৌঁছেছেন প্রধানমন্ত্রী

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ওয়াশিংটন ডিসি থেকে লন্ডনে পৌঁছেছেন। প্রধানমন্ত্রী ও তার সফরসঙ্গীদের বহনকারী ব্রিটিশ এয়ারওয়েজের একটি বাণিজ্যিক ফ্লাইট শনিবার (লন্ডন সময়) সকাল ১১টা ৭ মিনিটে লন্ডনের হিথ্রো বিমানবন্দরে অবতরণ করে। যুক্তরাজ্যে বাংলাদেশের হাইকমিশনার সাইদা মুনা তাসনিম বিমানবন্দরে প্রধানমন্ত্রীকে স্বাগত জানান।

ফ্লাইটটি ওয়াশিংটন ডিসির ডালসে আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে শুক্রবার (২৯ সেপ্টেম্বর) রাত ১১টা ৪০ মিনিটে (ওয়াশিংটন সময়) লন্ডনের উদ্দেশে রওনা দিয়েছিল। যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত মুহাম্মদ ইমরান বিমানবন্দরে প্রধানমন্ত্রীকে বিদায় জানান।

প্রধানমন্ত্রী এর আগে গত ১৭ থেকে ২২ সেপ্টেম্বর নিউইয়র্কে ৭৮তম জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের (ইউএনজিএ) অধিবেশনে যোগদানের পাশাপাশি অন্যান্য উচ্চপর্যায়ের ও দ্বিপাক্ষিক বৈঠক এবং অনুষ্ঠানে যোগদান শেষে ২৩ সেপ্টেম্বর ওয়াশিংটন ডিসিতে পৌঁছান। নিউইয়র্কে অবস্থানকালে শেখ হাসিনা নিউইয়র্ক মহানগর আওয়ামী লীগের আয়োজনে যুক্তরাষ্ট্রে প্রবাসী বাংলাদেশীদের পক্ষ থেকে দেওয়া সংবর্ধনায় যোগ দেন। এছাড়াও তিনি সংবাদ সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন।

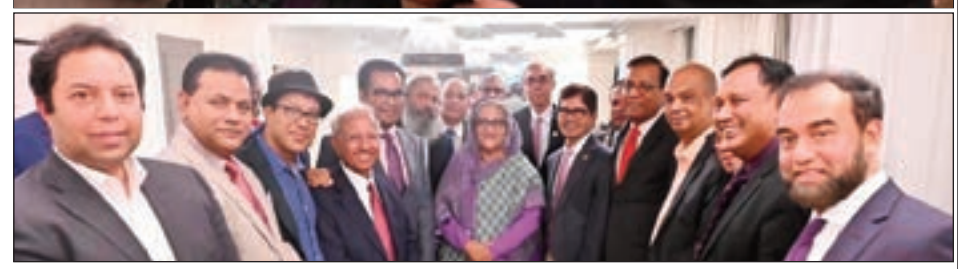
ওয়াশিংটন ডিসিতে অবস্থানকালে শেখ হাসিনা যুক্তরাষ্ট্রে প্রবাসী বাংলাদেশীদের দেওয়া সংবর্ধনায় যোগ দেন এবং ওয়াশিংটন ডিসিতে বাংলাদেশ দূতাবাস পরিদর্শন করেন।

প্রধানমন্ত্রী ৩ অক্টোবর মঙ্গলবার বিমান বাংলাদেশ এয়ার-লাইন্সের একটি বাণিজ্যিক ফ্লাইটে (বিজি-২০৮) লন্ডন থেকে দেশের উদ্দেশে রওনা দেবেন। ফ্লাইটির (বাংলাদেশ সময়) ৪ অক্টোবর ঢাকার হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে পৌঁছানোর কথা রয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সাথে বঙ্গবন্ধু পরিষদের নেতৃবৃন্দের সাক্ষাৎ

নিউইয়র্ক: প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সাথে সৌজন্যয় সাক্ষাৎ করছেন যুক্তরাষ্ট্র বঙ্গবন্ধু পরিষদের কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ। গত ২৭ সেপ্টেম্বর বুধবার ওয়াশিংটন ডিসিতে যুক্তরাষ্ট্র বঙ্গবন্ধু পরিষদের সভাপতি ড. নুরুন নবীর সাথে সংগঠনের অন্যতম সহসভাপতি নজরুল আলম, সাধারণ সম্পাদক রানা হাসান মাহমুদ, কোষাধ্যক্ষ মাহবুবুর রহমান ভূঁইয়া ও যুগ্ম সম্পাদক স্বীকৃতি বড়ুয়া প্রধামন্ত্রীর সাথে সাক্ষাৎ করেন। বঙ্গবন্ধু কন্যার ৭৭তম শুভ জন্মদিনের প্রাক্কালে অনুষ্ঠিত এই সাক্ষাতে নেতৃবৃন্দ তাঁকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা জ্ঞাপন এবং তাঁর দীর্ঘায়ু কামনা করেন।





ড. নুরুন নবী সংক্ষেপে বঙ্গবন্ধু পরিষদের নেতৃত্বে বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে যুক্তরাষ্ট্রে ২০০ জন বিশিষ্ট বাংলাদেশী-আমেরিকান নাগরিকদের স্বাক্ষরিত চিঠি প্রেসিডেন্ট বাইডেন, পররাষ্ট্র মন্ত্রী ব্লিঙ্কেন সহ কংগ্রেসম্যান এবং সিনেটরদের পাঠানোর কথা বলেন। এতে প্রধানমন্ত্রী সন্তোষ প্রকাশ করেন এবং নেতৃবৃন্দকে দেশ ও সরকারের পক্ষে কাজ অব্যাহত রাখার নির্দেশনা দেন। সাধারণ সম্পাদক রানা হাসান মাহমুদ বঙ্গবন্ধু পরিষদের ক্যালিফোর্নিয়া শাখা কর্তৃক বিশ্বখ্যাত ইউনিভার্সিটি অফ ক্যালিফোর্নিয়া বার্কেলের সাথে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান রিসার্চ অ্যাওয়ার্ড প্রবর্তনের চুক্তি বঙ্গবন্ধু কন্যাকে উপহার দেয়ার কথা বললে, তিনি সানন্দে তা গ্রহণ করেন। -প্রেস বিজ্ঞপ্তি।

TODAY'S DENTAL
86-30 Broadway, 2nd Fl, Elmhurst, NY 11373.
Corner of Broadway & Justice Ave
Tel: 718-760-5500
আমরা সব ধরনের ইন্সুরেন্স গ্রহন করে থাকি।
দাত ও মাড়ির সর্বাধুনিক সুচিকিৎসার জন্য
আপনাদের সেবায়
ডাঃ কাজী জাফরি সাত্তার
ডাঃ এ. এ. আব্দুল কাদের ডিডিএস (ইউনিক ডেন্টাল)
আমরা বাংলায় কথা বলি
REQUEST A FREE CONSULTATION
HOW TO REACH US
718-760-5500
Top of Grand Ave Station
By Train - M, R Train
By Bus - Q 53, Q 58, Q 60 Queens Blvd.

বাড়ি-ক্রয়-বিক্রয়ের বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য রিয়েলটর
MURSHEDA ZAMAN
Lic. Real Estate Sales Person
171-21 Jamaica Ave., Jamaica 11432
844-464-3262
E-mail: murshedazaman@gmail.com
MLS
যোগাযোগ
Cell: 917-502-6445

গান শিখুন
বাংলাদেশ কমিউনিটির সঙ্গীত অঙ্গনে অতি পরিচিত মুখ
সবিতা দাস
উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতসহ সব ধরনের নৃত্য, গান ও তবলা শিক্ষা দেয়া হয়। বাংলা শিক্ষা ফ্রি
বহ্নিশিখা সঙ্গীত নিকেতন
৩৫-১৮, ৩৩ স্ট্রীট, এষ্টোরিয়া, নিউইয়র্ক ১১১০৬
যোগাযোগঃ (৭১৮) ৭২১-৩৬৫১, ৭১৮-৮১০-৬৮৫৮

ফ্রান্স প্রবাসী আমিনুর রহমান আমিনের জানাজা ও দাফন সম্পন্ন

আবুল কাশেম রুমন, সিলেট থেকে: সিলেটের গোলাপগঞ্জ উপজেলার ভাদেশ্বর ইউনিয়নের মাইজ ভাগ গ্রামের কৃতি সন্তান ফ্রান্স প্রবাসী আমিনুর রহমান আমিনের জানাজ ও দাফন সম্পন্ন হয়েছে নিজ গ্রামের মাইজ ভাগ জামে মসজিদ সংলগ্ন কবরস্থানে। গত ২২ সেপ্টেম্বর ফ্রান্সের সকাল ৭টা ৭ মিনিটের সময় প্যারিসের অভিশন হাসপাতালে আমিনুর রহমান আমিন (৫০) ইন্তেকাল করেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। তিনি বিগত ৩ মাস ধরে ক্যান্সার রোগে আক্রান্ত ছিলেন। জীবন দশায় স্বপরিবারে প্রায় ৩০ বছর ধরে প্যারিসে স্থায়ীভাবে বসবাস করে আসছিলেন। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী সহ ৩ মেয়ে ও ছোট ভাইকে রেখে যান। তারা প্যারিসে অবস্থান করছেন বলে জানা গেছে। মরহুম আমিনুর রহমান আমিন সিলেটের গোলাপগঞ্জ উপজেলার ভাদেশ্বর ইউনিয়নের মাইজ ভাগ গ্রামের মরহুম হাজী নিমার আলীর বড় ছেলে। তাছাড়া ৭নং লক্ষণাবন্দ ইউনিয়ন ছাত্রলীগ এর সাবেক সভাপতি কাজী মাছুম আহমদের খালাত ভাই ও ফ্রান্স প্রবাসী কমিউনিটি নেতা ছালিক আহমেদ এর ভগ্নিপতি। মরহুম আমিনুর রহমান আমিন একজন সমাজসেবক ছিলেন, ফ্রান্সে বাঙালী কমিউনিটিদের হাতে গড়া সংগঠন গোলাপগঞ্জ হেল্পিং হ্যান্ডস ফ্রান্স এর তিনি সভাপতি হিসেবে ছিলেন দীর্ঘ দিন। তার মৃত্যুতে প্যারিসের গোটা বাঙালী কমিউনিটিদের মাঝে শোকের ছায়া নেমে আসে।

প্যারিসে পরিবার ও আত্মীয় স্বজনদের সিদ্ধান্তে ছোট ভাই জায়েদ আহমদ প্যারিস থেকে গত ২৮ সেপ্টেম্বও, বৃহস্পতিবার আমিনুর রহমান আমিনের লাশ বাংলাদেশ সময় ভোর ৬টায় তুর্কি এয়ারলাইন্সে ঢাকার হযরত শাহ-জালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে পৌছিলে, সেখান থেকে আত্মীয় স্বজন ও বন্ধু-বান্ধব লাশ গ্রহণ করে অ্যাম্বুলেন্স যোগে সিলেটের গ্রামের বাড়ি ভাদেশ্বর নিয়ে আসলে শোকের ছায়া নেমে। পরবর্তীতে বৃহস্পতিবার (২৮ সেপ্টেম্বর) মাইজ ভাগ জামে মসজিদে বাদ আছরের নামাজের পর জানাজার নামাজ শেষে মসজিদ সংলগ্ন কবরস্থানে দাফন সম্পন্ন করা করা হয়।



SNS এসএনএস একাউন্টিং এন্ড জেনারেল সার্ভিসেস
(একটি বিশ্বস্ত ও নির্ভরশীল প্রতিষ্ঠান)
একাউন্টিং
ইনকাম ট্যাক্স, ব্যক্তিগত(Individual all States), কর্পোরেশন, পার্টনারশীপ, নট ফর প্রফিট ট্যাক্স, সেলস্ ট্যাক্স, বুককিপিং এন্ড একাউন্টিং এবং আইআরএস -এর সাথে সমস্যা সমাধানে পরামর্শ।
ইমিগ্রেশন
সিটিজেনশীপ পিটিশন, নিকটাত্মীয়দের জন্য পিটিশন, এ্যাফিডেভিড অব সাপোর্ট, বার্থ সার্টিফিকেট এর এ্যাফিডেভিড এবং অন্যান্য ইমিগ্রেশন সংক্রান্ত বিষয়াদি।
Authorized e-file PROVIDER
Electronic Filing & Direct Deposit 2021 For Accurate Faster & Secure Refund
প্রফেশনাল করস্পন্ডেন্স, ট্রান্সলেশন সার্ভিস।
নোটারী পাবলিক
ফ্যাক্স সার্ভিস
রেজ্যুমি
দক্ষতার সাথে রেজ্যুমি ও কভারিং লেটার প্রস্তুত করা হয়।
রেজিষ্ট্রেশন
বিজনেস সার্টিফিকেট ও কর্পোরেশন রেজিষ্ট্রেশন
দ্রুততম উপায়ে আমেরিকার বিভিন্ন স্টেটের কাস্টমার্সদের ইনকাম ট্যাক্স ও ইমিগ্রেশন বিষয়ক সার্ভিস দেওয়া হয়।
অফিস সময় : সোমবার থেকে শুক্রবার সকাল ১০টা- রাত ৮টা। শনি ও রোববার সকাল ১১ টা-রাত ৮টা
"EXPERIENCE COUNTS, TRUST US, WE SERVE YOU BETTER"
আমাদের রয়েছে ২৫ বছরের বেশি- বিধিসম্মত -নির্ভুল ট্যাক্স ফাইলিং এর দক্ষতাও অভিজ্ঞতা
যোগাযোগ করুন ঃ এম এ কাইয়ূম
৩৫-৪২ ৩১ স্ট্রীট, এস্টোরিয়া, নিউইয়র্ক- ১১১০৬
ফোন ঃ ৭১৮-৩৬১-৫৮৮৩, ৭১৮-৬৮৫-২০১০ ফ্যাক্স ৭১৮-৩৬১-৬০৭১
(এন এবং ডব্লিউ ট্রেনে ৩৬ এভিনিউ সাবওয়ের নিকটে)



দীর্ঘ অভিজ্ঞতাসম্পন্ন সফল এটর্নী
SHEIKH SALIM
Attorney at Law
Accident Cases,
Medical Malpractice
& Legal Malpractice
এটর্নী আপনার বাসায় যাবেন, ইভিনিং এবং উইকএন্ডে এপয়েন্টমেন্টের সুযোগ
• কন্ট্রাকশন দুর্ঘটনা • ভুল চিকিৎসা • ত্রুটিপূর্ণ পণ্য ক্রয়
• স্ক্যাফোল্ড বা মই থেকে পড়ে দুর্ঘটনা • মটর গাড়ি দুর্ঘটনা • অ্যাসবেস্টস থেকে ক্ষতি
• লেড বিষ সম্ভাব্য • কাজের সময় দুর্ঘটনা • মিনিমাম ওয়েজ বা ওভারটাইম না পাওয়া
• বার্থ রিলেটেড ইনজুরি • পিছলে পড়া, হোঁচট খাওয়া • যে কোন ধরনের ইমিগ্রেশন কেস
এছাড়াও ১০০% নিশ্চয়তা সহকারে এসাইলাম কেস পরিচালনা করি
Sheikh Geroulakis & Ladyzhensky, PLLC
Attorneys at Law
225 Broadway, Suite 630, Manhattan, NY 10007
Phone: 212-564-1619 / 347-873-5428



Wasi Choudhury & Associates LLC
SERVICES
আপনি কি I.R.S./STATE নোটিশ নিয়ে চিন্তিত?
• Represent Taxpayers for I.R.S./ State Audit
• Tax Preparation:
Individual, Corporation, Partnership, LLC, Not-for-Profit, etc.
• Accounting:
Payroll, Sales Tax, etc.
• Business Licenses
• ইমিগ্রেশন সংক্রান্ত নিয়মাবলী প্রয়োজনে ফলো করা হয়।
ক্রেডিট কার্ড এর মাধ্যমে ও পেমেন্ট করতে পারেন
Wasi Choudhury, EA
Admitted to practice before the IRS
সদস্য, বোর্ড অব ট্রাস্টি, বাংলাদেশ সোসাইটি ইনক
Member : naea
প্রবাসে বাংলাদেশী কমিউনিটির কল্যাণের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ সোসাইটি ইনক এর সদস্য পদ গ্রহণ/নবায়ন করার এবং এর প্রতিটি কার্যক্রমে সক্রিয় অংশগ্রহণ করার অনুরোধ রইল।
37-22, 61 Street, 1st Fl, Woodside, NY 11377 Tel: 718-205-3460, 718-440-6712, Fax: 718-205-3475, e-mail: wasichoudhury@yahoo.com

Sale ! Sale!! বিশেষ মূল্যহ্রাস Sale ! Sale!!



এয়ার লাইন্সের অভিজ্ঞ প্রাক্তন কর্মচারিদের ব্যবস্থাপনায় নিউইয়র্কের বাঙ্গালী অধ্যুষিত জ্যাকসন হাইটস-এ অবস্থিত

ইউনাইটেড ট্রাভেলস ইনক

Umra Hajj-এর টিকেট ও Vissa-এর জন্য যোগাযোগ করুন

ভ্রমন জগতে একটি বিশ্বস্ত নাম

UNITED TRAVELS INC.



37-22 73rd Street, Suit#1C, Jackson Heights, NY- 11372. Tel: 718-899-7799, 718-899-7796, Fax: 347-612-4030

নিউইয়র্কের বাইরের স্টেট থেকেও সহজে টিকিট পেতে হলে যোগাযোগ করুন

After office Please Con Abdul Latif Bhuiyan Cell: 646-

Biman, Emirate, Eithihad Kuwait, Qatar & Soudia সহ বিশ্বের সকল সকল এয়ার লাইন্সের টিকেট বিক্রয় হয়।

বিরাট মূল্যহ্রাস

নিউইয়র্কের সবচেয়ে পুরনো এবং বিশ্বস্ত ট্রাভেল এজেন্ট

Concorde Travels

কনকর্ড ট্রাভেল

২৬ বছর থেকে আপনাদের সেবায় নিয়োজিত

আসন সংখ্যা সীমিত

আজই আপনার আসন সংরক্ষণ করুণ







সউদিয়াতে উমরার জন্য বিশেষ সেল চলছে

সবচেয়ে কমদামে ঢাকা-নিউইয়র্ক আসার টিকেট সেল করা হয়

Emirates السعودية SAUDIA الإتحاد ETIHAD KUWAIT AIRWAYS TURKISH AIRLINES QATAR AIRWAYS القطرية

37-47 73rd St, Suite # 211 (King Plaza), Jackson Heights, NY 11372

Tel : 212-563-2800, 347-448-6175, Cell : 917-355-7374 | Email : concordtravel@aol.com

SE CI

বাংলাদেশে টাকা পাঠাবেন? সোনালী এক্সচেঞ্জে আসুন

ছুটির দিনে যুক্তরাষ্ট্রে সোনালী এক্সচেঞ্জ হাউজ খোলা

- আমরা টাকা পাঠাতে কোন ফি নেই না
- আমরা দিচ্ছি সর্বোচ্চ এক্সচেঞ্জ রেট
- আমরা সকল ব্যাংকে একই রেট দিয়ে থাকি
- আমাদের ক্যাশ পিকআপ রেটও সমান
- আমাদের বিকাশ সার্ভিসের রেটও সমান
- আমরা দিচ্ছি আড়াই শতাংশ সরকারী প্রণোদনা পাবার নিশ্চয়তা



blaze ব্লেজ নামীয় সার্ভিসের মাধ্যমে ২৪/৭/৩৬৫ ভিত্তিতে মাত্র ৫ সেকেন্ডের মধ্যে রেমিট্যান্স প্রেরণ করুন।

সোনালী এক্সচেঞ্জ এর মাধ্যমে রেমিটেন্স করুন, দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গর্বিত অংশীদার হউন।

রেমিটেন্স সংক্রান্ত তথ্যের জন্য নিম্নের যে কোন শাখায় যোগাযোগ করুন

ASTORIA 718-777-7001	ATLANTA 770-936-9906	BROOKLYN 718-853-9558	JACKSON HTS 718-507-6002	BRONX 718-822-1081
JAMAICA 347-644-5150	MANHATTAN 212-808-0790	MICHIGAN 313-368-3845	OZONE PARK 347-829-3875	PATERSON 973-595-7590

আমাদের সার্ভিস নিন – আপনাকে সেবা করার সুযোগ দিন

সোনালী এক্সচেঞ্জ কোম্পানী ইন্‌ক

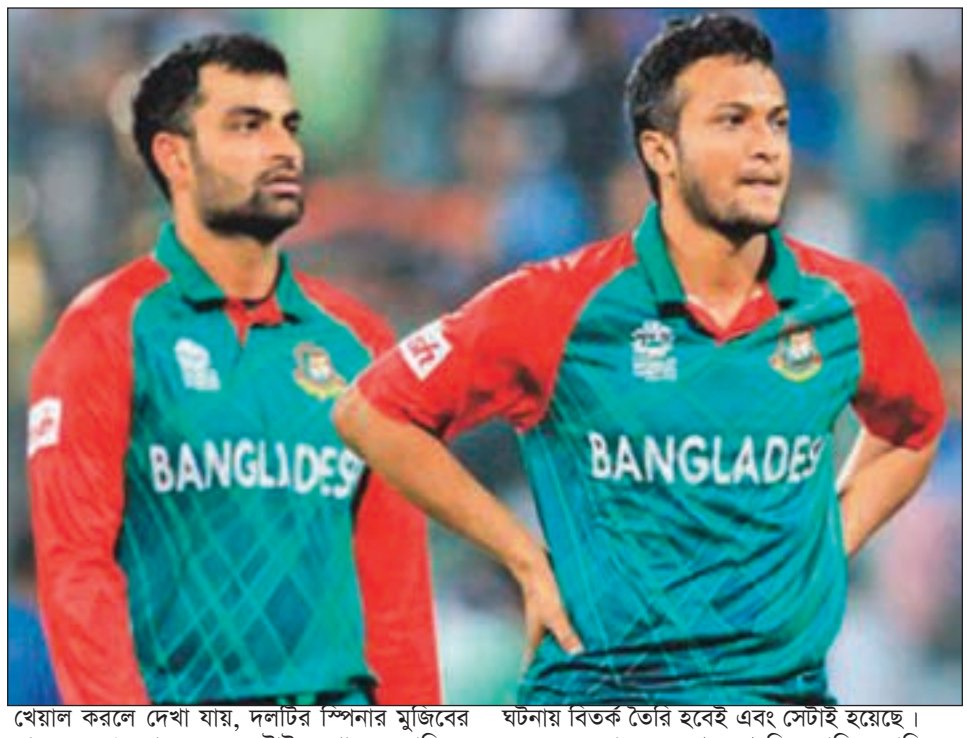
SONALI EXCHANGE CO. INC.

(সোনালী ব্যাংক লিমিটেড এর একটি অঙ্গ প্রতিষ্ঠান)

LICENSED AS INTERNATIONAL MONEY TRANSMITTER BY THE NY DFS, NJ DB&I, MI DIFS, GA DB&F AND MD OCFR

স্ট্রেইট ড্রাইভ

‘ধোয়া তুলসি পাতা’ আসলে কে



ঢাকা ডেস্ক: প্রায় দুই যুগ আগে স্টারপ্লাসের এক ধারাবাহিক ভীষণ জনপ্রিয়তা পেয়েছিল। বদলে দিয়েছিল টিভি সিরিয়ালের ধরন–‘কিউ কি সাস ভি কাভি বহু থি’। কাছাকাছি বাংলা–শাশুড়িও কখনও বউ ছিল। খেলার পাতায় এই পুরোনো সিরিয়াল টেনে আনার কী এমন হলো? কারণ কিছুটা আছে বৈকি।

এই যে গেল কয়েক দিনে তামিমের ফেসবুক লাইভে আসা, তার পরপরই সাকিবের রেকর্ডেড সাক্ষাৎকারে তামিম ইস্যু সামনে আসা। সব মিলিয়ে বিশ্বকাপের আগে বাংলাদেশ ক্রিকেটে একটা মেগা সিরিয়ালের প্লট তৈরি হয়েছে। কিন্তু সব ঘটনাতেই কে সঠিক, কে ভুল–এমন একটা সারাংশ খুঁজতে চায় জনমন। এ ঘটনাতেও সেই কৌতূহলের কমতি নেই। সেটা মেটানোর চেষ্টা করতে গিয়েই ২৩ বছর আগের স্মৃতি ইরানির সেই শাশুড়ি-বউয়ের গল্প টেনে আনা।

গল্পের শুরুটা সবারই জানা। বিশ্বকাপ দলে অন্তর্ভুক্তি না হওয়ার পর প্রথম লাইভে আসেন তামিম ইকবাল। তাঁর অভিযোগগুলো ছিল এমন–তিনি বিশ্বকাপ খেলার জন্য গত দুই মাস ধরে নিজেকে প্রস্তুত করেছিলেন। কিন্তু নিউজিল্যান্ড সিরিজের মাঝামাঝি সময়ে বোর্ডের টপ লেভেল থেকে একজন (সমকাল বিসিবি সূত্রে নিশ্চিত হয়েছে ব্যক্তিটি নাজমুল হাসান পাপন) ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা ফোন করে তামিমকে বলেন, ‘তুমি বিশ্বকাপে যাবা, কিন্তু তোমাকে তো ম্যানেজ করে খেলতে হবে। একটা কাজ কর, তুমি প্রথম ম্যাচ খেলিও না। তুমি যদি খেল, তাহলে আমরা পরিকল্পনা করেছি, তুমি নিচের দিকে খেলবা।’

অপ্রকাশিত ঘটনা, সেখানেই গালাগাল শুরু হয়ে যায়। বিব্রত হয়ে পড়েন নাজমুল হাসান পাপন। সাদা চোখে মনে হতে পারে, সেখানেই যদি তামিম বলতেন দলের স্বার্থে যে কোনো জায়গাতেই ব্যাটিং করতে প্রস্তুত। তাহলে হয়তো জল এত দূর গড়াত না। কিন্তু তামিম কেন তা বলতে পারলেন না? এখানেই সেই শাশুড়ি-বউয়ের গল্প।

কারণ তামিম নিজে তো জানেন, দলে কেউ অনাকাঙ্ক্ষিত হলে, কাউকে বাদ দিতে চাইলে–কোন কোন কৌশল নিতে হয়। টিম ম্যানেজমেন্ট কীভাবে তা প্রয়োগ করে, কাকে দিয়ে প্রয়োগ করে। মিডিয়াতে কাকে দিয়ে কোন সময় কোন খবর ছড়িয়ে অস্থিরতা তৈরি করতে হয়। বাকিরা এসব বুঝতে না পারলেও একসময় বাংলাদেশ দলের সংসার সামলানো তামিমের তা না বোঝার কারণ নেই।

বিশ্বকাপের প্রথম ম্যাচ আফগানিস্তানের বিপক্ষে। খেয়াল করলে দেখা যায়, দলটির স্পিনার মুজিবের সামনে ওপেন না করে নন-স্ট্রাইকে থাকেন তামিম। এমনকি গত কয়েক ম্যাচে আফগান পেসার ফারুকির বলে উইকেট দিয়েছেন। যে তামিম তাঁর চার শতাধিক ইনিংসে প্রথম বলে স্ট্রাইক নিয়েছেন, সেখানে মুজিবের সামনে কেন নন-স্ট্রাইকে থাকেন। এসব বিশ্লেষণ করে হাথুরু যদি তাঁকে প্রথম ম্যাচ নাই খেলাতে চাইতেন, তাহলে সেখানে যুক্তির কম ছিল না। আসলে হাথুরু হচ্ছেন বাজিকর কোচ, যিনি কিনা প্রথাগত ক্রিকেট ম্যানুয়ালের বাইরে গিয়ে ভাবতে পছন্দ করেন। সেখানে তামিম হচ্ছেন নব্বই দশকের ওয়ানডে ঘরানার ওপেনার, যিনি কিনা হাথুরুর দর্শনের সঙ্গে সাংঘর্ষিক। তাই সংসারের চাবি বদল হওয়ার মতো ঘটনায় বিতর্ক তৈরি হবেই এবং সেটাই হয়েছে।

একসময় লোকের মুখে মুখে ছিল সাকিব-তামিমের বন্ধুত্বের কথা। আসলে সেটাও ছিল মিডিয়ারই তৈরি। দু’জনই ভাতের বদলে কন্টিনেন্টাল পছন্দ করতেন, এ জন্য দলের মধ্যে তাদের দু’জনকেই আলাদাভাবে ধরে নিয়ে বন্ধুত্বের গল্পটা তৈরি হয়েছিল। তবে সম্পর্কেরও রং বদলায়–সেই হিন্দি সিরিয়ালের গল্পতেও ছিল তেমনটি।

এখন সাকিবের চোখে তামিম ‘বাচ্চা ছেলে’। কড়া কড়া কথা বলেছেন তিনি। ‘দল আগে না, ব্যক্তি আগে। রোহিত শর্মার মতো খেলোয়াড় সাত নম্বর থেকে ওপেনার হিসেবে ১০ হাজার রান করেছেন। ও (তামিম ইকবাল) যদি মাঝে মাঝে তিন-চারে নামে বা ব্যাটিংয়ে না নামে, এটা কি খুব একটা সমস্যা হয়? এটা আসলে আমার মনে হয়, অনেকটা বাচ্চা মানুষের মতো, যে আমার ব্যাট আমিই খেলব আর কেউ খেলতে পারবে না। দলের প্রয়োজনে যে কেউ যে কোনো জায়গায় খেলতে রাজি থাকা উচিত। দল আগে, তার পর অন্য কিছু। পার্সোনাল অ্যাচিভমেন্ট দিয়ে আপনি কী করবেন আসলে। আপনার নিজের নাম কামাবেন, তার মানে আপনি নিজের কথা চিন্তা করছেন। আপনি দলের কথা চিন্তা করছেন না। মানুষ এই পয়েন্টগুলো বোঝে না।’ সঠিক কথাই বলেছেন সাকিব।

দলীয় খেলায় ব্যক্তিস্বার্থ কখনোই প্রাধান্য পেতে পারে না। কিন্তু এখানেই প্রশ্ন থেকে যায়। হাথুরু তাঁর প্রথম মেয়াদে সাকিবকে টি২০ ম্যাচে সাত নম্বরে নামার প্রস্তাব দিয়েছিলেন, যেখানে সাকিব খেলছিলেন তিন এবং চার নম্বর পজিশনে। ২০১৭ সালে হাথুরুর সেই প্রস্তাব শুনে রেগে গিয়েছিলেন সাকিব, তখন হাথুরু পাল্টা প্রশ্ন করেছিলেন–‘তোমাকে তোমার আইপিএল দল কয় নম্বর ব্যাটিং পজিশনে খেলায়।’

কলকাতা নাইট রাইডার্সে তখন ৭ ও ৮ নম্বরে নামতেন সাকিব। হাথুরুর সেদিনের প্রস্তাব ছিল দলের স্বার্থেই। সাকিব তামিমের দিকে টিমম্যান না–এমন অভিযোগ এনেছেন। আঙুল তুলেছেন অধিনায়ক হয়ে আফগান সিরিজে হঠাৎ অবসরের ঘোষণার নৈতিকতা নিয়েও। কিন্তু সাকিবও সব সময় এমনটা করেন। যখন দলকে টুর্নামেন্টে রেখে অন্য শহরে গিয়ে বিজ্ঞাপন কিংবা শোরুম উদ্বোধন করেন, সেটা কি ‘টিমম্যানশিপের’ মধ্যে পড়ে। যদি তাঁর দেখাদেখি বাকি ১০ জন এমন আবদার করেন, তখন বিসিবি কী সিদ্ধান্ত দেবে?

আসলে কেউই ‘ধোয়া তুলসি পাতা’ নন। কিংবা যে জলে ধোয়া হচ্ছে, সেই জলটাই হয়তো বিশুদ্ধ নয়। এখানেই বিসিবির ভূমিকা সামনে চলে আসে। যার ইঙ্গিত কিছুটা দিয়েছেন মাশরাফি তাঁর সর্বশেষ ভিডিওতে। ‘এই যে পাঁচ ম্যাচ নিয়ে এত কিছু ঘটে গেল, সেখানে দায় সাকিবেরও না, তামিমেরও না; এমনকি নাঈম ভাইয়েরও না। এখানে যে বা যারা এই মেসেজটা মিডিয়ায় ছড়িয়ে দিয়েছেন, তাদের আসলে খুঁজে বের করা গুরুত্বপূর্ণ।’

যে সাপ দিয়ে খেলা দেখিয়েছেন সাপুড়ে, সেই সাপের দংশনেই কিনা তামিমের আজকের পরিণতি। চারপাশের সব বিষণ্নতায় জড়িয়ে তামিম এখন জলসাঘরের সেই বিশ্বম্বর রায়–এর মতোই বড্ড নিঃসঙ্গ।

বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়ে বিশ্বস্ত এজেন্টের সহায়তা নিন

WIN ZONE Realty Inc.

আমাদের সেবা সমূহঃ
- বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়
- লোন মোডিফিকেশনে (Loan Modification) ফ্রি সহায়তা
- ফরক্লোজারে (Foreclosure) ফ্রি সহায়তা
- আরইও (REO) বা ব্যাংকের বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়
- ট্যাক্সলিনের-এর (Taxlien) বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়
- সট সেলের (Short Sale) বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়
- বাণিজ্যিক, আবাসিক বা মিক্স ইউজ (Mix Use) বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়ে বিশ্বস্ততার সাথে ১৬ বৎসর ধরে কমিউনিটিকে সহায়তা করছি।

বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়ে আপনার সহযোগিতায় আমরা আছি আপনার পাশে



MOHAMMED ISLAM (SHAMSU)

81-15 Queens Blvd, Elmhurst, NY 11373
Cell: 917-586-2172, Phone: 718-899-7000, Email: mishamsu@gmail.com

Jumbo Travel, Inc.



Your agent for Air, Cruise, Tour, Vacation, Hajj & Umrah Package



WINTER টিকেটের আকর্ষণীয় মূল্য হ্রাস

সবচেয়ে কম মূল্যে গ্যারান্টিযুক্ত রিটার্ণ টিকেটের জন্য আজই যোগাযোগ করুন

Ali A. Chowdhury
Managing Director

Tell: 718-267-9651
Cell: 917-478-7131
Faz: 718-267-1922

30-10 35th Street
Astoria, NY 11103
jumbotravelusa@aol.com

বাংলাদেশী মেডিকেল গ্রুপ



ডাঃ আতাউল ওসমানি
এম.ডি
ফ্যামিলি মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
৭১৮-৬৩৬-০১০০

ডাঃ ফেরদৌস খন্দকার
এম.ডি, এফএসিপি
মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

Brooklyn
20 Arlington Place
(Across the Fulton St.)
(Betw. Bedford & Nostrand Ave)
Brooklyn, NY 11216
Tel: 718-363-0100
Fax: 718-636-0112

Jackson Heights
70-17 37th Avenue
(Betw. 70 & 71st Street)
East Side of BQ Express Way
Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-363-0100
Fax: 718-636-0112

আমরা সব ধরনের ইন্স্যুরেন্স গ্রহণ করে থাকি

BISMILLAH HALAL LIVE POULTRY MEAT & FISH MARKET
বিসমিল্লাহ হালাল লাইভ পোল্ট্রি, মিট এন্ড ফিস মার্কেট

New Price বিশাল মূল্যহ্রাস



রেড/ব্লাক চিকেন $3.25/lb

১০টি কালার (রেড/ব্লাক) চিকেন কিনলে ৩টি ফ্রি
৬টি কালার (রেড/ব্লাক) চিকেন কিনলে ১টি ফ্রি (৩টি রেড হার্ড চিকেন ফ্রি)
৩টি হার্ড চিকেন $12.99 (১টি রেড হার্ড চিকেন ফ্রি)



প্রতিদিন জবেহ করা হালাল মাংসের মধ্যে রয়েছে-
রেডলার গোট $4.49/lb বেবি গোট $6.49/lb



বিমানে আসা তাজা মাছসহ আমাদের এখানে পাবেন লাইভ ফিস
এছাড়াও আমাদের এখানে সুলভ মূল্যে পাওয়া যাবে বাংলাদেশের যাবতীয় ব্লকের মাছ

বোয়াল, আইড়, কোরাল, পাবদা, স্টার বাইন, লং বাইন, চিতল, কাতলা, বাছা ও শোল



লাইভ তেলাপিয়া	$3.49/lb
লাইভ বাফেলো	$3.49/lb
আমেরিকান ইলিশ	$1.99/lb
দেশী রুই	$1.79/lb
Herring Fish (চাপিলা মাছ)	$2.49/lb
Porgy	$1.49/lb

শাইড কাটকিস, স্নাপার, স্ট্রাইপ বাস, সীবাস, স্কেট, হ্যালিবুট, ব্রিম্স, বাংলাদেশী গলদা চিংড়ি এবং ইলিশ মাছ

স্পেশাল

দেশী স্যালমন ফ্রাইস	$ 17.99
আমিন স্যালমন ফ্রাইস	$ 17.99
আমিন স্যালমনেলস ফ্রাইস	$ 9.99
ফ্রোজেন স্যালমন ফ্রাইস	$ 18.99
পাম্পার স্যালমন ফ্রাইস	$ 13.99
সুলতানা স্যালমন ফ্রাইস	$ 12.99

ফ্রি ডেলিভারী মিনিমাম ৫০ ডলার

EBT & Foodstamp
Open 7 Days: 8:00am to 7:30pm
Directions: R, Q, V train to Northern Blvd

37-15, 55th Street, Woodside, NY 11377 (Bet. 37&38 Ave)
718.205.7200 917.295.4011

ইমিগ্রেশন / এসাইলাম সেন্টার: গ্রীন কার্ড ও নাগরিকত্ব



কম্যুনিটির সবচেয়ে আলোচিত, পরিচিত এবং নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান
লিগ্যাল নেটওয়ার্ক এ আসুন!

আমেরিকায় আইনানুগ বসবাস এনে দিতে পারে জীবনের প্রশান্তি। ইমিগ্রেশন/লিগ্যাল ইস্যুতে ছোট্ট একটি ভুলের জন্য অনেক বড় খেসারত অনেককেই দিতে হয়েছে। ঐ ভুলটি না করার জন্য কয়েক ডজন এটর্নী সিপিএ এবং আর্কিটেক্টদের সমন্বয়ে গড়া **লিগ্যাল নেটওয়ার্কের নিম্নোক্ত সেবা গ্রহন করুন:**

● নাগরিকত্ব, গ্রীনকার্ড, এসাইলাম, ম্যারেজ, ইনভেস্টমেন্ট, স্ট্যাটাস এডজাস্টমেন্ট, স্টপ ডিপোর্টেশন, এপ্লাই ফর সিটিজেনশিপ, অ্যাডভান্স প্যারোল, (রাজনৈতিক আশ্রয় প্রার্থীরা বিশেষ ব্যবস্থায় দেশে ঘুরে আসুন) ● ক্রিমিনাল (ষ্টেট/ফেডারেল) ● সিভিল লিটিগেশন: বিজনেস, ডিভোর্স, চাইল্ড সাপোর্ট/ কাস্টোডি, স্টপ ফর-ক্লোজার, (নিজ বাড়ী রক্ষা করুন), পার্টনারশীপ, বিজনেস এগ্রিমেন্ট, ল্যান্ডলর্ড/টেন্যান্ট, ● এক্সিডেন্ট কেইস: পারসোনাল ইনজুরী/ স্লীপ এন্ড ফল ইত্যাদি ● ট্যাক্স ফাইল (ব্যক্তিগত এবং বিজনেস) ● ফাইল ফর কর্পোরেশন এবং নট ফর প্রফিট কোম্পানী, ● বুক কিপিং ও অন্যান্য ● বাড়ীর ভায়োলেশন রিমুভ, লিগ্যাল বেইজমেন্ট, প্রপার্টি কনভার্শন (এক ফ্যামিলি থেকে বহু ফ্যামিলি), রিমুভ ফাইন-সিটি/স্টেট এজেন্সীস।

ইদানীং ইমিগ্রেশন আইন সহ বিভিন্ন আইনের প্রয়োগ নিয়ে অনেক তর্কবিতর্ক হচ্ছে যার সাথে ইমিগ্র্যান্টদের ভাগ্য ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এ সময়ে ইমিগ্র্যান্টরা কোন বিষয়েই কোন প্রকার ভুল এফোর্ড করে না। সুতরাং গ্রোসারি ষ্টোরের মতো গজিয়ে ওঠা মোহরী/ মাল্টি সার্ভিস দোকানে যাওয়ার আগে এবং এটর্নী নিয়োগের পূর্বে ইমিগ্র্যান্টদের সচেতন হওয়া খুবই জরুরী।

All Service Provided by Attorneys Admitted in State & Federal Court, CPA, P.E, Architect and Licensed Professionals.

72-32 Broadway, Suite # 302, Jackson Heights, NY 11372, Tel: 917-722-1408 / 1409, Fax: 718-276-0294, Email: legalnetwork.us@gmail.com

যুক্তরাষ্ট্রের ভিসা নীতি

সম্পাদক পরিষদের উদ্বেগ ও যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূতের ব্যাখ্যা

ঢাকা ডেস্ক: ঢাকায় নিযুক্ত যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত পিটার হাস বাংলাদেশের গণমাধ্যমের ওপরও ভিসা নীতি প্রয়োগ হতে পারে বলে সম্প্রতি যে মন্তব্য করেছেন, তাতে উদ্বেগ প্রকাশ করে তাঁকে চিঠি দিয়েছে সংবাদপত্রের সম্পাদকদের সংগঠন সম্পাদক পরিষদ। জবাবে পিটার হাস সংবাদপত্রের স্বাধীনতা, সাংবাদিক ও গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠানগুলোর মতপ্রকাশের স্বাধীনতার অধিকার প্রয়োগের বিষয়ে তাঁর সরকারের প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্ত করেছেন। বলেছেন, গণমাধ্যমকে কেউ মতামত প্রকাশ করা থেকে বিরত রাখার পদক্ষেপ নিলে তার ক্ষেত্রেও ভিসা নীতি প্রযোজ্য হবে।

সম্পাদক পরিষদের পক্ষে সংগঠনটির সভাপতি ও ডেইলি স্টার সম্পাদক মাহ্ ফুজ আনাম এবং সাধারণ সম্পাদক ও বণিক বার্তা সম্পাদক দেওয়ান হানিফ মাহমুদের পাঠানো এক বিবৃতিতে এ কথা জানানো হয়। শনিবার (৩০ সেপ্টেম্বর) এই বিবৃতি গণমাধ্যমে পাঠানো হয়।

সম্পাদক পরিষদের সভাপতি মাহ্ফুজ আনামের চিঠির জবাবে রাষ্ট্রদূত পিটার হাস বলেন, গণমাধ্যমের মতপ্রকাশের স্বাধীনতার অধিকারের মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রসহ যেকোনো সরকারের সমালোচনামূলক মতামতও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। তিনি বলেন, 'প্রকৃতপক্ষে আমাদের নীতির যেকোনো বিষয়ে জনমতের প্রতিফলনকে আমরা স্বাগত জানাই।'

সম্প্রতি বেসরকারি টেলিভিশন চ্যানেল ২৪-এর সঙ্গে সাক্ষাৎকারে গণমাধ্যমও মার্কিন ভিসা নীতির আওতায় আসতে পারে বলে মন্তব্য করেন পিটার হাস। গত ২৪ সেপ্টেম্বর প্রকাশিত ওই সাক্ষাৎকারে পিটার হাস বলেছিলেন, তাঁরা ভিসা নীতি ভারসাম্যপূর্ণ উপায়ে যে কারও বিরুদ্ধে প্রয়োগ করছেন। তাঁরা সরকার সমর্থক, বিরোধী দল, আইন প্রয়োগকারী সংস্থা, বিচার বিভাগ ও সেটা মিডিয়াও হতে পারে।

চলতি বছরের ২৪ মে যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশের জন্য ভিসা নীতি ঘোষণা করে। এরপর ২২ সেপ্টেম্বর ঘোষণা করা হয় বাংলাদেশে গণতান্ত্রিক নির্বাচনপ্রক্রিয়ায় বাধাদানকারী ব্যক্তিদের ভিসা প্রদানে বিধিনিষেধ আরোপের পদক্ষেপ নেওয়া শুরু হয়েছে।

সম্পাদক পরিষদের সভাপতি মাহ্ফুজ আনাম ২৭ সেপ্টেম্বর পিটার হাসকে চিঠি দেন। ই-মেইলে দেওয়া চিঠিতে বলা হয়, গণমাধ্যমের ওপর ভিসা নীতি প্রয়োগের বিষয়টি নিয়ে তাঁর মনে এবং সম্পাদক পরিষদের সদস্যদের মনে কিছু প্রশ্ন সৃষ্টি করেছে। সত্যি বলতে ওই মন্তব্য (গণমাধ্যম নিয়ে পিটার হাসের মন্তব্য) তাঁদের মধ্যে বিভ্রান্তি তৈরি করেছে। তাই এ বিষয়ে ব্যাখ্যার অনুরোধ জানান তিনি। তিনি আরও বলেন, যুক্তরাষ্ট্র সরকার এবং রাষ্ট্রদূত ব্যক্তিগতভাবে সব সময় মুক্ত ও স্বাধীন গণমাধ্যমের পক্ষে অটল। সেখানে এই মন্তব্য তাঁদের মাঝে বিভ্রান্তি তৈরি করেছে।

মাহ্ফুজ আনাম লেখেন, 'গণমাধ্যমের কাজ হলো লেখা কিংবা সম্প্রচার করা। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, একজন সাংবাদিক যা লেখেন বা সম্প্রচার করেন, তার ওপর ভিত্তি করে ভিসা বিধিনিষেধ আরোপ করা হবে কি না? যদি তাই হয়, তাহলে এটি কি বাক্ স্বাধীনতা ও সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতার আওতায় আসে না? গণমাধ্যমের ক্ষেত্রে এটি কীভাবে ব্যবহার করা হবে? এখানে কোন বিষয়গুলো বিবেচনায় নেওয়া হচ্ছে?'

মাহ্ফুজ আনাম বলেন, 'যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানের প্রথম সংশোধনী সব সময়ই ব্যক্তিগতভাবে তাঁর এবং বাংলাদেশের গণমাধ্যমের জন্য অনুপ্রেরণার উৎস হিসেবে কাজ করেছে। সে ক্ষেত্রে ভিসা নীতি গণমাধ্যমের বিরুদ্ধে ব্যবহার করা হলে এই নীতি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে প্রথম সংশোধনীর মূল্যবোধ এখানে কীভাবে প্রতিফলিত হবে?'

এর জবাবে রাষ্ট্রদূত পিটার হাস লেখেন, যুক্তরাষ্ট্র সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতার প্রতি সমর্থন অব্যাহত রাখবে এবং যারা বাংলাদেশে গণতান্ত্রিক নির্বাচন প্রক্রিয়াকে ক্ষুণ্ন করতে চায়, তাদের জন্য যুক্তরাষ্ট্রের ভিসা নীতি প্রয়োগ করবে।

যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্টনি ব্লিঙ্কেনকে উদ্ধৃত করে পিটার হাস বলেন, অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠানের দায়িত্ব ভোটার, রাজনৈতিক দল, সরকার, নিরাপত্তা বাহিনী, সুশীল সমাজ ও গণমাধ্যম–সবার। এই প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রতিটিকে গণতান্ত্রিক নির্বাচন প্রক্রিয়ায় তাদের নিজ নিজ ভূমিকা পালনের সুযোগ দিতে হবে।

পিটার হাস বলেন, অ্যান্টনি ব্লিঙ্কেনের ওই বক্তব্যে এটি স্পষ্ট যে ভিসা নীতি বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক নির্বাচনপ্রক্রিয়াকে ক্ষুণ্ন করার জন্য দায়ী বা জড়িত বলে প্রতীয়মান হয়, এমন যেকোনো বাংলাদেশির জন্য প্রযোজ্য। গণমাধ্যমকে কেউ মতামত প্রচার করা থেকে বিরত রাখার পদক্ষেপ নিলে তার ক্ষেত্রেও এটি প্রযোজ্য হবে।



ভিসা নীতি নিয়ে চিন্তিত হওয়ার কিছু নেই

ঢাকা ডেস্ক: প্রধানমন্ত্রীর শিল্প ও বিনিয়োগ বিষয়ক উপদেষ্টা সালমান এফ রহমান বলেছেন, যারা স্বাধীনতার বিপক্ষে ছিল, তারা ভিসা নিষেধাজ্ঞা দিতেই পারে। তাই এ ব্যাপারে আমরা চিন্তিত নই। হতাশ হওয়ার কিছুই নেই। সংবিধান অনুযায়ী আগামী নির্বাচন শেখ হাসিনার অধীনে হবে। কোনো দল নির্বাচনে আসলো কি আসলো না, এটা সম্পূর্ণ নির্বাচন কমিশনের বিষয়। একটি স্বাধীন রাষ্ট্রে তার নিজস্ব সংবিধান অনুযায়ী রাষ্ট্র পরিচালিত হবে। সংবিধানের স্বাভাবিক গতিকে কোনো রাষ্ট্র হস্তক্ষেপ করলে অবশ্যই দেশের স্বার্থে জনগণকে সঙ্গে নিয়ে যা করার করবো। ব্যবসা বাণিজ্যের ক্ষেত্রে তেমন কোনো প্রভাব পড়বে না। নেতাকর্মীদের উদ্দেশ্যে বলেন, আপনারাই শেখ হাসিনার ও আওয়ামী লীগের শক্তি। তাই আগামী নির্বাচনে নৌকাকে বিজয় করতে হলে নেতাকর্মীদের শক্তির কোনো বিকল্প নেই। এজন্য কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে নৌকাকে বিজয় করতে সবাইকে কাজ করার আহ্বান জানান সালমান এফ রহমান।

গত ২৮ সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার বিকালে নবাবগঞ্জ সরকারি পাইলট উচ্চ বিদ্যালয় অ্যান্ড কলেজ মাঠে আয়োজিত আগামী দ্বাদশ সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে ভোটকেন্দ্র-ভিত্তিক নির্বাচন পরিচালনা কমিটির সদস্য ও নেতাকর্মীদের সঙ্গে মতবিনিময় সভা ও কর্মশালায় তিনি এসব কথা বলেন।

প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা বলেন, দেশে যে উন্নয়নের গতিধারা সৃষ্টি হয়েছে, বিশ্ব দরবার সে বিষয়ে শেখ হাসিনার সরকারের ভূয়সী প্রশংসা করেছে। তাই অনেকের এটা মাথাব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। যদি শেখ হাসিনা সরকার আরও পাঁচ বছর রাষ্ট্র পরিচালনা করে তবে এ দেশ বিশ্ব রাজনৈতিক অঙ্গনে একটা চমক সৃষ্টি করবে এবং নেতৃত্বে চলে আসবে। তাই একজন মহিলা হিসেবে বিশ্ব রাজনীতির অঙ্গনে মাথাচাড়া দিয়ে উঠবে এবং অর্থনৈতিকভাবে দেশকে স্বাবলম্বী করবে এটা অনেকেই চান না। তাই বাংলাদেশকে দাবিয়ে রাখার জন্য বিভিন্ন সংস্থা, এজেন্ট আমাদের পেছনে লেগেছে। অনেক দেশই ভালোভাবে নিচ্ছে না কারণ তাদের দাদাগিরি কব্জির হাত থেকে চলে যাবে। তিনি বলেন, আগামী নির্বাচন কেউ ঠেকাতে পারবে না।

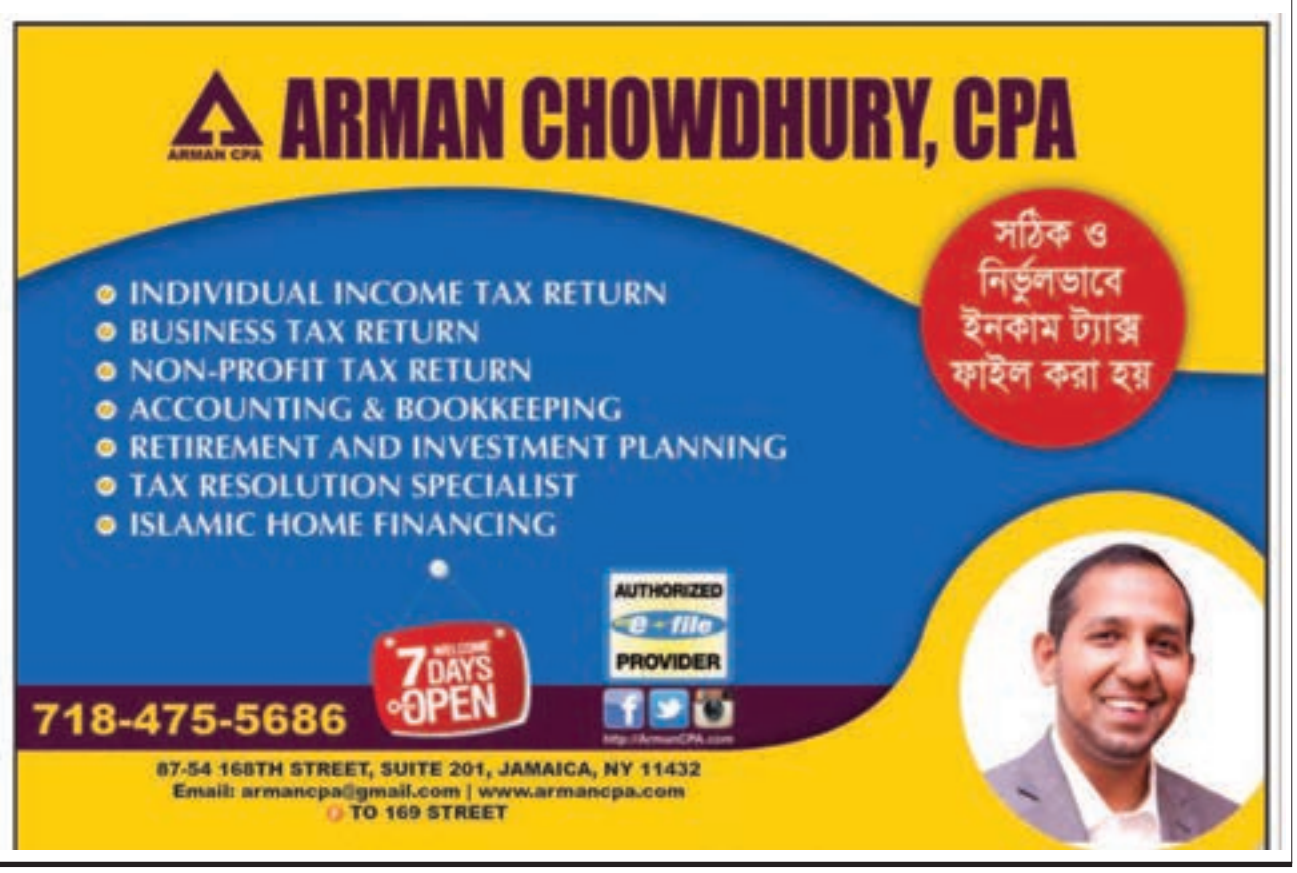
উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি মিজানুর রহমান ভূঁইয়া কিসমতের সভাপতিত্বে ও উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ইঞ্জিনিয়ার আরিফুর রহমান শিকদারের সঞ্চালনায় মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে সালমান এফ রহমান আরও বলেন, দোহার-নবাবগঞ্জে বিশেষ করে নবাবগঞ্জ উপজেলার তৃণমূল পর্যায়ে আওয়ামী লীগ ও সহযোগী সংগঠনের মহিলাকর্মীদের উপস্থিতি লক্ষণীয়। এজন্য সকল নেতাকর্মীর প্রতি তিনি কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানান। সকলকে একসঙ্গে নৌকাকে বিজয় করার জন্য ত্যাগ স্বীকারের আহ্বান জানান। তিনি বলেন, ঢাকা-১ আসনে বিপুল ভোটে বিজয় করে প্রধানমন্ত্রীকে উপহার দিবো। সালমান এফ রহমান ওইদিন সকালে মহিলা নেতাকর্মীদের সঙ্গে মতবিনিময় ও নির্বাচন পরিচালনা কর্মশালায় অংশ নেন। এরপর উপজেলায় কর্মরত প্রশাসনের বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তাদের সঙ্গে মতবিনিময় সভা করেন।

আশা করি বিদেশি মিশনের নিরাপত্তা বজায় রাখবে বাংলাদেশ : ম্যাথিউ মিলার

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দফতরের মুখপাত্র ম্যাথিউ মিলার বলেছেন, যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশের সঙ্গে তার সম্পর্ক মূল্যায়ন করে। আমরা প্রত্যাশা করি, (বাংলাদেশ) সরকার আমাদেরসহ সব বিদেশি মিশন ও কর্মীদের নিরাপত্তা বজায় রাখতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেবে। গত ২৮ সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার ওয়াশিংটনে পররাষ্ট্র দফতরে নিয়মিত প্রেস ব্রিফিংয়ে এক প্রশ্নের জবাবে তিনি এ কথা বলেন।

ম্যাথিউ মিলার বলেন, কূটনৈতিক কর্মীদের নিরাপত্তা অবশ্যই আমাদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কূটনৈতিক সম্পর্কের ভিয়েনা কনভেনশন অনুসারে, সব দেশকে অবশ্যই কূটনৈতিক মিশনগুলোর সুরক্ষা নিশ্চিত করার বাধ্যবাধকতা বজায় রাখতে হবে। এ ছাড়া কর্মীদের ওপর যে কোনো আক্রমণ প্রতিরোধে সব কূটনৈতিক পদক্ষেপ নিতে হবে। যুক্তরাষ্ট্রের ভিসানীতিতে গণমাধ্যম বিষয়ে আরেক প্রশ্নের জবাবে মুখপাত্র বলেন, আমরা আইন প্রয়োগকারী সংস্থা, ক্ষমতাসীন দল ও রাজনৈতিক বিরোধী দলের সদস্যদের বিরুদ্ধে বিধিনিষেধ আরোপের পদক্ষেপ নিয়েছি, যারা বাংলাদেশে অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন বিনষ্টের জন্য দায়ী বা জড়িত বলে আমরা বিশ্বাস করি। তিনি আরও বলেন, ভিসানীতি নির্দিষ্ট ব্যক্তির ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপের জন্য নয়। গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে দুর্বল করার জন্য দায়ী বা জড়িত যে কোনো বাংলাদেশির জন্য এটি প্রয়োগ করা যেতে পারে।





শরীর ও আত্মার খাদ্য

(শেষের পাতার পর)

তথা বডিতে ধারণকৃত প্রোগ্রাম। তেমনি মানুষের শরীর হলো একটা হার্ডওয়্যার এবং এই হার্ডওয়্যারে ধারণকৃত সফটওয়্যারটি নাম হলো, রুহ বা আত্মা। একটি ভারসাম্যপূর্ণ জীবনের জন্য মানুষকে এই দুটোরই সমান ও যথাযথ গুরুত্ব দিতে হয় এবং দু'টোর জন্যই তার সুষম ও পুষ্টিকর খাদ্যের ব্যবস্থা করতে হয়। অন্যথায় এর একটি অসুস্থ হলে অন্যটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে নষ্ট হয়ে যায়। আমরা সকলেই আমাদের হার্ডওয়্যার তথা শরীরের খাদ্য সম্পর্কে মোটামুটি জ্ঞান রাখি। এবং এই খাদ্য সংগ্রহের জন্য রাত-দিন মাড়িয়ে যাই সর্বদা। কিন্তু সেই তুলনায় আমাদের সফটওয়্যার তথা রুহ বা আত্মার খাদ্যের চেষ্টা অনেকটা কদাচিৎ ও নগন্য। ফলে বাইরে থেকে একজনকে সুঠাম ও সুস্বাস্থ্যের অধিকারী মনে হলেও তার মধ্যে বাস করে একটি মৃত বা অসুস্থ আত্মা। ফলে তার দেহখানি একখান অসার কলাগাছ। যার মধ্যে কোন পরিপুষ্টতা নেই, নেই কোন উপকারী পদার্থ।

মানুষের শরীরকে মাটি থেকে তৈয়ার করা হয়েছে। তাই আমাদের খাদ্য সব মাটি। অর্থাৎ মাটি থেকে উৎপন্ন খাদ্য আমাদের শরীরকে পরিপুষ্ট করে রাখে। আবার আমার মাটিতেই চলে যাবো। মাটি থেকে আবার বের করে আনা হবে। আল্লাহর এই সাইকেল অনন্তকাল ধরে চলছে চলবে। এই প্রবন্ধে আপাতত: বডি তথা শরীরকে বাদ দিয়ে আত্মার সুষম খাদ্যের একটি তালিকা দেয়ার চেষ্টা করা হবে ইনশা'আল্লাহ। আল্লাহ তা'আলা বলেন,"তিনিই তো সেই সত্তা যিনি তোমাদেরকে মাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন। তারপর শুক্র থেকে। তারপর রক্তের পি- থেকে। অতপর তিনি তোমাদেরকে শিশুর আকৃতিতে বের করে আনেন। এরপর তিনি তোমাদেরকে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত করেন যাতে তোমরা নিজেদের পূর্ণ শক্তিতে উপনীত হতে পারো। তারপর আরো বৃদ্ধিপ্রাপ্ত করেন যাতে তোমরা বৃদ্ধাবস্থায় উপনীত হও। তোমাদের কাউকে আগেই ফিরিয়ে নেয়া হয়। এসব কাজ করা হয় এ জন্য যাতে তোমরা তোমাদের নির্ধারিত সময়ের সীমায় পৌছতে পারো এবং যাতে প্রকৃত সত্য উপলব্ধি করতে পারো।"(সুরা আল মু'মিন:৬৭) আয়াতে জীবনের এসব পর্যায়ের মধ্য দিয়ে আমাদেরকে অতিক্রম করানোর কারণ এ নয় যে, আমরা পশুর মত জীবন যাপন করবো এবং পশুর মতো মরবো। বরং এসব পর্যায় অতিক্রম করানো হয় এ জন্য যে, আল্লাহ আমাদেরকে যে জ্ঞান দিয়েছেন তা কাজে লাগাবো। আত্মা। আত্মা হলো রবের আমর বা হুকুমমাত্র। কাজেই আত্মার খাদ্য আসে রবের ইবাদাতের মাধ্যমে রবের নিকট থেকে। তাই আত্মাকে সজীব ও সতেজ রাখার জন্য আমাদেরকে দৈনন্দিন নিম্নের কাজগুলো আঞ্জাম দিতে হবে। মনে রাখতে হবে আত্মার খাদ্য গ্রহণের জন্য বৈরাগ্য বা সন্নাসী হওয়া যাবে না। বরং সমাজ সংসারের বিশাল চারণভূমিতে জীবনের পদচারনায়, শয়নে-স্বপনে, প্রকাশ্যে-নির্জনে, দিনে ও রাতে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রতিটি কার্য সম্পাদনে বা কোন বক্তব্য পেশ কালে আল্লাহর হুকুমকে পর্যালোচনা করা হলেই আত্মার খাদ্য গ্রহণ করা হবে। অর্থাৎ দুনিয়া ও আখিরাতের সাফল্য কোন পথে তা তন্ন তন্ন করে অনুসন্ধান করা সুক্ষ্ম দৃষ্টিতে অবলোকন করা। যিনি তার ভেতর ও বাইরে কোন কোন জিনিস সাফল্যেও পথে বাধার সৃষ্টি করে তা প্রথমে চিহ্নিত করেন এরপর যথাসাধ্য নিয়ন্ত্রণ বা বাগে আনার চেষ্টা চালান। আর এর জন্য কোন বিরাণভূমি বা গভীর অরণ্যে নয় বরং সমাজ সংসারই হলো এর উপযুক্ত ক্ষেত্র। পরীক্ষার জন্য পরিক্ষার হলই উপযুক্ত স্থান। যেখানে অন্যান্য ছাত্র-শিক্ষক ও দায়িত্বশীলগণ থাকবে। যেখানে একটু পর পর পরিদর্শনের জন্য বিভিন্ন পরিদর্শক আসবে এবং বিসদৃশ কোন কিছু পরিলক্ষিত হলে শাস্তির ব্যবস্থাও করবে। সেখানে সার্বক্ষণিক অনেকগুলো চোখ প্রতিটি পরিক্ষার্থীকে প্রত্যক্ষ করবে। কিন্তু কেউ যদি এর জন্য এমন নির্জন কক্ষ দাবী করেন যেখানে বইপত্র সবই আছে এবং কেউ তাকে কোন বিরক্তও করবে না। এটিকে অন্য কিছু বলা যেতে পারে কিন্তু পরীক্ষা বলা যাবে না। সমাজ সংসারের অসংখ্য ঘাত-প্রতিঘাত মোকাবেলা করে আল্লাহর পথে ঠিকে থাকার পরীক্ষাই যার হলো না, তিনি আবার আত্মশুদ্ধি করেন কি ভাবে ? তাছাড়া যিনি এ আত্মাকে পরিশুদ্ধ করে আধ্যাত্মিকতা হাছিল করবেন তিনি অবশ্যই এমন ব্যক্তি হবেন যিনি সর্বাস্থায় আল্লাহ ও মানুষের অধিকারকে আল্লাহরই ভয়ে সংরক্ষণ করবেন। যার হৃদয় বিশ্ব মানবতার দুরাবস্থা দেখে কেঁদে উঠবে। বিশ্বের যে কোন নিভৃত কোণে কোন একজন মুসলিমের গায়ে আঘাত লাগার সাথে সাথে তার গাঁয়ে সে আঘাত অনুভূত হবে। এবং এ দুরাবস্থা থেকে মানবতাকে মুক্তি দানের চিন্তা চেতনা তার অন্তরকে অস্থির করে তুলবে। এটিই হলো, সুস্থ সবল আত্মার পরিচয়। আত্মার খাদ্যের জন্য নিম্নের কাজগুলো নিয়মিত করা উচিত।

কুরআন ও সুন্নাহর অধ্যায়ন: বেশী বেশী কুরআন ও হাদীস অধ্যায়ন করা। এবং এই অধ্যায়ন বুঝে অর্থ অনুধাবন করে পড়তে হবে। জ্ঞান হলো আত্মার খোরাক। কারণ জ্ঞানের পরিধি যত বিস্তৃতি লাভ করবে, আল্লাহর ভয় ততবেশী বৃদ্ধি পাবে। আর সেই জ্ঞান হলো, তাওহীদ, আল্লাহর ক্ষমতা, আল্লাহর গুণাবলী, রেসালাত ও আখিরাতের জ্ঞান। যে ব্যক্তি আল্লাহর গুণাবলীর ব্যাপারে যতবেশী অজ্ঞ হবে সে তাঁর ব্যাপারে ততবেশী নির্ভীক হবে। পক্ষান্তরে আল্লাহর শক্তিমত্তা, জ্ঞান প্রজ্ঞা ও বিজ্ঞানময়তা, ক্রোধ,পরাক্রম সার্বভৌম কর্তৃত্ব ক্ষমতা ও অন্যান্য গুণাবলী সম্পর্কে যে ব্যক্তি যতবেশী জানবে সে ততবেশী তার নাফরমানী করতে ভয় পাবে।

মানবতার কল্যাণ করা: আল্লাহর রহমত, বরকত ও আত্মার আনন্দের জন্য মানুষের প্রতি কল্যাণ ও উপকারের হাত বাড়িয়ে দেয়া। মানুষের মধ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠা করা, অসুস্থকে দেখতে যাওয়া, সেবা করা, বিপতে পড়লে উদ্ধার করা, ,মাজলুমকে সাহায্য করা, কাফন-দাফনে অংশগ্রহণ করা ইত্যাদি সমাজ কল্যাণমূলক কাজে নিজেকে সম্পৃক্ত করলে আত্মার প্রশান্তি বেড়ে যায়।

হিংসামুক্ত কল্যাণ কামনা করা: হৃদয়কে বিদ্বেষ, হিংসা ও অন্যের অকল্যাণ কামনা থেকে মুক্ত রাখা। হিংসামুক্ত আত্মা পরোপকারী ও অন্যের কল্যাণকামী হয়। মুসনাদে আহমাদে রাসুলুল্লাহ সা: এ ধরণের ব্যক্তিকে জান্নাতের সুসংবাদ দিয়েছেন। অন্য হাদীসে আনাস রা: বলেন, রাসুলুল্লাহ সা: আমাকে বলেন, বেটা! যদি পারো তবে এমনভাবে সকাল-সন্ধা পার কর যে, তোমার হৃদয়ে কারো প্রতি কোন বিদ্বেষ বা অকল্যাণের ইচ্ছা নেই। সম্ভব হলে এরূপ চলবে, কারণ এরূপ চলা আমার সুন্নাতের অন্তর্ভুক্ত। আর যে আমার সুন্নাতকে জীবিত করলো, সে আমাকে ভালবাসলো। আর যে আমাকে ভালবাসবে সে আমার সাথে জান্নাতে থাকবে।"ইমাম তিরমিযি হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।

আত্মনিয়ন্ত্রণ ও ধৈর্যধারণ করা: ধৈর্য মু'মিন জীবনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ও ঈমানের অন্যতম অংশ। ধৈর্য বলতে নিষ্ক্রিয় নির্জীবতা বুঝানো হয় না। বরং সক্রিয় আত্মনিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা বুঝায়। পারিপার্শিক অবস্থা বা অন্যের আচরণ দ্বারা নিজের আচরণ প্রভাবিত না করে নিজের স্থির সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে নিজেকে পরিচালিত করার ক্ষমতা। ইসলামী দৃষ্টিতে ধৈর্য তিন প্রকার: এক, বিপদ-আপদ ও কষ্টে ধৈর্য দুই, পাপ ও লোভ থেকে ধৈর্য এবং তিন, ক্রোধের মধ্যে ধৈর্য। ধৈর্যশীলদের সাথে আল্লাহ থাকেন।

হতাশা বর্জন ও আল্লাহর উপর ভরসা করা: আল্লাহর রহমত থেকে নৈরাশ্যই হতাশা ও উৎকণ্ঠার মূল কারণ। এটি পাপ। এজন্য হাদীসে বার বার এগুলো থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনার শিক্ষা দেয়া হয়েছে। আল কুরআনে আল্লাহর রহমত থেকে বঞ্চিত হতে নিষেধ করা হয়েছে। মানুষের মনে আল্লাহর উপর আস্থা যত গভীর হয় আত্মা বা মানসিক শক্তি ও স্থিরতা ততই বৃদ্ধি পায়। নিয়মিত আল্লাহর ইবাদাত, কুরআন সুন্নাহ অধ্যায়ন ও আল্লাহর স্মরণ হতাশা ও নৈরাশ্য দূরীভূত করে।

কৃতজ্ঞতা ও সন্তুষ্টি: আমাদের জীবনে অগণিত নিয়ামত রয়েছে। আবার কষ্টও রয়েছে। আমাদের একটি বড় দুর্বলতা হলো, আনন্দের কথা তাড়াতাড়ি ভুলে যাই আর কষ্ট বেদনাকে জিইয়ে রাখি। আত্মার পরিপুষ্টতার জন্য এই দুর্বলতা কাটাতে হবে। সর্বদা ইতিবাচক হতে হবে। আত্মতুষ্টির জন্য রাসুলুল্লাহ সা: এর নিচের হাদীসটি মনে রাখতে হবে। " সম্পদে, শক্তিতে তোমাদের চেয়ে উত্তম কারো দিকে যখন তোমাদের দৃষ্টি পড়বে, তখন সে যেনো তার চেয়ে খারাপ অবস্থায় নিমজ্জিত ব্যক্তির দিকে দৃষ্টি দেয়।"(বুখারী, কিতাবুর রিকাক)

নির্লোভ: সচ্ছলতা অসচ্ছলতা, সম্মান ও অসম্মান সর্বাবস্থায় স্থিতিশীল রাখা। আল্লাহ যখন যে অবস্থায় রাখবেন তখন সে অবস্থায় বান্দা তার দায়িত্ব পালন করবে। সম্পদ বা প্রতিপত্তি থাকলে তা দিয়ে আখিরাতের ঘর তৈয়ার করবে। সম্পদ বা প্রতিপত্তি না থাকলে তাতেই বান্দা আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করবে। সম্পদ বা প্রতিপত্তির লোভ যেনো কাউকে অন্ধ না করে।

সুন্দর আচরণ: উত্তম আচরণ প্রকৃত মুসলিমের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। সকলের সাথে উত্তম ও শোভনীয় আচরণ করা আল্লাহর প্রিয় ইবাদাতসমূহের অন্যতম। কিয়ামতের দিন কর্মবিচারের পাল্লায় সবচেয়ে ভারী ও মূল্যবান কর্ম হবে সুন্দর আচরণ।

আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের সা: ভালবাসা: আল্লাহ ও তাঁর রাসুল সা: কে অন্য সকল কিছু এবং নিজের জীবনের চেয়েও বেশী ভালবাসা। আল্লাহ ও তাঁর রাসুলকে ক্রমাগত জীবনের শেষ নি:শ্বাস ত্যাগ করা পর্যন্ত ভালবাসা ঈমানের অঙ্গ। এই ভালবাসা দ্বারা আত্মার খোরাক সৃষ্টি হয়, আত্মা সর্বদা পুষ্ট ও সতেজ থাকে।

আল্লাহর যিক্র: জেনে বুঝে মনের আবেগ মিশিয়ে সকাল-সন্ধা ছাড়াও সার্বক্ষণিক আল্লাহর যিক্র তথা আল্লাহকে স্মরণ করা। এটি আত্মার বিশাল খাদ্যভা-ার। আত্মা সুস্থ ও সবল রাখার জন্য রাসুলুল্লাহ সা: সুন্নাহ মোতাবেক নিজেকে আল্লাহর যিকরে রত রাখতে হবে।





জেবিবিএ'র উদ্যোগে ঈদ-ই-মিলাদুন্নবী উদযাপন

বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (সা:) জীবনের আলোকে নিজেদের গড়ে তোলার উপর গুরুত্বারোপ













নিউইয়র্ক (ইউএনএ): জ্যাকসন হাইটস বাংলাদেশী বিজনেস এসোসিয়েশন এনওয়াই (জেবিবিএ)'র উদ্যোগে আয়োজিত ঈদ-ই-মিলাদুন্নবী উদযাপন এবং আজিমুশ্বান ওয়াজ ও মিলাদ মাহফিলে বক্তারা বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (সা:) জীবনের আলোকে নিজেদের গড়ে তোলার উপর গুরুত্বারোপ করে বলেন, তাঁর আদর্শ মেনে চললে সমগ্র মানব জাতি যেমন ভালো থাকবে, তেমনী পৃথিবীও সুন্দর হবে। বক্তারা বলেন, ইসলাম শান্তির ধর্ম, আর মুহাম্মদ (সা:) শান্তির দূত। বক্তারা বলেন, পৃথিবীর অশান্তি দূর করতে হলে মহানবীর জীবনাদর্শ, নিয়ম-নীতি মেনে চলতে হবে, এর কোন বিকল্প নেই।

পবিত্র ঈদ-ই-মিলাদুন্নবী উদযাপন উপলক্ষ্যে সিটির জ্যাকসন হাইটসস্থ নবান্ন পার্টি সেন্টারে বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় এই মাফিলের আয়োজন করা হয়। ধর্মীয় আবেশে আয়োজিত ব্যতিক্রমী এই মাহফিলে দেশ-বিদেশ ও প্রবাসের বিশিষ্ট ইসলামিক স্কলারগণ বক্তব্য রাখেন। খবর ইউএনএ'র।

নিউইয়র্কের উডসাইডস্থ আহলুল বায়ত মিশন মসজিদের খতিব ও ইমাম এবং ইন্টারন্যাশনাল ইমাম কাউন্সিল, নর্থ আমেরিকার আহ্বায়ক মুফতী ড. সাঈয়্যেদ মুতাওয়াক্কিল রব্বানী (বদরপুরী)-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত মাহফিলে প্রধান অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ ইসলামিক ফাউন্ডেশনের গভর্ণর মুফতি ড. আল্লামা কফিল উদ্দিন সরকার সালেহী। এছাড়াও গেস্ট অব অনার ছিলেন কারী শাইখ আহমাদ বিন ইউসূফ আল আজহারী এবং প্রধান বক্তা ছিলেন ব্রুকলীনের বেলাল মসজিদের ইমাম ও খতিব মুফতি সৈয়দ আনসারুল করিম আজহারী।

বিশেষ অতিথি ছিলেন মূলধারার রাজনীতিক এটর্নী মঈন চৌধুরী, সিলেটের শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক মাওলানা মুহাম্মদ এমদাদুল হক, মোহম্মদী সেন্টারের পরিচালক ইমাম কাজী কাইয়্যুম, আমেরিকায় মদীনার আলো'র সম্পাদক মুহাম্মদ আব্দুল ওয়াহিদ টুপন ও কমিউনিটি লীডার ও রাজনীতিক মাওলানা ওয়ালিউল্লাহ আতিকুর রহমান।

যৌথভাবে মাহফিল পরিচালনা করেন জেবিবিএ'র সভাপতি গিয়াস আহমেদ ও সাধারণ সম্পাদক তারেক হাসান খান। মাহফিলে অতিথিবৃন্দ ছাড়াও অন্যান্যের মধ্যে আলোচনায় অংশ নেন জার্মানীর বার্লিনের বায়তুল মোকাররম মসজিদের ইমাম ও খতিব আলহাজ মাওলানা হেলাল উদ্দিন সিরাজী, নিউইয়র্কের পার্কচেষ্টার জামে মসজিদের ইমাম ও খতিব মাওলানা জুবায়ের রাশীদ, জ্যাকসন হাইটস ইসলামিক সেন্টারের ইমাম ও খতিব আলহাজ মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুস সাদিক, এস্টোরিয়ার আল আমীন মসজিদ পরিচালনা কমিটির সভাপতি জয়নাল আবেদীন প্রমুখ। মাহফিলের শুরুত পবিত্র কোর-আন থেকে তেলাওয়াত এবং নাশিদ পরিবেশন করেন কারী মুহাম্মদ হাসান বিন খুরশীদ ও হাফেজ মুহাম্মদ টিপু রাহমান।

মাহফিলে বক্তারা বলেন, যে মানুষটির জন্য মহান আল্লাহ তায়ালা সমগ্র পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন, যিনি তাঁর প্রিয় বন্ধু, সমগ্র মানব জাতির জন্য রহমত সেই মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা:) তাঁর তুলনা তিনি নিজেই। তাঁকে সম্মান জানানো মানেই আল্লাহতায়ালাকে সম্মান জানানো। বক্তারা বলেন, মহানবী (সা:) এমন সময়ে পৃথিবীতে আসেন যখন ছিলো অন্ধকার যুগ, মানুষে মানুষে ছিলো বিভেদ-বিভক্তি, হানাহানি-মারামারি, অনিয়ম-অত্যাচার, ব্যাভিচার। সেই অন্ধকার যুগ থেকে তিনি মানুষকে সঠিক পথে ফিরিয়ে আনেন। মানুষের জীবনকে সুন্দর করে তুলেন। আর তাই তাঁর তুলনা তিনি নিজেই, তিনিই দু-নিয়ার শ্রেষ্ঠ মানুষ।

বক্তারা মহনবীর (সা:) জীবনের বিভিন্ন দিক তুলে ধরে বলেন, তিনি তাঁর জীবনাচার দিয়ে প্রমান দিয়েছেন ইসলাম শান্তির ধর্ম, ইসলামে নারীদের মর্যাদা সর্বোচ্চ। বক্তারা বলেন, জগত বিখ্যাত ব্যক্তিরা মহানবীর জীবন নিয়ে গবেষণা করেছেন, তাঁকে জেনেছেন, তাঁকে নিয়ে কোন বিতর্ক তুলেননি। সেই নবীর জীবনী সবারই জানা উচিৎ এবং তাঁর জীবনাচারের আলোকে নিজেকে গড়ে তুলতে পারলেই প্রকৃত মানুষ হওয়া সম্ভব। বক্তারা বলেন, ইহকাল ও পরকালে শান্তি পেতে হলে ইসলামের আলোকেই জীবন পরিচালিত করতে হবে।

মাহফিলে বক্তারা পবিত্র কোরআন ও হাদিসের আলোকে মিল্লাদুন্নবী পালন করা, না করার উপর বিস্তারিত তথ্য তুলে ধরে বলেন, প্রকৃত অর্থে আমরা না বুঝা আর অনুধাবন না করার কারনেই মিলাদ পড়া নিয়ে তর্ক-বিতর্ক করছি। অনেকেই কোরআন-হাদিসের মনগড়া ব্যাখ্যা দিয়ে নিজেরা যেমন বিভ্রান্ত হচ্ছি তেমনী, অন্যদেরকেও বিভ্রান্ত করছি। বক্তারা সকল ভেদাভেদ ভুলে সমগ্র মুসলিম উম্মাহ-কে এক ছাড়ার তলে ঐক্যবদ্ধ হওয়ারও আহ্বান জানান।

মাহফিলটি সফল করতে আসিফ বারী টুটুল-কে আহ্বায়ক ও মোল্লা মাসুদ-কে সদস্য সচিব করে একটি কমিটি গঠন করা হয়। কমিউনিটির বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ সহ বিপুল সংখ্যক ধর্মপ্রাণ মুসল্লী মাহফিলে উপস্থিত ছিলেন। নারীদের জন্য পৃথক ব্যবস্থা ছিলো। ছবি: নিহার সিদ্দিকী

Tax & Immigration Services

Tax
Immigration
Real Estate
Mortgage
Notary



Mohammad Pier
Lic. Realestate Asso. Broker
EA, IRS, RTRP & Notary Public
Cell: 917-678-8532

Income Tax
Income Tax Service & Direct Deposit
Quick Refund & Electronic Filling

Immigration Services
Citizenship & Family Application
Affidavit of Support & all forms available

Real Estate
For Buying & Selling Houses
Mortgage Services

IRS e file

PIER TAX AND EXECUTIVE SERVICES

37-18, 73 Street, Suite# 202, Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-533-6581 Cell: 917-678-8532 Fax: 718-533-6583
Email: piertax@gmail.com

জ্যাকসন হাইটসে মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
বাংলাদেশী অভিজ্ঞ ডাক্তার
ডা. এটিএম ইউছুফ (স্বপন) এমডি

স্থান পরিবর্তন



অফিস : ৩৭-২৯
৭২ স্ট্রিট, ১ম তলা
জ্যাকসন হাইটস
নিউইয়র্ক

- ডায়াবেটিক, উচ্চ রক্তচাপ, থাইরয়েড, এজমা, রাতের ব্যথা, চর্মরোগ, যৌন রোগসহ সব ধরনের চিকিৎসা করা হয়।
- ফিজিক্যাল এক্সাম, টিএলসি এক্সাম ও স্কুল-কলেজের জন্য প্রয়োজনীয় টিকা দেওয়া হয়।
- সুলভে রক্ত পরীক্ষা, ইকেজি, টিবি ও প্রেগন্যান্সি টেস্ট করা হয়।
- সকল ধরণের ইন্সুরেন্স গ্রহণ করাসহ বাংলাদেশী ভাইবোনদের যত্নসহকারে চিকিৎসা ও পরামর্শ দেয়া হয়।
- অনুগ্রহ করে আসার আগে ফোন করে আপনার এপয়েন্টমেন্ট ও সময় জেনে নিন।

ফোন : ৭১৮-৭৭৭-১১১২, ৭১৮-২০৫-৬৬৩৩

ইনকাম ট্যাক্স
ইমিগ্রেশন
ট্রাভেলস্

25th Anniversary

KAKATUA AGENCY
কাকাতুয়া এজেন্সী

Authorized e-file Provider

পারভেজ কাজী, EA
Enrolled Agent
(Admitted to Practice Before the IRS)

ENROLLED AGENT

OUR SERVICES ARE:

- Income Tax
- Accounting Service
- Immigration Form Fill Out
- Travel
- Insurance

NEW ADDRESS
37-31 77th Street, # 2nd Fl. Jackson Heights, NY 11372
Tel: (718) 726-6900 | (718) 397-5004
Email: kakatua@aol.com | Web: www.kakatua.com

যোগাযোগ:
ক্যাপ্টেন লতিফ (মামা), শামসুল আলম, বিপু ভাভাত
ফারহানা আমিরান, সিমি চৌধুরী, মিনারা কাজী

মেঘনা ট্রাভেলস
ঝামেলামুক্ত ও সুলভ মূল্যে টিকেটের একটি বিশ্বস্থ প্রতিষ্ঠান

OUR SERVICES
International & Domestic Tickets
Hajj & Umrah Special Package
Visa Processing
Money Transfer

APPROVED IATA

KUWAIT AIRWAYS
ETIHAD AIRWAYS
BRITISH AIRWAYS
Emirates



ওমরা ও হজ্জের যাবতীয় ব্যবস্থা করে থাকি

We Accept
VISA MasterCard AMERICAN EXPRESS DISCOVER

৩৭-৬৬ ৭৪ স্ট্রীট, জ্যাকসন হাইটস, নিউইয়র্ক
ফোন: ৭১৮-৪৭৮-১৯২০,
৭১৮-৯৩০-১৪৯৪, ৭১৮-৪৭৮-১৮৩০
e-mail: meghnacorp@gmail.com

বাংলাদেশ ছাড়াও যুক্তরাষ্ট্রের ভিসানীতি আরোপের শিকার যেসব দেশ

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: বাংলাদেশে গণতন্ত্রকে ক্ষুন্ন করার জন্য দায়ী ব্যক্তিবর্গের ওপর ভিসানীতি আরোপ শুরু করেছে যুক্তরাষ্ট্র। গত ২৪ সেপ্টেম্বর থেকে এটি শুরু হয়। বাংলাদেশ ছাড়াও ইতোমধ্যে একাধিক দেশ যুক্তরাষ্ট্রের ভিসানীতির অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

নাইজেরিয়া

চলতি বছরের ফেব্রুয়ারীতে আফ্রিকার দেশ নাইজেরিয়ায় প্রেসিডেন্ট নির্বাচন হয়। এতে প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন বোলা আহমেদ তিনিবু। তবে এ নির্বাচনে অনিয়ম ও কারচুপির অভিযোগে গত ১৬ মে কয়েকজন নাইজেরিয়ানের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে যুক্তরাষ্ট্র প্রশাসন। ওইদিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্টনি ব্লিঙ্কেন এক বিবৃতিতে বলেন, 'যাদের ওপর নিষেধাজ্ঞা দেওয়া হয়েছে তারা ভোটারদের ভয়ভীতি প্রদর্শন এবং শারীরিকভাবে নির্যাতন করেছেন। ভোটের ফলাফলে কারচুপি করেছেন এবং নাইজেরিয়ার গণতান্ত্রিক ধারাকে বাধাগ্রস্ত করেছেন।' ফেব্রুয়ারীতে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার আগেই ভিসা নিষেধাজ্ঞা দেওয়ার ব্যাপারে হুমকি দিয়েছিল যুক্তরাষ্ট্র। তবে কাদের ওপর নিষেধাজ্ঞ আরোপ করা হয়েছে। তাদের নাম বা পরিচয় কিছুই ৎকাশ করা হয়নি।

উগান্ডা

২০২১ সালে আফ্রিকারই আরেক দেশ উগান্ডায় নির্বাচনের কারচুপির দায়ে কয়েকজন সরকারি কর্মকর্তার ওপর নিষেধাজ্ঞা দেওয়া হয়। ওই বছরের জানুয়াাউতে উগান্ডায় প্রেসিডেন্ট নির্বাচন হয়। এতে জয় পান ১৯৮৬ সাল থেকে ক্ষমতায় থাকা ইউয়েরি মুসেভেনি। উগান্ডায়ও কাদের ওপর নিষেধাজ্ঞা দেওয়া হয়েছে সেটি প্রকাশ্যে জানানো হয়নি। তবে ওই সময় নির্বাচনে কারচুপির বিষয়টি অস্বীকার করেছিল উগান্ডার সরকার।

বেলারুশ

২০২০ সালে ইউরোপের দেশ বেলাাংশে প্রেসিডেন্ট নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রায় তিন দশকেরও বেশি সময় ক্ষমতায় থাকা আলেক্সান্ডার লুকাশেঙ্কো জয় পান। ওই নির্বাচনে কারচুপি ও নির্বাচন পরবর্তী বিক্ষোভে দমন-নিপীড়নের অভিযোগে ৮ বেলারুশিয়ানের ওপর নিষেধাজ্ঞা দেওয়া হয়। এছাড়া ওই সময় বেলারুশের কর্মকর্তাদের ওপর নিষেধাজ্ঞা দেয় ইউরোপীয় ইউনিয়নও।

নিকারাগুয়া

২০২১ সালে মধ্য আমেরিকার দেশ নিকারাগুয়ায় প্রেসিডেন্ট নির্বাচন হয়। এতে পুনরায় প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন ড্যানিয়েল ওরতেগা। নির্বাচনে কারচুপি এবং এতে সহায়তা করার অভিযোগে বিচারক, সরকারি কৌঁসুলি, সংসদ সদস্য এবং স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের ওপর নিষেধাজ্ঞা দেওয়া হয়। গেরিলা যোদ্ধা থেকে রাজনীতিতে আসা ড্যানিয়েল ওরতেগা ওই বছর চতুর্থবারের মতো প্রেসিডেন্ট হন। কিন্তু নির্বাচনে ব্যাপক অসংগতি ধরা পড়ে এবং যুক্তরাষ্ট্র নির্বাচনের ফলাফলকে 'অবৈধ' হিসেবে আখ্যা করে।

সোমালিয়া

২০২২ সালে আফ্রিকার দেশ সোমালিয়ার সরকারি কর্মকর্তা ও রাজনীতিবিদদের ওপর ভিসা নিষেধাজ্ঞা দেয় যুক্তরাষ্ট্র। ওই সময় দেশটির পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্টনি ব্লিঙ্কেন জানিয়েছিলেন, যাদের নিষেধাজ্ঞা দেওয়া হয়েছে তারা সোমালিয়ার গণতান্ত্রিক ধারাকে বাধাগ্রস্ত করছেন, বিরোধীদলীয় রাজনীতিবিদ এবং সাংবাদিকদের ওপর নির্যাতন করছেন।

অন্যান্য কারণে ভিসা নিষেধাজ্ঞা

নির্বাচনে কারচুপি করা ছাড়াও অন্যান্য কারণেও ভিসা নিষেধাজ্ঞা দিয়ে থাকে যুক্তরাষ্ট্র। আফগানিস্তানে নারীদের কাজ করার অধিকার খর্ব করার কারণে, মিয়ানমারে বিক্ষোভকারীদের ওপর জান্তা সরকারের দমন-নিপীড়নের কারণে এবং অবৈধ অভিবাসীদের ফেরত নিতে অস্বীকৃতি জানানোয় পাকিস্তানের কয়েকজনের ওপর এ নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছিল দেশটি।

এছাড়া প্রতিবছর মানবাধিকার দিবসে মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগেও ব্যক্তি পর্যায়ে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে যুক্তরাষ্ট্র। যাদের ওপর নিষেধাজ্ঞা দেওয়া হয় তাদের পরিবারের নিকটতম সদস্যরাও এর আওতায় পড়েন। এ নিষেধাজ্ঞাপ্রাপ্তরা যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশের জন্য ভিসা পান না। এমনকি ভিসা দেওয়া থাকলেও সেটি বাতিল করে দেওয়া হয়।



ATTORNEY
M. MUSTAFA
(A full service Law Firm)
LLB Honors (1st Class)
LLM (1st Class). Bangladesh
Barrister-At-Law, London
Attorney-At-Law. NY
718-487-4873

PERSO AL INJURY & DEATH DAMAGES CLAIMS
- Lead Poisoning
- Construction Work
- Slip and Fall
- Medical & dental Malpractice
- Hospital Negligence
- Delayed Treatment
- Failure to Diagnose
- Cancer & other fatal diseases
- Anesthesia & Gynecologic Surgery Malpractice
- Defective Child Birth
- Nursing Home Neglect and abuse etc.
- Wrongful Death Claim
- Car and Bi-cycle Accident and injury
- Taxi, Bus- Subway, and Train accidents
- Elevator and Escalator Accident
- Explosion and Fire Accident
- Defective product and electrical shock

IMMIGRATION MATTERS
- Green Card through "EB1 TO EB5"
- Political Asylum
- Detention and Bond
- All immigration court issues and cases
- Cancellation of Removal
- Adjustment of Status
- Condition Removal
- Business Immigration HB, L1, E2
- Green Card Replacement /Renew
- Complex Citizenship
- Re-entry permit
- Collection of Immigration Record
- Waiver
- Deportation
- Family Petitions
- Green card through Adoption or Orphan
- Immigration Appeals and Motions
- Canadian Immigration
- Student Visa process for USA, Canada, UK

GENERAL PRACTICE AREAS
- Divorce and Family Matter
- Child Support and Modification
- Domestic Violence
- Real Estate and Business Closing
- Foreclosure
- Bankruptcy
- All civil Matters
- Landlord-Tenant
- Incorporation
- Power of Attorney
- Wills, Trust, and Estate Planning
- Overtime and Wages Issue
- All Criminal Matters

148-45 Hillside Ave, Suite 203, Jamaica, NY 11435
Phone : 718-487-4873 Text : 917-285-6247 Email : abmostofa1@gmail.com

এস্টোরিয়া ও জ্যামাইকাতে মেডিসিন বিশেষজ্ঞ ডাক্তার
MOHAMMAD M RAHMAN MD



Board Certified in Internal Medicine
Geriatrics,
Hospice & Palliative
Care Medicine
Attending Physician,
NYU School of Medicine

এখানে ল্যাব, সনোগ্রাম, ইকেজি, ফ্লু , হজ্ব ভ্যাকসিন দেয়া হয়
আমরা প্রায় সব ধরনের ইন্সু রেন্স গ্রহণ করি।

Appointment:
718-526-0700, 718-383-4500
Cell- 718-864-8882

ASTORIA OFFICE:
30-04, 36th Avenue
LIC, NY 11106
Tel: 718-383-4500

JAMAICA OFFICE:
170-12 Highland Avenue
Jamaica Estates, NY- 11432
www.drmrahman.com

Hillside Accounting Services Inc.
Tax, Accounting, Immigration & Multi Services

Tax
Accounting
Immigration



*বিনা পরীক্ষায় ও বিনা ফিতে সিটিজেনশীপ
*Tax Amendment/ITIN
*সকল প্র কার ইমিগ্রে শন ফরম ফিলআপ

Shafi Chowdhury
Consultant

167-13 Hillside Ave 2nd Floor, Jamaica, NY 11432
Cell: 646-403-6500, Tele/Fax: 917-775-7357
e-mail: hillsideaccounting@gmail.com
F to 169 St, Station than close to Apnar Pharmacy

নন ইমিগ্রান্ট ভিসায় আগতদের স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য বিনামূল্যে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা ও পরামর্শ প্রদান

B1 / B2 ভিসায় আমেরিকায় আগতদের স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য ফ্রি পরামর্শ এবং সোসাল সিকিউরিটি কার্ড, ওয়ার্ক পারমিট, ব্যাংক একাউন্ট, সিটি আইডি, চিকিৎসা বেনিফিট ও হেলথ ইন্সুরেন্স পেতে সার্বিক সহযোগিতা করা হয়।

- L1A / E2
- ASYLUM
- RE-ENTRY PERMIT
- AFFIDAVIT OF SUPPORT
- REMOVE CONCILIATION TO GREEN CARD

"আমেরিকায় অবস্থানরত বৈধ কাগজ-পত্রহীনদের যে কোন আইনী প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নিজেকে আপডেট রাখা জরুরী"

যোগাযোগ ঃ
917-982-5682
Email: radninmahamood@yahoo.com









‘সংবর্ধনার অর্থ দেশে দাতব্য প্রতিষ্ঠানে দিন’

(শেষের পাতার পর)

আমন্ত্রণে যুক্তরাষ্ট্র সফরে এসে বৃহস্পতিবার রাতে প্রবাসী নারায়ণগঞ্জবাসীদের সঙ্গে আড্ডা দিয়েছেন। নিউইয়র্ক শহরের ফ্রেশমেডো এলাকার একটি রেষ্টুরেন্টে নারায়ণগঞ্জবাসীদের সঙ্গে মিলিত হয়ে খোশ-গল্পে মেতে উঠেন মেয়র আইভী। নিজ শহর বিষয়ক আড্ডায় নানা প্রশ্নের জবাবও দেন তিনি। মেয়র আইভী প্রথমবারের মত নিউইয়র্ক এসেছেন বলে প্রবাসী নারায়ণগঞ্জবাসী তাঁকে সংবর্ধনা দিতে চেয়েছিলেন, কিন্তু তিনি রাজী হননি। কেন সংবর্ধনা নেবেন না-এই প্রশ্নের জবাবে মেয়র আইভী বলেছেন, নারায়ণগঞ্জ শহর এবং জেলার বিভিন্ন স্থানে দাতব্য প্রতিষ্ঠান রয়েছে, আপনারা যে অর্থ খরচ করে আমাকে সংবর্ধনা দেবেন, ঐ অর্থ দাতব্য প্রতিষ্ঠানে দিয়ে দিন। এতে দুঃস্থ ও গরীব মানুষ উপকৃত হবে। তিনি আরো বলেন, সানফ্রান্সিসকো শহরে বসবাসকারী নারায়ণগঞ্জবাসীদের আর্থিক সহযোগিতায় শহরের একটি স্বাস্থ্য কমপেক্সে রোগীরা অপেক্ষাকৃত কম মূল্যে কিডনী ডায়ালিসিস করাতে পারছেন। নিউইয়র্ক প্রবাসীরাও এমন উদ্যোগ নিতে পারেন। জনকল্যাণমূলক যে কোন কাজে আপনারা আর্থিক সহযোগিতা করলে আমি মেয়র হিসাবে পাশে থাকব। আমাদের সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় অসহায়, নিপীড়িত, দরিদ্র মানুষ এতে সেবা পাবে। তাদের কষ্ট কিছুটা হলেও লাঘব হবে। মেয়র সেলিনা হায়াৎ আইভী সকল প্রবাসীদের প্রতি আহবান জানিয়ে বলেন, আপনারা নিজ নিজ এলাকায় মানুষের পাশে দাঁড়ানোর চেষ্টা করুন।

নারায়ণেগঞ্জ শহরের ফুটপাত দখলমুক্ত প্রসঙ্গে তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলে তিনি বলেন, প্রশাসনের কঠোর ভূমিকা এবং রাজনীতিবিদদের সদিচ্ছা থাকলে ফুটপাত দখল মুক্ত করা সম্ভব। কিন্তু আমি অতীতে এ কাজ করতে গিয়ে মৃত্যুর ঝুঁকিও নিয়েছি। মেয়র বলেন, আমি ফুটপাত দখল মুক্ত করতে ৪ শত হকারকে পুর্নাবাসন করেছিলাম। ফুটপাত ফের দখল হয়ে যায়। এভাবে এ সমস্যার সমাধান করা সম্ভব নয়। এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, চাঁদাবাজী হচ্ছে ফুটপাত দখল করে রাখার মূল উদ্দেশ্য। শহরের বিভিন্ন ফুটপাত থেকে কে বা কারা চাঁদা তুলছে, তা নগরবাসী জানে।

মেয়র আইভী বন্দর এলাকায় অচিরে পানি সরবরাহ ব্যবস্থার পরিসর বড় এবং সেবা বাড়ানো হবে বলে এক প্রশ্নের জবাবে জানান। তিনি আরো বলেন, আমি ২০০৩ সালে যখন পৌরসভার চেয়ারম্যান হিসাবে নির্বাচিত হই, তখন এই পৌরসভার অর্থভান্ডার ছিল শূণ্য। এ অবস্থা থেকে আমি দিনের পর দিন উত্তরণ ঘটিয়েছি। পৌর চেয়ারম্যান থেকে মেয়র হয়েছি, অনেক নগরবাসীকে আয়কর প্রদানে বাধ্য করেছি। পৌরসভার জমি বা রাস্তাঘাট দখলমুক্ত করেছি। পরিত্যাক্ত জিমখানা খাল এখন নয়নাভিরাম লেকে পরিণত হয়েছে। সরকারের সহযোগিতার পাশাপাশি এবং বিদেশী দাতা সংস্থার সহযোগিতা পেয়ে আমি নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের উন্নয়ন কাজ করতে পেরেছি এবং এই কাজ ধারাবাহিকভাবে চলছে। অপর এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, মামলার লাল ফিতায় বন্দি হয়ে আছে ফতুলা থানাধীন কাশীপুর এবং এনায়েত নগর ইউনিয়নের কিছু এলাকা সিটি কর্পোরেশনের আওতায় আনার বিষয়টি। এর পেছনে রাজনীতির কুটিল চাল রয়েছে। তবে আমার চেষ্টা অব্যাহত রয়েছে।

উলেখ্য, নিউইয়র্কে মেয়র আইভী’র সঙ্গে প্রবাসী নারায়ণগঞ্জবাসীর আড্ডার আয়োজন করেছিলেন তাঁর ক্লাসমেট গ্রুপ-হাউকাউ এর সদস্যরা। তারা হলেন মাহফুজা মিতা, মোহাম্মদ পারভেজ, আছির আহমেদ মানিক, রওনক জাহান দিবা, ফারহানা চৌধুরী, সেলিনা পারভীন, ক্রিস্টোফার গোমেজ, আলী আকবর বাবু ও মোস্তফা জামাল টিটু।

মেয়র আইভী’র সঙ্গে আড্ডায় অংশ নেন বীর মুক্তিযোদ্ধা আজিজুল ইসলাম আজিম, বীর মুক্তিযোদ্ধা মোঃ মতিউর রহমান, নির্মল পাল, কামরুল হাসান বাদল, চঞ্চল আহমেদ, মনিরুজ্জামান সেলিম, নূর হোসেন বাবুল, আসাদৌলা চৌধুরী বাদল, সাদেকুর রহমান লিখন, মনজুরুল করিম, জাতীয় দলের সাবেক ফুটবলার স্মাট হোসেন এমিলি, শফিউদ্দিন প্রধান শফি, আব্দুল আউয়াল, মশিউর রহমান তুহিন, কামাল হোসেন টিটো, সুহিন আলী, জাতীয় দলের সাবেক ফুটবলার জানে আলম বাবু, নিতাই দাস, অনিতা মোদক, লেখক ও সাংবাদিক দর্পণ কবীর, আয়েশা আক্তার লিলি, মহসিনা খান শিল্পী, সেলিম আহমেদ প্রমুখ।

Highland Medical Care, PLLC



Nazmul H. Khan, MD, FACP
Board Certified in Internal Medicine

Address
87-30, 167th St. Jamaica, NY 11432
Phone: 718-262-8991
Fax: 718-262-8992

বাংলা পত্রিকা পড়ুন, লিখুন এবং বিজ্ঞপিন দিন।
ফোনঃ ৭১৮-৪৮২-৯৯২৩

Vital Accounting Inc.
File your Tax with experienced professional.
* Income tax:
* Individual/ Personal Tax (All states)
* Business Tax (Corporation, Partnership)
* Sales tax (Food Vendor, Corporation)
* Payroll Tax
* Business Incorporation
* Immigration Services



Atikur Rahman
Masters in Economics
MBA (Accounting), MAFM
Tel: 718-820-2212
37-22 73rd Street, 2nd Fl (Suite # 2D), Jackson Heights, NY 11372

দালাল দ্বারা প্রতারিত হবেন কেন?
বাফেলোতে বাড়ি কেনা-বেচায়



নতু ন প্রজন্মের বিশ্বস্ত লাইসেন্সড সেলস পার্সন
রাফি সাফওয়ান
ঝামেলামু ক্ত সহযোগিতা দিচ্ছে
সিদ্ধান্ত নেয়ার পূ র্বে যোগাযোগ করুন :
267-992-3201
Park Realty
of Western New York
155 Summer St
Buffalo, NY 14222

বয়স অনুপাতে ব্যায়ামের ধরণ

(শেষের পাতার পর)

শরীর ও বয়স সংবেদনশীল হওয়া জরুরি। সবার মধ্যে এক ধরনের ধারণা রয়েছে যে জিমে গেলেই শরীরচর্চা হয়। আবার অনেকে জিমে যেতে পারেন না তখন অনলাইনে কোনো ভিডিও দেখে শরীরচর্চা করতে শুরু করেন। কিন্তু এমনটা ঠিক নয়। বয়সের অনুপাতে কিছু সাধারণ ব্যায়াম সবাই করতে পারেন। শরীর এই ভারের সঙ্গে মানিয়ে নিতে পারবে কি-না সেটি বুঝতে হবে। আজ মূলত বয়সভেদে কি ধরনের ব্যায়াম করবেন তা নিয়ে আলোচনা করা হবে।

১.
বিশ থেকে ত্রিশ বছর বয়স পর্যন্ত

এই বয়সটা এমন যে যা ইচ্ছা তা খেতে পারবেন। আর এই সময় পেশি গঠনে অনেক মনোযোগ দেওয়া যায়। বিশের পর থেকে সুস্থ থাকার চর্চা করলে আপনারই লাভ। যদি প্রতিদিন কিছু ব্যায়াম ত্রিশ মিনিট করতে পারেন তাহলে দীর্ঘদিন তার সুফল ভোগ করবেন। এক্ষেত্রে আপনার উপযুক্ত ব্যায়াম: ভারোত্তলন, পুশ আপ, লাঞ্জেস।

২.
তিরিশের পর

তিরিশের পর ব্যায়ামের রুটিনে বদল আনতে হয়। এই সময় শরীরের সব অংশের উপকারিতার কথাই ভাবতে হয়। শুধু পেশির কথা ভাবলে হবে না। স্ট্রেচিং ধরনের ব্যায়াম এই সময় সবচেয়ে ভালো হয়। তিরিশ বছর বয়সে আপনাকে শরীরের উর্দ্ধ ও নিম্ন উভয় অংশের জন্য উপকারী ব্যায়াম বেছে নিতে হবে। এই সময় সবচেয়ে ভালো ব্যায়াম হলো: সাইক্লিং, ক্রস ট্রেইনিং, সুইমিং, ইয়োগা, তাই চি।

৩.
চল্লিশের পর

চল্লিশ গেলো আর অনেকের পেটে চর্বি জমতে শুরু করলো। পেটের চর্বি কমানো সবচেয়ে কঠিন কাজগুলোর একটি। আর এই সময়ে পেশির শক্তিও অনেক কমে যায়। পুরুষের ক্ষেত্রে পেশি দূর্বল হওয়ার হার তুলনামূলক বেশি। হজম শক্তিও কমে। তাই এই সময় নিয়মিত স্ট্রেন্থ ওয়ার্ক আউট করা যেতে পারে। আপনার জন্য এই বয়সে ব্যায়াম: ভারোত্তলন, ইয়োগা, অ্যারোবিকস।

৪.
পঞ্চাশ বছর

বয়সের সঙ্গে সঙ্গে নানারকম ব্যথা শুরু হয়। এসব ব্যথার সঙ্গে খাপ খাইয়েই নানারকম ব্যায়াম করতে হবে। যদি আপনার হাঁটু ব্যথা থাকে, তবে দৌড়ের পরিবর্তে সাঁতার কাটুন। এছাড়াও যেগুলো করতে পারেন তা হল: পিলেট, যোগব্যায়াম, অ্যারোবিকস। পিলেট এবং যোগব্যায়ামে পিঠের শক্তি বাড়ায় ও কুঁজো হওয়ার সম্ভাবনা কমায়। প্রতিদিন পাঁচ মিনিট করে সপ্তাহে পঁয়ত্রিশ মিনিট অ্যারোবিকস করতে পারেন। তবে ভুলেও শরীরে অতিরিক্ত চাপ পড়ে এমন ব্যায়াম করা যাবে না। এতে ভয়ানক ক্লান্তি ও পেশীতে ক্ষত সৃষ্টি হতে পারে।

৫.
ষাট বছরে গেলে

হৃদরোগ ও ডায়াবেটিসের মত রোগ নিয়ন্ত্রণে রাখতে ভূমিকা রাখে নানারকম ব্যায়াম। হঠাৎ পড়ে গেলে কোমরের হাড় ভাঙা রোধ করতেও ব্যায়ামের বিকল্প নাই। তবে অবশ্যই একজন ব্যায়ামের প্রশিক্ষকের পরামর্শ নেবেন। এই বয়সে যে ব্যায়ামগুলো করবেন: ভারোত্তলন (সপ্তাহে দুই থেকে তিন বারে তিরিশ মিনিট), জুম্বা, ওয়াটার অ্যারোবিকস।

৬.
সত্তর বছর (যদি সুস্থ থাকেন)

এই বয়সে এসে খুবই সাবধানতার সঙ্গে ব্যায়াম করতে হবে আপনাকে। ব্যায়ামের চেয়েও কর্মক্ষম থাকা বেশি জরুরী এই সময়ে। চেয়ারে বসে করা যায় এমন ব্যায়াম এসময়ের জন্য ভালো। রেজিস্ট্যান্স ব্যান্ডের সাহায্যে দুই বাহু ওপরে তোলা। লেগ লিফট (দেয়াল বা চেয়ারে ভর দিয়ে), অ্যারোবিকস (চেয়ার ধরে), স্ট্রেচিং।

বিশ্বকাপের উদ্বোধনী মঞ্চ মাতাবেন যাঁরা

(শেষের পাতার পর)

মাটিতে বিশ্বকাপ বলেই বোধ হয় আলোচনাটা একটু বেশিই হচ্ছে।

মেগা এই টুর্নামেন্টের উদ্বোধনীতে কারা গাইবেন, কারা নাচবেন, মঞ্চ মাতাবেন কারা! এ নিয়ে অবশ্য মুখে তালা এঁটেছেন আয়োজকরা। সমর্থকদের রোমাঞ্চ বাড়াতে পরিকল্পনা গোপন করে সবাইকে অপেক্ষায় রেখেছে বিসিবিআই। তবে বিভিন্ন সূত্রে ভারতীয় গণমাধ্যমগুলোয় যে খবর ছড়িয়েছে, তাতে ৪ অক্টোবর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বলিউডের নামকরা তারকা উপস্থিত থাকবেন বলে জানা গেছে।

পিটিসি পাঞ্জাবের বরাত দিয়ে ইনসাইড স্পোর্টস জানিয়েছে, উদ্বোধনী মঞ্চে গান পরিবেশন করবেন দেশটির জনপ্রিয় গায়ক অরিজিৎ সিং। সঙ্গে কিংবদন্তি কণ্ঠশিল্পী আশা ভোসলে, গায়ক ও সংগীত পরিচালক শঙ্কর মহাদেভান, কণ্ঠশিল্পী শ্রেয়া ঘোষালকে পারফরম করতে দেখা যাবে। এ ছাড়াও নাচের পরিবেশনায় দেখা যাবে রণবীর সিং ও তামান্না ভাটিয়াকে।

নাচ-গানের পাশাপাশি বিশ্বকাপের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে তুলে ধরা হবে ভারতের ইতিহাস-ঐতিহ্য। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে খেলোয়াড়দের প্রতিনিধি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন ১০ দলের অধিনায়ক।

কাজী অফিস
সিটি কর্তৃক রেজিষ্ট্রিকৃত
কাজী ইমাম মাওলানা
আব্দুল মুকিত
পেশ ইমাম, দারুস সালাম
মসজিদ, জ্যামাইকা
148-16 87 Road
Jamaica, NY-11435
বিবাহ পড়ানো,
মেরিজ সার্টিফিকেট
ও কাবিন নামা
প্রদান করা হয়।
পরামর্শ ও এপয়েন্টমেন্টের
জন্য যোগাযোগ করুনঃ
917-428-1519

FREE CONSULTATION!!!
I am a tax specialist directly licensed by the IRS



ENROLLED AGENT
Authorized IRS e-file Provider
IRS To Represent Before the Internal Revenue Service
MIR KASHAM
IRS Enrolled Agent, CMA (INT), BBA (Accounting), Baruch CUNY
TAX - ACCOUNTING - NOTARY PUBLIC
IMPUESTOS - CONTABILIDAD - NOTARIO PÚBLICO
ট্যাক্স–একাউন্টিং–নোটারী
Tax Preparation, Tax Planning
& Solving Tax Problems
Business Tax & Accounting
Sales Tax
Payroll & Bookkeeping Services
Typing Services:
Contract Papers
Resumès, Fax, E-mail, Scan etc.



Moon
Multi Services
701 Church Avenue
Brooklyn, NY11218
Tel: 347-533-9030
Cell: 917-501-5750
Fax: 347-533-6703
Email: mirkasham@aol.com



হাউজ কিপিং জব করতে চাই
হাউজ কিপিং জব (যেমন- সুইপ ও মপ করা, রান্নায় সাহায্য করা) করতে ইচ্ছুক। ঘন্টায় ৫/১০ ডলার বেতন পেলেই চলবে। যোগাযোগ: গডফ্রে রোজারিও (প্রাক্তন অফিস সহকারী, বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট)।
ফোন: ৩৪৭-৮৪৯-৭৫৪৯
৩৪৭-৮৪৯-৭৫২৩

ভ্রমণ
নায়াগ্রা ফলস, অরল্যান্ডো ডিজনি, মায়ামি, কী ওয়েস্ট, গ্রান্ড ক্যানিয়ন, লাস ভেগাস সহ আমেরিকার যে কোন স্টেটে ভ্রমণের জন্য যোগাযোগ করুন:
বাংলা ট্যুর
৩৪৭ ২৮০ ৭২৬৯

* সম্পূর্ণ হালাল খাবার
* ক্যাটারিং
* লাঞ্চ ডিনার



Joy
পিকনিকসহ বিভিন্ন উৎসব আয়োজনে জয় রেস্টুরেন্টের বিশেষ ঘোষণা
জয় ক্যাটারিং মেন্যু

প্যাকেজ -১
গ্রেইন পোলাও
চিকেন রোস্ট
মিক্সড ভেজিটেবল
সালাড
ডিজার্ট
$ 7.00

প্যাকেজ-২
গ্রেইন পোলাও
চিকেন রোস্ট
সামি কাবাব
মিক্সড ভেজিটেবল
সালাড
ডিজার্ট
$ 8.00

প্যাকেজ-৩
গ্রেইন পোলাও
চিকেন রোস্ট
গোট অথবা বিফ কারি
মিক্সড ভেজিটেবল
সালাড
ডিজার্ট
$10.00

প্যাকেজ-৪
মটর পোলাও
চিকেন রোস্ট
সামি কাবাব
গোট অথবা বিফ কারি
মিক্সড ভেজিটেবল
সালাড
ডিজার্ট
$11.00

148 E 46th Streets, (Between Lexington & 3rd Avenue), New York, NY 10017
Tel: 212-490- 1277, (212) 490-1278, Fax: (212) 490-1977
32 West 39 Street (Between 5th and 6th Avenue),New York, NY- 10018.
Tel: 646-559-7527

থেরাপিস্ট আবশ্যক

চিকিৎসক কর্তৃক প্রেসক্রাইবকৃত একজন রোগীর জন্য থেরাপিস্ট আবশ্যক ।
যোগাযোগঃ ৭১৮-৩৬১-৫৮৮৩, ৭১৮-৩৭১-৮৮৯৮

বেবি সিটার আবশ্যক

Columbia medical Hospital এর ডাক্তার আফসানা রহমানের ৯ মাসের মেয়েকে দেখাশুনার জন্য বৃহস্পতি ও শুক্রবারের একজন বেবি সিটার দরকার বাসার দুই বকের ভিতর Train আছে ।
Address:709 W 169th Street.1st floor.Manhattan, New York.
যোগাযোগ :-(347) 944-2284, 347 475 7554

ড্রাইভিং শিখতে চান?

সহজ পদ্ধতিতে এবং ফেক্সিবল সময়ের মধ্যে ড্রাইভিং শিখার জন্য যোগাযোগ করুন ।
যোগাযোগঃ উদ্দিন
929-519-5139



আমেরিকান বোর্ড সার্টিফাইড মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

Dr. Tahera Nasreen, MD
Board Certified in Internal Medicine
Affiliated with Brooklyn Hospital Center

Dr. Ataul Osmani, MD
Board Certified in Family Medicine
Affiliated with Interfaith & Kings County Hospital Center

জেনারেল চেক আপ, শারীরিক পরীক্ষা, ডায়াবেটিস, হাইপারটেনশন, হাই কোলেস্টরল এজমা, ইকেজি, বয়স্ক ভেক্সিনেশান, ব্লাড টেস্ট,
TLC/Motor Vehicle Exam,
মহিলা স্বাস্থ্য সহ সবধরনের রোগের চিকিৎসা করা হয়।

আমরা প্রায় সকল ধরনের ইন্সুরেন্স গ্রহন করি

20 Arlington Pl.
Brooklyn NY 11216
Tel: 718-636-0100
718-636-0112

2668 Pitkin Avenue
Brooklyn. NY 11208
Tel: 718-484-3960
Fax: 718-484-3960

MAMUN'S TUTORIAL

: Directed by :
SHEIKH AL MAMUN, Certified School Teacher
MS Math Ed, MA Pure Math, Principal, Mamun's Tutorial



Our Programs:
Summer Program will start from July 5th

SAT
8 Weeks Course
4 Hours Each Class
Total 32 Classes (4 days/week)
Total Cost : $2000.00
Time : 2 pm to 6 pm

SHSAT
8 Weeks Course
5 days/week
Total Cost : $2000.00
Time : 2 pm to 6 pm

COMMON CORE MATH & ENGLISH
1st Grade to 6th Grade
8 weeks course
3 Hrs./day, 4 days/week
Cost : 600.00

Get **25%** Discount
sign up by 4th July

Admission going on
K-6 & Common Core Regents Classes

Bronx Branch:
1504 Olmstead Avenue, Bronx, NY 10462
Phone : **347-657-0530, 917-561-1090**

Jackson Heights Branch:
37-21 72nd Street, Jackson Heights, NY 11372
Phone : **718-507-2113, 917-561-1090**

Congratulations to all our Students who made into Specialized High School

Quality Education is Our Priority!



Mohammed M. Alam
M.Com (Management). LL.B

জ্যামাইকা হিলসাইড ট্যাক্স অফিস

167-11 Hillside Ave. 2nd Floor Jamaica, NY 11432
Tel: 718-480-3313, Cell: 917-600-4937
Email: mahbubtax@yahoo.com

AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER

ট্যাক্স • ইমিগ্রেশন ফরম পুরন • নোটারী

আমাদের সেবা সমূহ

- ফেডারেল এবং সকল স্টেট ট্যাক্স
- বিজনেস ট্যাক্স, করপোরেশন ট্যাক্স
- সেল্‌স ট্যাক্স, পে-রোল ট্যাক্স
- ওপেন নিউ বিজনেস
- ওপেন সেল্‌স ট্যাক্স আইডি
- ফ্যামিলী পিটিশন
- স্পন্সরশীপ ফরম পুরন
- সিটিজেনশীপ ও পার্সপোর্ট
- ডুয়েল সিটিজেনশীপ প্রোসেস
- পাওয়ার অব এ্যাটর্নী ড্রাফট

সকল ষ্টেটের ট্যাক্স এবং ফরম পূরনে সহায়তা করা হয় ।

বাসা ভাড়া

বাসা ভাড়া

আগামী ১লা অক্টোবর থেকে ওজনপার্কের ১০৫ স্ট্রীট এবং ১০১ এভিনিউ এর কর্নারে ৩ বেডরুম, সাথে ছোট বেবি রুম, সেপারেট লিভিং, ডাই-নিং, কিচেন ও ফুল বড় বাথরুম, ভাড়া হবে। বাসার নিকটে কিউ-৮, কিউ-২৪ বাস, এ ট্রেন, মসজিদ ও বাংলাদেশী গ্রোরী আছে।

যোগাযোগঃ
৬৪৬-২৫৫-৯১৬৩
৩৪৭-৭২০-০২৩০

বেসমেন্ট ভাড়া

জ্যামাইকা ১৮৩ স্ট্রীট, হি-লসাইড এবং জ্যামাইকা এভিনিউ-এর মধ্যে সাবওয়ের সন্নিকটে ২ বেডরুমের বেসমেন্ট বাসা ভাড়া হবে। নতুন রিনোভেটেড।

যোগাযোগঃ
৭১৮-৬০৭-৯৫৫১
৩৪৭-৮৭০-০৭৪০।

বাসা ভাড়া

ব্রঙ্কসের ক্যাসিল হিলের গ্লিভ এভিনিউতে ৪ বেডরুমের বাসা ভাড়া হবে। যোগাযোগ: আহমেদ।
ফোন: ৯১৭-৪৪৪-৯৭০৭
অথবা ৩৪৭-২০৮-৪৭৪১

বেইসমেন্ট ভাড়া

জেএফকে বিমান বন্দর থেকে ১০ মিনিটের দুরত্বে। ছোট পরিবার নিয়ে বসবাসবাসের জন্য (New renovation) বেসমেন্ট ভাড়া দেওয়া হইবে। নিউইয়র্কের কুইন্সের রোজডেলে ১বেডরুম ১ ফুল বাথরুম, ১ লিভিং রুম সাথে কিচেন ভাড়া দেওয়া হইবে ঠিকানা: 242-03 133rd ave, Rosedale, New York 11422 যোগাযোগ করুন : **203-993-7788 Humayunchy@hotmail.com**

বাসা ভাড়া

বাঙালি অধ্যুষিত পার্কচেস্টার সাবওয়ের সন্নিকটে একটি মনোরম বাসা ভাড়া হবে। তিন বেডরুম, ১ বাথরুম (১ম তলা)। ঠিকানাঃ ১৪৫৯ লোল্যান্ড এভিনিউ।
ফোনঃ ৬৪৬-৬৮৪-০৯০৯।

রুম ভাড়া

সুন্দর ভদ্র পরিবেশে কর্মজীবী পুরুষদের জন্য বেড বিছানাসহ এক রুম, কিচেনের সাথে ডাইনিং রুমের চেয়ার টেবিল ও ইন্টারনেটের সুবিধায় ভাড়া হবে। সি ট্রেনে শেফার্ড এভিনিউর পাশে ৪৩০ এসেক্স স্ট্রীট, ব্রুকলীন।

যোগাযোগঃ
৬৩১-২৩০-০২৩০
৭১৮-৩৪৮-৮৪২২।

বাসা ভাড়া

উডহ্যাভেন এলাকায় ৩ বেড, ১ লিভিং, কিচেন এবং বাথরুম (১ম তলা) ভাড়া হবে। জে ট্রেন এবং কিউ-৫৬, কিউ-২৪, কিউ-৫৩, কিউ-৫২, কিউ-১১ এবং বি-১ বাসের সন্নিকটে। ভাড়া ২৪০০ ডলার। সববিল একত্রে।
যোগাযোগঃ
জিনাত ৬৪৬ ২৮৯ ০৫৩৯.

বাসা ভাড়া

১০৭-৩১ ৮৮ স্ট্রীট, ওজ-নপার্ক, নিউইয়র্ক-১১৪১৭ ঠিকানায় বেসমেন্টের বাসা স্বামী-স্ত্রী অথবা দুইজন মেয়ের কাছে ভাড়া হবে। নতুন বাসা, সুন্দর পরিবেশন। এ ট্রেন সাবওয়ে সন্নিকটে।
যোগাযোগ:
৩৪৭-৮৪৮-৩২১৯

পাত্র-পাত্রী চাই

(১)আমেরিকার বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আইনে ডিগ্রীপ্রাপ্ত। মুসলিম। সাতাশ বছর। সিলেট বাড়ী। যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক পাত্রী চাই। (২) ডাটা সাইন্সে আমেরিকার বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়রত। মুসলিম। তেইশ বছর। সিলেট বাড়ী। যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক পাত্র চাই। এসএমএস করুন। গোপনীয়তা রক্ষা করা হবে। **৩৪৭-৩৪৫-৮২০৭.**

পূর্বাচলে রাজউকের নির্ভেজাল ৫ কাঠার প্লট বিক্রয়

ঢাকার মাস্টার প্ল্যান শহর পূর্বাচলের আকর্ষণীয় লোকেশনে সরাসরি রাজউকের বরাদ্দতো ৫ কাটার নির্ভেজার একটি প্লট বিক্রয় হবে। আমেরিকান সিটিজেন ইঞ্জিনিয়ার নিজের কেনা প্লটটি সরাসরি নিজে বিক্রি করবেন।
যোগাযোগের ফোন: ১-৪০৮-৫৬৪-৩৯১০
Email: gomaruf@gmail.com

টাঙ্গাইল শহরের প্রান কেন্দ্রে বাড়ি বিক্রয়

টাঙ্গাইল শহরের বিশ্বাস বেতকা এলাকায় সৃষ্টি কোচিং সংলগ্ন ১০ শতাংশ জমির উপর ৫তলা ফাউন্ডেশনের (৩৩টা পিলারের) বাড়ি, নীচতলায় ৩ বেড, ৩ বাথ, ২টা ইউনিট এবং দোতলায় দুই বেড এবং একটি বাথরুমের ৪টা ইউনিট। প্রতিমাসে আয় সর্বমোট ৪৫ হাজার টাকা। জমির মালিক নিউইয়র্ক প্রবাসী বিধায় দলিল হস্তান্তর এবং বাড়ির মূল্য নির্ধারন/পরিশোধ ডলারে করতে হবে।

কেবল মাত্র কিনতে আগ্রহীরা যোগাযোগ করুন-
দরালাপনী ঃ ৯১৭-৩০০-৫০০৪

মেডিকেয়ার ইন্স্যুরেন্স

মেডিকেয়ার ইন্স্যুরেন্স এর যাবতীয় তথ্যের জন্য যোগাযোগ করুনঃ **মোহাম্মদ তুহিন**

☎ **৭১৮-৩১০-০৪১৩**

TDS INSURANCE এর প্রতিবাদ

কতিপয় ব্রোকারেজ প্রতিষ্ঠানের অপপ্রচারের পরিপ্রেক্ষিতে TDS INSURANCE BROKERAGE CORP. -এর পক্ষ থেকে আমরা সোচ্চার প্রতিবাদ জানাচ্ছি। আমাদের কোন শাখা অফিস, সাব এজেন্ট নিউইয়র্কের কোথাও নেই। আমাদের কার্যক্রম আমরা আমরা শুধুমাত্র ব্রুকলীন অফিস থেকেই পরিচালনা করছি। ধন্যবাদ-

TDS INSURANCE BROKERAGE CORP. f-06/14

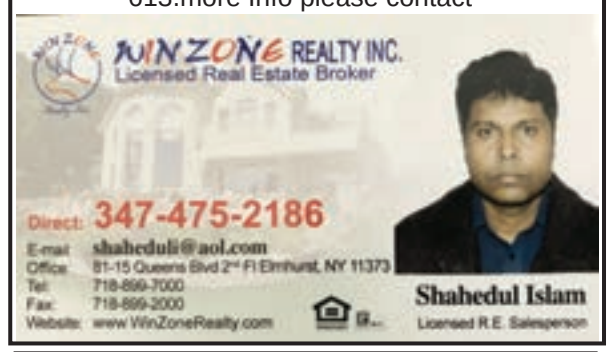
পাত্রী চাই

ইউএস সিটিজেন, বয়স ৫৫, উচ্চতা ৫ফুট ৬ইঞ্চি। শিক্ষাগত যোগ্যতা: ইঞ্জিনিয়ার, সরকারি চাকুরীজীবী, সুপ্রতিষ্ঠিত মুসলিম ধার্মিক পাত্রের জন্য বিধবা, ডিভোর্স (বৈধ কাগজপত্র না থাকলেও চলবে) পাত্রী চাই।

যোগাযোগ: ৬৪৬-৭০৭-৯৬১৪ সে-০৫/০৬

One Bedroom CONDOMINIUM FOR SALE

1510 Union Port Road,Bronx ,NY-10462.Asking Price $199,000.00
Common Charge $ 804.69 . Living area Sqft 613.more Info please contact



বিনামূল্যে হেলথ ইন্স্যুরেন্স চান

আপনি কি বিনামূল্যে নিউইয়র্ক ষ্টেট অনুমোদিত হেলথ ইন্স্যুরেন্স পেতে চান? তাহলে আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন। আমরা আপনাকে হেলথফাস্ট, ফিডালিস কেয়ার, মেট্রোপ্লাস, ইউনাইটেড হেলথ কেয়ার সহ অন্যান্য ইন্স্যুরেন্স প্লান পেতে সহায়তা করব!

শেখ সিরাজ, বাংলাদেশ সেন্টার
Bangladesh Center Inc
ফোন: ৯১৭-৫৪৭-৬৮৩২



লং আইল্যান্ডে ড্রাইভাভিং স্কুলে ইনস্ট্রাকটর আবশ্যক

লং আইল্যান্ড সাফক কাউন্টি তে ফুলটাইম/ পার্টটাইম ড্রাইভিং স্কুলের জন্য অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ইনস্ট্রাকটর আবশ্যক। বেতন ২০ ডলার-২৫ ডলার /প্রতি লেসন্
যোগাযোগঃ **৬৩১-২৭৫-৪০০৭**

আবশ্যক

অ্যাপোলো ইমিগ্র্যান্ট ম্যানেজমেন্ট (এলমহার্স্ট, এনওয়াই ১১৩৭৩)-এর জন্য এলজন ফুল টাইম ইঞ্জিনিয়ার আবশ্যক। বেতন ঘন্টায় ৪১ ডলার ২ সেন্ট। আগ্রহীকে এমপ্লয়ীদের সুপারভাইজিং সহ মেশিন অপারেট, হার্ডওয়ার এবং নেটওয়াকিং প্রভৃতি দায়িত্ব পালন ছাড়াও ব্যবসায়িক স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয় দেখাশোনা ও পর্যবেক্ষণ করতে হবে। যোগ্যতা ব্যাচেলর ডিগ্রিসহ ইংরেজী, বাংলা ও হিন্দি ভাষায় অনর্গল কথা বলা জানতে হবে।

যোগাযোগ: ৭১৮-৪২৬-৬৬০০

JAMAICA GARAGE FOR RENT

INDOOR GARAGE WITH REMOTE KEY FOR RENT. 175 STREET & HILLSIDE AVENUE. LEAVE MESSAGE: 917-533-3928

মুসলিম কাজী অফিস

Imam & Khatib
Bangla Bazar Jame Masjid
1351 Odell St, Bronx, NY 10462
ইসলামী শরীয়ত মোতাবেক বিয়ে পড়ানো হয় এবং নিউইর্ক সিটি ল অনুযায়ী ম্যারিজ সার্টিফিকেট ও কাবিন নামা দেয়া হয়।



Quazi Moulana Abul Kashem Eahea
Ba (Hons), MA (Bangla)- Kamil-Hadith, Tafsir, Fiqh
Marriage Registrar New York State
(Muslim Nikah & Marriage Solemnization NYC)
Tel: 347-208-9055
Email:abuleahea@gmail.com

بسم الله الرحمن الرحيم

পাত্র চাই

New York- এ পিতা-মাতার সঙ্গে বসবাস করেন। (U.S.A. Citizen) পাত্রী Bachelor in Biomedical Engineer, From City College, CUNY, and Master in Biomedical Engineer, From Penn Univercity, Philadelphia বর্তমানে পেশাগত কাজে কর্মরত। পাত্রীর জন্য ৩২+ বয়সের যোগ্য পাত্র যোগাযোগ করুন।

Mobile Tel. No 646-591-4696
Res: 718-931-2509
e-mail: moondhs@gmail.com

MATRIMONIAL SERVICE

কাজী অফিস (NYC Registered)

GET MARRIED ISLAMIC WAY BY
KAZI MOWLANA MD. ABUL KHAIR
IMAM & KHATUB
MASJID AL-ABRAR CULTURAL CENTER USA INC.
70-50, Broadway (Basement), Jackson Heights, NY 11372.
Phone: 646-732-7125, 929-277-7444







জালালাবাদবাসীদের সাথে মতবিনিময় সভায় পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. মোমেন

যারা চুরি-চামারি করে তাদেরকে ইউ শুড পানিষ্ট দ্যাম

নিউইয়র্ক: গণ প্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আব্দুল মোমেন বলেছেন 'যারা চুরি-চামারি করে তাদেরকে ইউ শুড পানিষ্ট দ্যাম'। তিনি বলেন, যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে বাংলাদেশের সম্পর্ক অত্যন্ত মধুর। কিন্তু কিছু গোষ্ঠী তিক্ততা সৃষ্টি করার চেষ্টা করছে এবং বাংলাদেশ নিয়ে মিথ্যাচার করছে। তাদের বিষয়ে প্রবাসী সবাইকে সতর্ক থাকার আহবান জানান। গত মঙ্গলবার (২৬ সেপ্টেম্বর) নিউইয়র্কের বাঙালী অধ্যুষিত জ্যাকসন হাইটসে জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব আমেরিকা ইনক আয়োজিত এক মতবিনিময় সভায় তিনি এসব কথা বলেন।

স্থানীয় মামা'স পার্টি হলে এই মতবিনিময় সভার আয়োজন করা হয়। সংগঠনের সভাপতি বদরুল খানের সভাপতিত্বে এবং ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক রোকন হাকিমের পরিচালনায় এ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আব্দুল মোমেন এমপি। এছাড়াও বিশেষ অতিথি ছিলেন নিউইয়র্কে বাংলাদেশের কন্সাল জেনারেল মোঃ নাজমুল হুদা, সিলেট সদর উপজেলা আওয়ামী লীগ এর সভাপতি নিজাম উদ্দিন, সিলেট জেলা আওয়ামী লীগের দপ্তর সম্পাদক ও সাবেক জেলা ছাত্রলীগ সভাপতি জগলু চৌধুরী, সিলেট জেলা আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক ও সাবেক সিলেট জেলা বার এর সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট মাহফুজুর রহমান, সিলেট মহানগর আওয়ামী লীগের যুগ্ম সম্পাদক বিধান সাহা, জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব আমেরিকা'র সাবেক সভাপতি ও উপদেষ্টা বদরুন নাহার খান মিতা, যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের মুক্তিযোদ্ধা বিষয়ক সম্পাদক মুজাহিদুল ইসলাম, সাবেক সভাপতি মঈনুল হক চৌধুরী হেলাল, সেন্টার ফর এনআরবি'র চেয়ারপারসন এম এস শেকিল চৌধুরী ও নিউইয়র্ক স্টেট আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি শেখ আতিকুল ইসলাম প্রমুখ।

মতবিনিময় সভায় শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন সংগঠনের সহ-সভাপতি মোঃ শফিউদ্দিন তালুকদার, কোষাধ্যক্ষ মোহাম্মদ আলিম, সাবেক সাধারণ সম্পাদক জুনেদ এ খান, সাবেক সাধারণ সম্পাদক আহমেদ জিলু, সাবেক সাহিত্য সম্পাদক শরিফুল হক মনজু, সাবেক বোর্ড অফ ট্রাস্টি আব্দুস সালাম, আব্দুস শহীদ, এডভোকেটেড নাসির উদ্দিন, এসোসিয়েশনের সাবেক সহ সাধারণ সম্পাদক ও মূল ধারার রাজনীতিক ফকরুল ইসলাম দেলোয়ার, বঙ্গবন্ধুর সাংস্কৃতিক জোট যুক্তরাষ্ট্র শাখার সভাপতি সারোয়ার হোসেন, কুলাউড়া বাংলাদেশ এসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক জাবেদ আহমেদ, মৌলভীবাজার জেলা আওয়ামী লীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক সোহান আহমেদ টুটুল, বিশিষ্ট কমিউনিটি অ্যাক্টিভেট হাসান আলী, যুক্তরাষ্ট্র জাতীয় পার্টির সভাপতি আব্দুর নূর ভুইয়া, হবিগঞ্জ সদর সমিতির সভাপতি মিয়া মোঃ আছকির, সাবেক নির্বাচন কমিশনার সালেহ চৌধুরী, এডভ্যাকেটে সিরাজুল ইসলাম প্রমুখ।

বক্তারা তাদের বক্তব্যে সিলেট বিভাগের বিভিন্ন বিষয় এবং নিউইয়র্কে বাংলাদেশের কনস্যুলেট সেবার মান্দ বিষয়ে তুলে ধরেন। বক্তারা আরো বলেন বাংলাদেশ বিমানবন্দরে প্রবাসী হয়রানি, সিলেট সরকারি হাসপাতাল পরিষ্কর পরিচ্ছন্ন বিষয়, ঢাকা-সিলেট মহাসড়ক ছয় লেন, সিলেট বিমান বন্দর, বাংলাদেশ বিমান নিউইয়র্ক টু ঢাকা রুট, প্রবাসীদের বাংলাদেশ এন ইডি ব্যবস্থাটি সহজ করার, কনস্যুলেট ফোন সার্ভিসেস উন্নতি ইত্যাদি বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করে পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আব্দুল মোমেন ও সদ্য নিয়োগপ্রাপ্ত নিউইয়র্কে বাংলাদেশের কন্সাল জেনারেল মোঃ নাজমুল হুদার কাছে।



সভায় পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আব্দুল মোমেন বলেন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে বাংলাদেশের অত্যন্ত বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রয়েছে, আমরা যে নীতি ও মূল্যবোধে বিশ্বাস করি, যুক্তরাষ্ট্রও সেই নীতি ও মূল্যবোধে বিশ্বাস করে। বাংলাদেশ হচ্ছে সেই দেশ যেখানে গণতন্ত্রের জন্য আমরা লড়াই-সংগ্রাম করেছি। মন্ত্রী প্রবাসী সিলেটবাসীকে লিখিতভাবে সকল সমস্যা তুলে দেওয়ার আহবান জানান।

সভায় জালালাবাদ এসোসিয়েশন অফ আমেরিকা ইনক এর সাবেক বোর্ড অফ ট্রাস্টি বীর মুক্তিযুদ্ধা তোফায়েল চৌধুরী, বিয়ানীবাজার বাংলাদেশের সামাজিক সাংস্কৃতিক সমিতি সভাপতি আব্দুল মান্নান, সাবেক সভাপতি বুরহান উদ্দিন কফিল, ওসমানী নগর এসোসিয়েশনের সাবেক সভাপতি বশির উদ্দিন আহমেদ, এস্টোরিয়া ওয়েলফেয়ার সোসাইটি সভাপিত সুহেল আহমদ, সাধারণ সম্পাদক জাবেদ আহমেদ, কানেক্টিকাট আওয়ামী লীগ এর সহ-সাধারণ সম্পাদক আরিফুর রহমান আরিফ, সিলেট সদর এসোসিয়েশনের সভাপতি লায়েক আহমেদ, ব্যবসায়ী শামসুল আবেদীন, বীর মুক্তিযুদ্ধা বাবুল আহমেদ, ফকর উদ্দিন, আব্দুর ছবুর, ক্রিয়া সংগঠক ইসলাম উদ্দিন, গওহর চৌধুরী, রোকন আহমেদ, মোঃ জিল্লুর রহমান খান, হেলথ ফার্স্ট-এর ম্যানেজার সালেহ আহমেদ, চাপিলানিন মুয়াজ্জাম চৌধুরী, শাহীন আহমেদ, চৌধুরী সালেহ, মোঃ ভূঁইয়া, এবিএম জাকের চৌধুরী, মোশাহিদ জে রাশেদ, সিলেট মহানগর শ্রমিক লীগ সহ সভাপতি রফিকুল আলম চৌধুরী বাবু, বঙ্গবন্ধু শিশু কিশোর জেলা কেন্দ্রীয় কমিটি যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক উজ্জ্বল চৌধুরী, এডভোকেট জয়জিৎ আচার্য (পিপি জজ কোর্ট সিলেট), কমিনিটি অ্যাক্টিভিস্ট শাহান খান, বীর মুক্তিযোদ্ধা আলমগীর ভূঁইয়া, আনজুমান আল ইসলাহ সহ সভাপতি মওলানা শাহান শাহ এয়াহিয়া, ব্রঙ্কস আওয়ামী লীগের সহ সভাপিত ও লেখক কবি মোঃ আবু তাহের চৌধুরী, খালেদ আহমেদ, আব্দুল আজিজি, শাহ গোলাম রাহিম শ্যামল, জালালালবাদ এসোসিয়েশন অফ আমেরিকা ইনক এর সাবেক সহ সাধারণ সম্পাদক নূর আলম জিকু প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। -প্রেস বিজ্ঞপ্তি।

বদলে দেই পৃথিবী
ধাঁপে ধাঁপে
শুভকাজে

RENAISSANCE
HOME HEALTH CARE



নিউইয়র্ক সিটির সর্বশ্রেষ্ঠ হোমকেয়ার প্রতিষ্ঠান রেঁনেসা হোম এন্ড হেলথ কেয়ার
সর্বোচ্চ সম্মানীতে রেঁনেসা হোম এন্ড হেলথ কেয়ারে যোগ দিন

আপনার মর্যাদা, সম্মান ও সহানুভূতির সাথে সর্বোচ্চ গুণগত পরিসেবা প্রদানই আমাদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

- আমাদের রয়েছে আকর্ষণীয় ক্ষতিপূরণ প্যাকেজ
- ছুটির দিনে দ্বিগুণ বেতন
- বিনামূল্যে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা
- গুগল-এ ৪.৫ স্টার রেটিং



রেনেসাঁয় কাজ করতে চান? আজই যোগাযোগ করুন

(718) 649-3670

1959 WESTCHESTER AVE.
BRONX, NY 10462

www.renaissancehomehc.com

বাংলা পত্রিকা
প্রান্তিক পৃষ্ঠা
The Weekly Bangla Patrika
বাংলা পত্রিকা The Weekly Bangla Patrika // Monday / October 02 // 2023

ইলিনয়ে সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত ৫

(শেষের পাতার পর)

কর্তৃপক্ষ জানায়, সাড়ে সাত হাজার গ্যালন বিষাক্ত রাসায়নিক ছিল ট্রাকটিতে। শুক্রবার শেষ রাতের দিকে হাইওয়েতে দুর্ঘটনার কবলে পড়ে এটি। উলটে যায় হাইওয়েতে। পেছন থেকে আসা পর পর আরও কয়েকটি গাড়ি ধাক্কা খায় সামনেরটির সঙ্গে।ট্রাক থেকে ছড়িয়ে পড়ে চার হাজার গ্যালন রাসায়নিক।

দূষণের শঙ্কায় এক মাইল এলাকাজুড়ে জারি হয় সতর্কতা। সরিয়ে নেওয়া হয়েছে প্রায় পাঁচ হাজার মানুষকে। দুর্ঘটনার কারণ অনুসন্ধানে শুরু হয়েছে তদন্ত।

আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচন

রাজনীতির গতি-প্রকৃতি অক্টোবরেই নির্ধারণ

ওয়াশিংটনে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে একই অনুষ্ঠানে হোয়াইট হাউজের কর্মকর্তা



মাসুদ করিম: আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে উদ্ভূত রাজনৈতিক পরিস্থিতির গতি-প্রকৃতি অক্টোবরেই নির্ধারিত হতে পারে বলে আভাস পাওয়া যাচ্ছে। বিষয়টি নিয়ে পর্দার আড়ালে বিভিন্ন পর্যায়ে বিচ্ছিন্নভাবে আলাপ-আলোচনা শুরু হয়েছে। ওয়াশিংটনে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উপস্থিতিতে এক অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন হোয়াইট হাউজের এক বা একাধিক কর্মকর্তা। সেখানে তাদের মধ্যে কোনো কথাবার্তা হয়েছে কিনা জানা যায়নি। বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে তাদের মধ্যে কোনো আলোচনা হয়ে থাকলে তা হবে খুব তাৎপর্যপূর্ণ। এদিকে, বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়াকে চিকিৎসার জন্যে বিদেশে পাঠানোর বিষয়েও অগ্রগতি হচ্ছে। সাবেক এই প্রধানমন্ত্রীর ভাই শামীম ইস্কান্দার স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে আবেদন করেছেন। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে এ বিষয়ে আইনি দিক খতিয়ে দেখতে আবেদনটি আইন মন্ত্রণালয়ে পাঠানো হয়েছে। সরকার বিষয়টি নিয়ে দ্রুত সিদ্ধান্ত নিতে পারে। সরকারের অনুমতি পেলে খালেদা জিয়াকে উন্নত চিকিৎসার জন্য জার্মানি পাঠানো হতে পারে। খালেদা জিয়াকে বিদেশে চিকিৎসার অনুমতি রাজনীতিতে 'গেমচেঞ্জার' হতে পারে বলে পর্যবেক্ষক মহলের ধারণা। অপরদিকে, ডলার সংকটসহ দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা বিবেচনায় নিয়ে ভোটের পরের পরিস্থিতি নিয়েও পর্যবেক্ষক মহলে আলোচনা হচ্ছে। এদিকে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ওয়াশিংটন ডিসিতে অবস্থিত বাংলাদেশ দূতাবাস পরিদর্শন করেছেন। ওই অনুষ্ঠানে হোয়াইট হাউজের এক বা একাধিক কর্মকর্তা উপস্থিত ছিলেন। সেখানে তাদের মধ্যে কোনো আলোচনা হয়েছে কিনা জানতে চাইলে পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. একে আব্দুল মোমেন যুগান্তরকে বলেন, 'আমরা কোনো আলোচনা করতে এখানে আসিনি।প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পারিবারিকভাবে তার জন্মদিন উদযাপন করেছেন।' বিষয়টি নিয়ে পররাষ্ট্রমন্ত্রী বিস্তারিত আর কিছু বলেননি।

অপরদিকে ওয়াশিংটন ডিসিতে অবস্থানকালে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বর্তমানে ভার্জিনিয়ায় তার ছেলে সজীব ওয়াজেদ জয়ের বাসায় ছিলেন। সেখানে ছেলের সঙ্গে জন্মদিন উদযাপনের পর ৪ অক্টোবর নাগাদ দেশে ফিরবেন বলে আশা করা হচ্ছে। সজীব ওয়াজেদ জয়ের অবস্থান সম্পর্কে কোনো কোনো মহলের সৃষ্ট বিভ্রান্তি দূর করতে সংসদ-সদস্য মুহাম্মদ এ আরাফাত ফেসবুকে দেওয়া এক পোস্টে নিশ্চিত করেছেন যে, জয় ভার্জিনিয়ায় তার নিজের বাসায় মায়ের সঙ্গে আছেন। অপরদিকে, প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে থাকা একাধিক ব্যক্তি জানিয়েছেন, জয়কে যুক্তরাষ্ট্রে ঢুকতে দেওয়া হচ্ছে না বলে চালানো প্রচারণা একেবারেই বাজে কথা। তাদের সঙ্গে জয়ের দেখা হয়েছে।

রাজনৈতিক পর্যবেক্ষক মহল বর্তমান পরিস্থিতিতে বিএনপি নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে কিনা, যুক্তরাষ্ট্র ও ভারতের মনোভাব, অর্থনৈতিক ও মুদ্রা পরিস্থিতিকে অন্যতম ফ্যাক্টর বলে মনে করছেন। নির্বাচনকে সামনে রেখে বিএনপি ও সমমনা দলগুলো তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচন অনুষ্ঠানের দাবিতে সভা-সমাবেশ, রোডমার্চসহ রাজপথে বিভিন্ন কর্মসূচি পালন করছে। অপরদিকে, ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ সংবিধানের আওতায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার অধীনে নির্বাচনের ব্যাপারে বদ্ধপরিকর। বিএনপিসহ সরকারবিরোধী দলগুলোর কর্মসূচির বিপরীতে শান্তি সমাবেশের কর্মসূচি পালন করছে। এসব কর্মসূচি শান্তিপূর্ণ রাখা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

পর্যবেক্ষক মহলের মতে, যুক্তরাষ্ট্রসহ আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় বাংলাদেশে অবাধ, সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচনের জন্য চাপ সৃষ্টি করে আসছে। যুক্তরাষ্ট্র সুষ্ঠু নির্বাচনের স্বার্থে ভিসানীতি প্রয়োগ শুরু করেছে। অক্টোবরের শুরুতে যুক্তরাষ্ট্রের প্রাক-নির্বাচনি মিশন ঢাকায় আসছে। এতে ইন্টারন্যাশনাল রিপাবলিকান ইনস্টিটিউট (আইআরআই) এবং ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক ইনস্টিটিউট (এনডিআই) কর্মকর্তারা অন্তর্ভুক্ত থাকবেন। তারা সুষ্ঠু নির্বাচনের পথে অগ্রগতি উল্লেখ করার পাশাপাশি আরও করণীয় দিক সম্পর্কে পরামর্শ দিতে পারেন। পর্যবেক্ষক মহলের মতে, এবার ২০১৪ ও ২০১৮ সালের মতো অনেকটা একতরফা নির্বাচন হওয়ার সম্ভাবনা কম। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নির্ধারিত সময়ে নির্বাচন অনুষ্ঠানের ব্যাপারে বদ্ধপরিকর। তবে অর্থবহ নির্বাচন করতে বিএনপিসহ বিরোধী দলগুলোর দাবির সংক্ষিপ্ত তালিকা প্রণয়ন করে সেসব বিষয়ে পর্দার আড়ালে আলাপ-আলোচনা করে একটি সমঝোতায় পৌঁছানো জরুরি। সমঝোতা হলে বিএনপিসহ সমমনা দলগুলোর দাবির মধ্যে বিদেশে খালেদা জিয়ার চিকিৎসা, রাজবন্দিদের মুক্তি ও রাজনৈতিক মামলা প্রত্যাহারের বিষয়টি সর্বাগ্রে বিবেচনায় আসবে বলে পর্যবেক্ষক মহল মনে করে। নির্বাচন পরবর্তী সম্ভাব্য পরিস্থিতি বিশেষ করে ডলার সংকটসহ সামষ্টিক অর্থনীতি এবং ২০২৪ সাল থেকে বৈদেশিক ঋণের কিস্তি পরিশোধের বিষয়টি নিয়েও পর্যবেক্ষক মহলে আগাম আলাপ-আলোচনা হচ্ছে।

সাবেক রাষ্ট্রদূত হুমায়ুন কবির বলেন, যত দ্রুত সম্ভব সত্যিকার অর্থে অংশগ্রহণমূলক (রাজনৈতিক দল, জনগণসহ সবাইকে নিয়ে) নির্বাচন করার ইতিবাচক প্রস্তুতি দৃশ্যমান হলে আমাদের আন্তর্জাতিক সহযোগী, বন্ধুরা মোটামুটি একটি ইতিবাচক ধারণা নিতে পারবে। যদি তা না হয়, আন্তর্জাতিকভাবে এবং দেশের সাধারণ মানুষ যে সুষ্ঠু, গ্রহণযোগ্য, শান্তিপূর্ণ, বিশ্বাসযোগ্য নির্বাচনের প্রত্যাশা করছে তা পূরণের প্রেক্ষিত তৈরি হবে না।

জানতে চাইলে আওয়ামী লীগের সভাপতিমন্ডলীর সদস্য ও সাবেক মন্ত্রী অ্যাডভোকেট কামরুল ইসলাম বলেন, আমরা অনেক আগেই আমাদের নির্বাচনি প্রস্তুতি শুরু করেছি। অক্টোবরে নেত্রী (আওয়ামী লীগ সভাপতি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা) দেশে ফিরলে আমাদের নির্বাচনি প্রস্তুতিতে আরও গতি ফিরবে। এর বাইরে আর কিছুই হবে না। কারণ বিএনপি অক্টোবর ঘিরে যেসব হুমকি-ধমকি দিচ্ছে সেগুলোর কিছুই হবে না। তারা গত ১৫ বছর ধরেই এ ধরনের কথাবার্তা বলছে। ফলে তাদের আন্দোলনের হুমকি-ধমকি আমরা আমলে নিচ্ছি না। কারণ তাদের আন্দোলনে জনসম্পৃক্ততা নেই। বাংলাদেশ সংবিধান অনুযায়ীই যথাসময়ে আগামী দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে বলেও মন্তব্য করেন তিনি।

বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য বেগম সেলিমা রহমান বলেন, 'রাজনীতির গতি-প্রকৃতি অক্টোবরে অবশ্যই একটা কিছু হওয়া উচিত। কারণ ক্ষমতাসীন দল জোর করে নির্বাচন করবে-এটা তো আমরা হতে দেব না। সেজন্যও আমরা তো আন্দোলনে আছি। এ আন্দোলন আগামীতে আরও তীব্র হবে। এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, ম্যাডাম খালেদা জিয়ার যে শারীরিক অবস্থা, তার যে চিকিৎসা তা তো বাংলাদেশে আর সম্ভব নয়। আমরা উদ্বিগ্ন যে ম্যাডামকে সুস্থ করতে হবে। আমরা চাচ্ছি তাকে যেন উন্নত চিকিৎসার জন্য দ্রুত বিদেশে পাঠানো হয়। এটাই হলো আমাদের চিন্তা। এখন সরকার কি করবে তা তো তাদের বিষয়।



ভার্জিনিয়ায় মায়ের জন্মদিন উদযাপন করেছেন সজীব ওয়াজেদ



বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার আইসিটি বিষয়ক উপদেষ্টা ও তাঁর ছেলে সজীব ওয়াজেদ জয় নৈশভোজের আয়োজনের মাধ্যমে ভার্জিনিয়ায় মায়ের জন্মদিন উদযাপন করেছেন। জয় তার ভেরিফাইড ফেসবুক অ্যাকাউন্টে একটি ছবি শেয়ার করেছেন। যেখানে তিনি লিখেছেন 'ভার্জিনিয়ায় আমার গল্ফ ক্লাবে পরিবারের সাথে মায়ের জন্মদিনের ডিনার'। ছবিতে শেখ হাসিনা, জয়সহ আরও তিন আত্মীয়কে দেখা যাচ্ছে।

উল্লেখ্য, নিউইয়র্কে জাতিসংঘের ৭৮তম সাধারণ অধিবেশনে যোগ দিতে শেখ হাসিনা যুক্তরাষ্ট্র সফরকালীন সময়ে তাঁর জন্মদিন পালন করা হয়। ইউএনজিএ-তে যোগ দেওয়ার পর তিনি ওয়াশিংটন ডিসিতে যান।

জানা যায়, প্রধানমন্ত্রী ভার্জিনিয়ায় তাঁর ছেলেকে অনাড়ম্বরভাবে তাঁর জন্মদিন উদযাপন করার অনুমতি দেন। 'জাতির পিতা' বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন নেছা মুজিবের পাঁচ সন্তানের মধ্যে সবচেয়ে বড় শেখ হাসিনা ১৯৪৭ সালের ২৮ সেপ্টেম্বর গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়ায় জন্মগ্রহণ করেন।

উল্লেখ্য, ১৯৮১ সালে আওয়ামী লীগের নেতৃত্ব গ্রহণের পর থেকে দীর্ঘ আন্দোলন সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে দলকে সুসংগঠিত করেন এবং ১৯৯৬ সালে প্রথম, ২০০৮ সালে দ্বিতীয়, ২০১৪ সালে তৃতীয় এবং ২০১৮ সালে চতুর্থবারের মত নির্বাচনে জয়লাভ করে প্রধানমন্ত্রী হন।

২০২৩ সালে ভূমধ্যসাগরে নিখোঁজ ২৫০০ অভিবাসী : জাতিসংঘ

ডয়চে ভেলে: জাতিসংঘের শরণার্থী সংস্থা (ইউএনএইচসিআর) বৃহস্পতিবার (২৮ সেপ্টেম্বর) জানিয়েছে, ইউরোপে পাড়ি দিতে গিয়ে ২০২৩ সালে এ পর্যন্ত ভূমধ্যসাগরে আড়াই হাজারের বেশি মানুষ মারা গেছেন বা নিখোঁজ হয়েছেন। গত বছরের একই সময়ের মধ্যে এক হাজার ৬৮০ জন অভিবাসী নিহত বা নিখোঁজ হয়েছিলেন।

ইউএনএইচসিআর নিউইয়র্ক অফিসের পরিচালক রুভেন মেনিকদিওয়েলা নিরাপত্তা পরিষদে বলেছেন, 'অভিবাসী ও শরণার্থীরা প্রতি পদক্ষেপে মৃত্যু ও মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঝুঁকি নিয়ে থাকে।' নিউইয়র্কে যখন জাতিসংঘ শরণার্থী সংস্থার পক্ষ থেকে এই বক্তব্য এসেছে, একই দিনে ব্রাসেলসে ইউরোপীয় ইউনিয়নের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীরা সমুদ্রপথে ইতালি আসা অভিবাসন কিভাবে ব্যবস্থাপনা করা যায় তা নিয়ে আলোচনায় বৈঠকে বসেছেন।



ইইউ সদস্য রাষ্ট্র এবং ইউরোপীয় পার্লামেন্টের সাধারণ আশ্রয় ব্যবস্থায় সুদূরপ্রসারী সংস্কারের জন্য বছরের পর বছর ধরে আলোচনা চললেও কোনো ফলাফল আসেনি। এবারও বিভিন্ন শর্ত নিয়ে বিরোধ দেখা দিয়েছে ইতালি এবং জার্মানির মধ্যে।

জাতিসংঘ কী বলছে:

জাতিসংঘ শরণার্থী সংস্থার তথ্য অনুযায়ী, এই বছরের জানুয়ারী থেকে ২৪ সেপ্টেম্বরের মধ্যে প্রায় এক লাখ ৮৬ হাজার মানুষ এরইমধ্যে ভূমধ্যসাগর পাড়ি দিয়ে ইউরোপে পৌঁছেছেন। এর মধ্যে এক লাখ ৩০ হাজারই এসেছেন ইতলিতে। গত বছরের তুলনায় এই সংখ্যা ৮৩ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। বাকি অভিবাসীরা এসেছেন গ্রিস, স্পেন, সাইপ্রাস এবং মাল্টায়। সবচেয়ে বেশি অভিবাসী ভূমধ্যসাগর পাড়ি দিয়েছেন তিউনিশিয়া থেকে। এ সংখ্যা প্রায় এক লাখ দুই হাজার। লিবিয়া থেকে এসেছেন ৪৫ হাজার মানুষ।

মেনিকদিওয়লা জানিয়েছেন, অন্তত ৩১ হাজার মানুষকে সমুদ্র থেকে উদ্ধার করা হয়েছে বা তিউনিশিয়ায় ফেরত পাঠানো হয়েছে। লিবিয়ার ক্ষেত্রে এ সংখ্যা ১০ হাজার ৬০০ জন। মেনিকদিওয়েলা নিরাপত্তা পরিষদকে মনে করিয়ে দেন যে সাব-সাহারান আফ্রিকার দেশগুলো থেকে লিবিয়া এবং তিউনিশিয়ার উপকূলে আসার পথটুকু 'বিশ্বের সবচেয়ে বিপজ্জনক অভিবাসন রুটের একটি।' তিনি বলেন, 'সাধারণের চোখের আড়ালে অনেক মানুষ প্রাণ হারিয়েছে।' তিউনিশিয়ার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী কামেল ফেকিহ ডিডাব্লিউকে বলেছেন, অভিবাসীদের ইউরোপের পথে যাত্রা ঠেকাতে তার দেশের সীমিত সামর্থ্য রয়েছে। তিনি বলেন, 'শুরু থেকেই আমরা এই বিষয়টির ওপর জোর দিয়েছি যে, অভিবাসন এর কারণগুলোর সমাধান না করে অভিবাসন ব্যবস্থাপনা করা সম্ভব নয়। তিউনিশিয়া কেবল নিজস্ব সীমানা রক্ষা করতে পারে। (পরোক্ষভাবে) নিজস্ব সীমানা পর্যবেক্ষণ করা ছাড়া অন্যদের জন্য সীমান্ত রক্ষী হিসেবে কাজ করতে পারে না।'

ফেকিহ তার দেশের অর্থনৈতিক পরিস্থিতির কথাও উল্লেখ করেছেন। 'তিউনিশিয়া একটি কঠিন পরিস্থিতির মধ্যে রয়েছে। তাই আমরা সাব-সাহারান এবং সাহেল দেশগুলো থেকে এত সংখ্যক আফ্রিকান অভিবাসীদের নিতে অক্ষম।'





TiME television
টাইম টেলিভিশন দেখুন, বিজ্ঞাপন দিন
Tel: 718-753-0086

বাংলা পত্রিকা
The Weekly Bangla Patrika

MEADOWBROOK
FINANCIAL MORTGAGE BANKERS
Direct Lender
Low Closing Cost Good Rate
Call 718-507-LOAN for Approval
70-17, 37th Ave. Suite# 2F, Jackson Heights, NY 11372
Licensed Mortgage Banker of New York
M. Kamal, MBA CPA



নিউইয়র্কে মেয়র আইভী'র আড্ডা

'সংবর্ধনার অর্থ দেশে দাতব্য প্রতিষ্ঠানে দিন'

নিউইয়র্কঃ নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের মেয়র ডাঃ সেলিনা হায়াৎ আইভী স্টেট ডিপার্টম্যান্টের (বাকি অংশ ৪০ পাতায়)

সোশ্যাল সিকিউরিটির মৃত্যু ঘটছে আমেরিকায়!

বাংলা পত্রিকা ডেস্কঃ সোশ্যাল সিকিউরিটি ইজ ডেড- এম-নটাই বলা হয়েছে খবরে। পরেই বলা হয়েছে ডেমেক্রেটিক ও রিপাবলিকান উভয়ের তরফেই আসছে বড় নাটকীয় পরিবর্তন। উভয় দলের আইন প্রণেতাদের হাতে ১২ বছর সময় আর বাকি আছে। এই সময়ের মধ্যে বিষয়টি সুরাহা না হলে যুক্তরাষ্ট্র সামাজিক নিরাপত্তার পূর্ণাঙ্গ সুবিধা দেওয়ার সক্ষমতা হারিয়ে ফেলবে। সোশ্যাল সিকিউরিটি ট্রাস্টি'র সবশেষ প্রতিবেদন এ কথাই বলছে। বলা হচ্ছে, ২০৩৪ সালের পর সামাজিক নিরাপত্তা খাতে ২.৯ ট্রিলিয়ন ডলারের ট্রাস্ট ফান্ড শেষ হয়ে যাবে। আর আইনপ্রণেতারা যদি কোনো উদ্যোগ না নেন তাহলে এ দেশে সামাজিক নিরাপত্তা স্রেফ জনগণের ট্যাক্সের টাকার ওপর ভর করে টিকে থাকতে হবে। আর তাতে বর্তমানে যতটা সামাজিক নিরাপত্তা দেওয়া হচ্ছে তার মাত্র এক-তৃতীয়াংশ দেওয়া সম্ভব হবে। তবে সুস-ংবাদ কিছুটা রয়েছে। বেশ কিছু নীতিগত পরিবর্তনের প্রস্তাব রয়েছে যার মাধ্যমে সামাজিক নিরাপত্তা তহবিলে অর্থ যোগান আসতে পারে। মেরিল্যান্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের পাবলিক কনসালটেশন (বাকি অংশ ২০ পাতায়)



শরীর ও আত্মার খাদ্য

জাফর আহমাদ

মানুষের জীবনের দু'টি দিক। একটি হলো, মানুষের শরীর বা অবয়ব। অন্যটি হলো, আত্মা বা রুহ। বর্তমান তথ্য-প্রযুক্তির যুগে একে কম্পিউটার যন্ত্রের সাথে তুলনা করা যায়। কম্পিউটারের যেমন দু'টো দিক রয়েছে এক, হার্ডওয়্যার তথা বডি দুই, সফটওয়্যার (বাকি অংশ ৩৬ পাতায়)

সাঈদ তারেকের কলাম

শোনেন বলি নতুন করে-!



মধ্যযুগে রাজা মহ-ারাজাদের কোন নিয়মিত সেনাবাহিনী থাকতো না। ব্যক্তিগত বা প্রাসাদের নিরাপত্তার জন্য থাকতো সিকিউরিটি স্টাফ। কেবলমাত্র যুদ্ধযাত্রার সময় আর্মি গঠন করা হতো। অনেকটা এখনকার সময়ের ডাকাত বাহিনীর মত। রাজ্যের সাহসী, বর্শা নিক্ষেপকারি তীরন্দাজ ও (বাকি অংশ ১৮ পাতায়)

আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় না থাকলে বাংলাদেশ অন্ধকারে ফিরে যাবে



প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

ওয়াশিংটন ডিসি (বাসস): প্রধানমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ হাসিনা বলেছেন, তাঁর দল ক্ষমতায় না থাকলে বাংলাদেশ অন্ধকার যুগে নিমজ্জিত হবে। তিনি বলেন, 'আওয়ামী ক্ষমতায় না থাকলে দেশ আবার অন্ধকার (বাকি অংশ ২৯ পাতায়)

ম্যানহাটনে ইসলামিক কালচারাল সেন্টারে খুৎবা দিলেন প্রধানমন্ত্রী আনোয়ার ইব্রাহিম

বিশেষ প্রতিনিধি: জাতিসংঘের ৭৮ তম অধিবেশনে যোগ দিতে নিউইয়র্ক সফরকালীন সময় মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী দাতো সেরি আনোয়ার ইব্রাহিম গত ২২ সেপ্টেম্বর শুক্রবার ম্যানহাটনে ইসলামিক কালচারাল সেন্টার অফ নিউইয়র্কে জুম্মাহর নামাজে খুৎবা পাঠ করেছেন। মসজিদে উপস্থিত বিপুল সংখ্যক মুসু-ল্লি তথা (বাকি অংশ ১৬ পাতায়)



খেলার খবর

বিশ্বকাপের উদ্বোধনী মঞ্চ মাতাবেন যাঁরা

স্পোর্টস ডেস্কঃ বিশ্বকাপের ঢাকে কাঠি পড়েছে। ৫ অক্টোবর শুরু মাঠের যুদ্ধ। ৪৯ দিনের টুর্নামেন্টে ৪৮ ম্যাচ, শিরোপা উঠবে কার হাতে? এই জল্পনার মধ্যে আরো একটি বিষয় আলোচনায় জায়গা করে নিচ্ছে। ভারতের (বাকি অংশ ৪১ পাতায়

হেলথ টিপস

বয়স অনুপাতে ব্যায়ামের ধরণ

বাংলা পত্রিকা ডেস্কঃ বয়সের অনুপাতে ব্যায়ামের ধরণ হয় আলাদা। সুস্থ থাকতে হলে ব্যায়াম করতে হবে। আবার ব্যায়াম করতে গেলে (বাকি অংশ ৪১ পাতায়)

বাড়ী ক্রয়ের প্রস্তুতি



এম. কামাল: নিউইয়র্কে বাড়ী ক্রয় করা যতনা সহজ বাড়ী রক্ষা বা বাড়ীর রক্ষণাবেক্ষণ তত কঠিন। তবে এজন্য বাড়ীর মালিককে শিল্পী হওয়ার প্রয়োজন নেই। কিন্তু এ সম্পর্কে (বাকি অংশ ১৮ পাতায়)

জালালাবাদবাসীদের সাথে মতবিনিময় সভায় পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. মোমেন

জালালাবাদ ভবন ক্রয় ঐতিহাসিক পদক্ষেপ

নিউইয়র্ক: পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. একে আব্দুল মোমেন এমপির প্রবাসীদের সাথে সাথে মতবিনিময় করেছেন। গত ২৬ সেপ্টেম্বর এস্টোরিয়ার জালালাবাদ নিজস্ব ভবনে জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব আমেরিকার ইনক এই মতবিনিময় সভার আয়োজন করে। অনুষ্ঠানে অতিথি ছিলেন নিউইয়র্কে বাংলাদেশের কনসাল জেনারেল নাজমুল হুদা এবং প্রধানমন্ত্রীর সফরসঙ্গী সিলেট জেলা আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক এডভোকেট বিধান কুমার সাহা, সাংগঠনিক সম্পাদক (বাকি অংশ ০৪ পাতায়)



বিনোদন

লাদাখে সর্বোচ্চ উচ্চতায় আন্তর্জাতিক ফ্যাশন শো

বিনোদন ডেস্কঃ হিমালয়ের কোলে অবস্থিত লাদাখ, ভারতের সবচেয়ে চমৎকার স্থানগুলোর মধ্যে (বাকি অংশ ১৮ পাতায়)


GOLDEN AGE HOME CARE
সর্বাধিক জনপ্রিয় হোম হেলথ কেয়ার এজেন্সী
HHA/PCA & CDPAP SERVICE
Call: 718-775-7852
646-591-8396

ইলিনয়ে সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত ৫

বাংলা পত্রিকা ডেস্কঃ যুক্তরাষ্ট্রের ইলিনয়ে একটি সেমি ট্রাকের সঙ্গে একাধিক গাড়ির সংঘর্ষে পাঁচজনের প্রাণহানি হয়েছে। এ ঘটনায় আহত হয়েছেন আরও পাঁচজন। শনিবার (৩০ সেপ্টেম্বর) এ তথ্য নিশ্চিত করে অঙ্গরাজ্যটির প্রশাসন। নিহতদের মধ্যে দুই শিশুসহ একই পরিবারের তিনজন রয়েছে। আহতদের হেলিকপ্টারে করে নিয়ে যাওয়া হয় হাস-পাতালে। খবর রয়টার্স ও সিএনএনের। (বাকি অংশ ৪৬ পাতায়)

বাংলা পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিন

ট্রাভেল ব্যবসায় দীর্ঘদিন অভিজ্ঞতার আলোকে ওজনপার্কের প্রাণকেন্দ্রে অবস্থিত গ্লোবাল এয়ার সার্ভিস আপনাকে দিচ্ছে নিরাপদ এবং ঝামেলামুক্ত আকাশ ভ্রমণের সুযোগ
গ্লোবাল এয়ার সার্ভিস
GAS GLOBAL AIR SERVICE
Your Trusted Travel Guide...
Call Now
718-296-8996
718-296-8787
718-296-5875
হজ্বব্রত পালনকারীরগণ গ্রহণ করুন সর্বোত্তম সেবা ওমরা ও মূল হজ্ব
WALL STREET FINANCE LLC
76-01, 101 AVE, OZONE PARK, NY 1141
FAX: 718-296-8259, EMAIL: GLBL001@YAHOO.COM

ZAKIR CPA, PLLC
Certified Public Accountants
Accurate, Fast & Reliable Services
আমাদের সেবা সমূহ
929-207-1516
1506 Castle Hill Ave,
2nd Floor, Bronx, NY-10462
Zakir Choudhury, CPA
Founder & CEO
আমরা ইমিগ্রেশন এবং সিটিজেনশীপ এর আবেদন করে থাকি
www.zakircpa.com info@zakircpa.com

জ্যাকসন হাইটসে
মেঘনা ট্রাভেলস
718-478-1920
718-930-1494
বিস্তারিত ৩০ পাতায়

Largest & Most Reliable Travel Agent
CONCORDE
Travel Inc
Jackson Heights: 347-448-6175
Manhattan: 212-563-2800
Call: 917-355-7374
বিস্তারিত ৩১ পাতায়

Editor : Abu Taher Published By Bangla Patrika Inc. 36-50, 38 Street (2nd Floor), LIC, NY 11101, USA. Tel: 718-482-9923, 718-482-1169. Fax: 718-482-9935. Email: banglapatrikausa@gmail.com